ভ্রান্তি-বিজয়।

[প্রথম ভাগ—ব্রাহ্মণ-কাণ্ড]

(বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা)

শ্রীহরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত।

BHRANTI-BIJAYA

OR

A Short Social History of the Brahmins of Bengal

BY

HARISH CHANDRA CHAKRABARTI.

প্রথম সংস্করণ

১৩১৯

জেলা হাওড়া, আন্দুল—দুল্লে হইতে গ্রন্থকার-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

ভ্রান্তি-বিজয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের অভিমত।

(১)

কলিকাতাস্থ প্রধান সংস্কৃত-বিদ্যামন্দিরস্থাধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায়-বিদ্যাভূষণোপাধিক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শর্ম্মণা এম্ এ, পি-এচ্-ডি উপাধিধারিণা প্রদত্তং প্রশংসাপত্রম্ ঃ—

পণ্ডিত শ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তিণা সঙ্কলিতং ভ্রান্তি বিজয়নাম গ্রন্থমামূলং পঠিত্বা পরাং প্রীতিমগমম্। গ্রন্থকারেণ হালিককৈবর্ত্তা মাহিষ্যাস্তেষাং পুরোহিতাশ্চ গৌড়াদ্যব্রাহ্মণা ইতি প্রমাণীকৃতম্। গ্রন্থাভ্যন্তরে লিখিতং চ যৎ অস্মদ্দেশে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণানামাগমনাৎ প্রাক্ গৌড়াদ্য ব্রাহ্মণা নিবসন্তিস্ম ইতি। মাহিষ্যাস্তেষাং পুরোধসশ্চ অতীব প্রাচীন-কালাদারভ্য গৌড়ভূমিমধিবসন্তীত্যত্র নাস্তি সন্দেহস্যাবকাশঃ।

কলিকাতা, শকাব্দা ১৮৩৪, সৌর জ্যৈষ্ঠস্য তৃতীয় দিবসে।	মহামহোপাধ্যায়-বিদ্যাভূষণোপাধিক (স্বাক্ষর) শ্রীসতীশচন্দ্র দেবশর্ম্মণঃ।

(ENGLISH TRANSLATION.)

Mahamahopadhyaya Dr. Satish Chandra Vidyabhusan M.A., Ph.D., Principal, Sanskrit College, Calcutta, writes :—

"I have gone through the whole work "Bhranti Bijaya" edited by Pandit Srimat Harish Chandra Chakrabarti and have been exceedingly glad. The author has proved that the priests of the Halik-Kaibarttas—Mahishyas are Gauradya Brahmans. It has been stated in the book that before the migration of the Kanoujea Brahmans to our country there lived Gauradya Brahmans. There is no shadow of doubt that the Mahishyas and their priests have been living in Gaur since a very ancient time.

(২)

প্রশংসাপত্রম্।

সুধীপ্রবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র উত্থাসনিমহোদয়েন ব্রাহ্মণবিচারে ভ্রান্তি-বিজয়নামকগ্রন্থমিমং বিরচয়তা স্বশ্রেণীস্থা অন্যদেশীয়া অনাশ্রেণীস্থাশ্চ দ্বিজাশ্চিরকৃতজ্ঞতাপাশেন বদ্ধাঃ। যে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণা ব্যাসক্তইত্যপনাম্নাভিহিতাশ্চিরবিদ্বেষিদ্বিজৈরপি-হিতমর্য্যাদা ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নয় ইবাসন্। গ্রন্থকৃদ্বহুবিধাখণ্ড্য স্মৃতীতিহাসপুরাণকানাং বচনাবলিসমীরণেন সমুৎসারিতপাংশবস্তে পৌর্ব্বিকস্বরূপজ্যোতিরবাপ্তবন্তঃ। উত্থাসনিমহোদয়েনৈষাং দ্বিজানাং গৌড়াদ্যবৈদিক প্রতিপাদনে যাদৃশী শাস্ত্রীয়া যুক্তি-শ্রেণযোদর্শিতাঃ প্রতিপক্ষীয়া বহুভির্জ স্লৈর্নতানিরাকর্ত্তুং শক্ষ্যন্তী-তিমন্যে। এতৎপ্রসঙ্গেঽন্যশ্রেণীস্থব্রাহ্মণানামপি বহুবিধং বিবরণমভিহিতবতা গ্রন্থকৃতা স্বস্যধীষণাঽসামান্যগবেষণা তত্ত্ব-পক্ষপাতিত্বঞ্চ প্রকটিতম্। কিং বহুনাসৌ মহোদয়োঽনেন গ্রন্থেন ব্যাসোক্তশ্রেণীস্থানাং ব্রাহ্মণানাং জাত্যভ্যুদয়েঽভিনব যুগমেকমানীতবানিত্যলং পল্লবিতেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীহংসেশ্বর মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থবেদান্তশাস্ত্রিণঃ।

(৩)

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তি বিরচিত "ভ্রান্তি-বিজয়" নামক গ্রন্থ পাঠে আমাকে অতিমাত্রই আনন্দিত হইতে হইয়াছে। উহাতে প্রদর্শিত বিচার প্রণালী, শাস্ত্রার্থের প্রকৃত মর্ম্ম নিষ্কাসন প্রয়াস—যার-পর-নাই সুখ্যাতিযোগ্য। সঙ্কলয়িতার গবেষণা ও অধ্যবসায়, শ্রম ও যত্ন প্রশংসার্হ। আশা করি, যদুদ্দেশ্যে গ্রন্থখানি সংকলিত হইয়াছে, তাহার সাফল্য ঘটিবে। ইত্যলং পল্লবিতেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীমহেন্দ্রনাথ শর্ম্মা বিদ্যানিধি (বন্দ্যোপাধ্যায়),

বঙ্গাব্দ ১৩১৯। ১৯শে বৈশাখ। } কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সদস্য, অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনী-প্রণেতা, ইত্যাদি।

Extract para 2 from the letter No. 966 G. dated 21st September 1911 of the Sub-Divisional Officer, Uluberia, to the address of the District Magistrate of Howrah, in reply to the Census Superintendent's letter No. 68810 dated the 25th August 1911.

"2. The Brahmins who stand at the top of the hierarchy of the caste and those shown in Column 1 of the annexed *Statement* do not come under any category ; but, the castes shown in Column 3 come under the categories* Nos : 5, 7 and 8 except Goala and Sutradhar who come only under category 5 and not under 7 or 8. The Chasi Kaibarttas or Mahishyas which not coming under any of the categories are ministered by Brahmins who are excluded from Barna Bipras or degraded Brahmins. Hence they are shown as in separate column 2."

I have &c.,

(Sd.) M. N. MUKHERJI,

S. D. O., Uluberia.

---

* Categories :—

(5) Not served by good Brahmins.

(7) Denied access to the interior of Ordinary Hindu temples.

(8) Cause pollution by (a) touch (b) within a certain distance.

STATEMENT OF CASTES.

Castes which are ministered by good Srotriya Brahmins.	Caste ministered by Baidic Brahmins who have been excluded from Barna Bipras or degraded Brahmins.	Castes ministered by degraded Brahmins.	Caste which has no Brahmins but regarded higher in position than those in column 5.	Castes which have no priests.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6
Baidya	Chasi Kaibartta or Mahishya	Bagdi	Baishnab	Dom	
Barui		Dhopa & Chasa Dhopa		Kaora	
Gandha Banik		Goala		Hari	
Kamar		Kaibar tta (Jelia)		Jogi or Jugi	
Kayastha		Kalu			
Kumhar		Muchi			
Mali or Malakar		Namasudra			
Mayara		Pod			
Napit		Subarna Banik			
Sadgopa		Sunri			
Tambuli		Sutradhar			
Tanti		Tiyar			
Teli					

(Enclosure to S. D. O. Uluberia's No. 966 G., dated 21-9-1911.)

পূর্ব্বাভাস।

প্রত্যেক ব্যক্তির স্বীয় সমাজের ঐতিহাসিক তত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মুসলমান দাস রাজবংশাবলী কীর্ত্তন করিতে বলিলে, তাহারা অক্লেশে বলিয়া দিবে ;—

"প্রথমতঃ কুতুবুদ্দিন্ দ্বিতীয় আরাম।
আল্তামস্ রকমুদ্দীন রিজিয়া বৈরাম॥
মসাউদ্ নাজীরুদ্দীন্ আর বুলবন্।
কাইকাবাদ শেষরাজা জানে সর্ব্বজন॥"

ছাত্রগণকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে, "বল দেখি থার্ম্মাপলী বা ওয়াটারলুর যুদ্ধে কে জয়লাভ করেন"? "আফ্রিকার পিরামিড কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন"? "আমেরিকায় স্বাধীনতার যুদ্ধে কে অধিনায়ক ছিলেন"? "চতুর্দ্দশ লুই ইংরাজ না ফরাসী ছিলেন"? তখন দেখা যাইবে এই সকল প্রশ্নের উত্তর,—আমাদের অনেক ছাত্রের জিহ্বাগ্রে। কিন্তু, যদি এরূপ প্রশ্ন করা যায়, "বল দেখি কে উড়িষ্যার পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের অত্যাশ্চর্য্য দেউল নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন? এবং তিনি কোন জাতীয় ছিলেন"? "গঙ্গাবংশীয় রাজগণ, তমলুক, ভুর্কী ও ময়নাগড়ের অধিপতি এবং বল্লালের সমকালীন লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজগণ কোন জাতীয় ছিলেন?" ইহাদের পুরোধা ব্রাহ্মণগণও বা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন"? "সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকাকার পণ্ডিতপ্রবর অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ গোয়ীচন্দ্র এবং বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিতাগ্রগণ্য হলায়ুধ মিশ্র এবং সভাসদ্ বৈষ্ণবকুল চূড়ামণি জয়দেব গোস্বামীর সহচর পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ গোবর্দ্ধনাচার্য্য কোন্ শ্রেণীর

ব্রাহ্মণ ছিলেন"? তখন এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে অনেককে মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে হইবে। "যে মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি নিত্য ব্যবহার করিতেছেন, কিরূপে এই সকল উপাধির সৃষ্টি হইল? রাঢ়ীয় সমাজের ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বনন্দী, প্রভৃতি ৩৬শ মেলের কুলীন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? জিজ্ঞাসা করিলে অনেক মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের চক্ষুস্থির হইয়া যাইবে। অধিকাংশ লোকের বিশ্বাস যে;—রাঢ়ীবারেন্দ্রগণ চিরকাল এদেশে বাস করিতেছেন, চিরকালই নবশায়ক জাতির যাজন করিতেছেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের আদিপুরুষগণকে রাজা আদিশূর আনয়ন করেন, ইহা প্রায় সকলে অবগত আছেন; কিন্তু, ইঁহারা যে ৯৫৪ শকে আনীত হন অর্থাৎ ৮৭৮ বৎসরের মাত্র বাসিন্দা তাহা অনেকে জ্ঞাত নহেন। আদিশূরের প্রায় ১৫০ শত বৎসরের পর রাজা শ্যামলবর্ম্মদেব কর্ত্তৃক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এদেশে আনীত হন, তাহাও অনেকে অবগত নহেন। গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ যে বঙ্গদেশের আদি ব্রাহ্মণ, পরে ইঁহারা যে দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌনসম্বন্ধে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে দ্রাবিড় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা সাধারণে না জানিয়া অসার কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদিগকে ঈর্ষাবিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকেন তাহাদিগের ভ্রান্ত বিশ্বাস অপনোদন করিবার জন্য এই "ভ্রান্তি-বিজয়ের" অবতারণা। বিশ্বাস, সুতার্কিক সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের নিকট ইহার আদর হইবে। এই "ভ্রান্তি-বিজয়" পাঠ করিয়া যদি একজন লোকেরও ভ্রান্তি অপনীত হয় তবে আমার পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। বেদ, নানাবিধ পুরাণ; শাস্ত্র, রামায়ণ, ইতিহাস, মহাভারত, রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মেলবিবরণ গ্রন্থ, বারেন্দ্রকুলশ্রেষ্ঠ ৺ মহিম-

চন্দ্র মজুমদারের 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ', বাবু নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয় পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধির "সেবিকা" সংবাদপত্র, সাহিত্যজগতে সুপরিচিত সন্ন্যাসী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের সিদ্ধান্তসমুদ্র এবং তমলুকের ইতিহাস প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নানা উপদ্রবে বঙ্গদেশ ছারখার হইয়া গিয়াছে! বৌদ্ধবিপ্লবে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। মুসলমানগণের অত্যাচারে অনেক শাস্ত্র ইতিহাস প্রভৃতি অমূল্য রত্নরাজী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহার উপর যথেচ্ছাচারী বল্লালসেন গৌড়ের আদি বৈদিক (পরাশর) ব্রাহ্মণসমাজের উপর কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার কুলকালিমা গ্রন্থে ইহার আভাস দিয়াছেন। এমন অবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সত্য সংগ্রহ করতঃ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে ঐতিহাসিকতত্ত্বনির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ভাষার পারিপাট্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া প্রমাণ সহ প্রত্যেক যুক্তিতর্কের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। প্রথম সংস্করণে পুস্তকের মধ্যে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। যদি কেহ দয়া করিয়া ভ্রম প্রদর্শন করেন গ্রন্থকার চিরবাধিত থাকিবে। পরিশেষে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, ফরিদপুর—হাবাসপুর স্কুলের সুযোগ্য পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় গ্রন্থসঙ্কলনে কিছু সাহায্য করিয়াছেন। হাইকোর্টের কৃতবিদ্য উকীল সাহিত্যকুলপ্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার মাক্সাজ বৈদিকধর্ম্মপ্রচারিণী সভার সম্পাদক, মাক্সাজ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত সুবিখ্যাত উকিল মহামহোপাধ্যায় পার্থ সারথী আয়াঙ্গার মহোদয়ের নিকট হইতে ৺ গদাধরভট্টের কুলজী উদ্ধার করিয়া ব্রাহ্মণগণের

আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। প্রকাশ বাবুর এই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিয়া তাঁহার নাম জগতে চিরকাল প্রকাশ রাখিবে। হাওড়া—ঝিখিরা'র স্বনামধন্য মাহিষ্যকুলরত্ন ৺ হরিনারায়ণ মল্লিক মহাশয়ের সুযোগ্য ধীমান্ পুত্র শ্রীমান্ রাধাগোবিন্দ মল্লিক মহোদয় এই পুস্তক মুদ্রণে সাহায্য করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিলেন। কার্য্যবশতঃ দূরতর প্রদেশে অবস্থান করায় ১ম ও ২য় প্রুফ আমি নিজে দেখিতে পারি নাই। 'তমলুকের ইতিহাস' প্রণেতা পণ্ডিত শ্রীমৎ সেবানন্দ ভারতী মহাশয় প্রুফগুলি দেখিয়া মুদ্রণ কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্যের ভার গ্রহণ না করিলে পুস্তক প্রকাশ হইতে অধিকতর বিলম্ব হইত। তজ্জন্য ভারতী মহাশয়ের নিকট গ্রন্থকার চিরবাধিত রহিলেন। মনোযোগের সহিত প্রুফ-সংশোধন করিবার অসুবিধা ঘটায় পুস্তকের মধ্যে বর্ণাশুদ্ধিগত ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে,—তজ্জন্য পাঠকের নিকট মার্জ্জনার ভিখারী রহিলাম।

অনেক কালের পর ভারতে শান্তিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যায়বান্ ইংরাজরাজের আমলে আমরা নির্জ্জলা শান্তিসুখ ভোগ করিতেছি। এক্ষণে কুমারিল ভট্টের ন্যায় কোন হিন্দুর হস্তে কোন বৌদ্ধ একবারে নির্ব্বাণলাভ করিতেছেন না। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে জগন্নাথ-দেব মুসলমানগণের হস্ত হইতে লাঞ্ছনার অব্যাহতি লাভ করিয়াছেন, চিল্কা হ্রদের লোণা জলে আর হাবু ডুবু খাইতেছেন না। শ্রীমন্দির মুহূর্ত্তের জন্যও দারুব্রহ্ম বিগ্রহছাড়া হয় নাই। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগোবিন্দ জিউর মন্দিরের ইষ্টকগুলি আর রাজপথে-চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে না। ৺ কাশীধামে শ্রীশ্রীবিশ্বনাথ কালাপাহাড়ের ভয়ে "জ্ঞানকূপে" আর লুক্কায়িত হইতেছেন না। হিন্দুর পুণ্যতীর্থক্ষেত্রের দেবমন্দির মুসলমানের মসজিদে পরিণত হইতেছে না। সতী সাধ্বী কুলললনাগণ নির্ভয়ে অবাধে দেশদেশান্তর হইতে গঙ্গাস্নান, তীর্থপর্য্যটন করিয়া জীবন সার্থক করিতে-

ছেন; তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া রাজ্য মধ্যে ন্যায় বিচার বিতরিত হইতেছে। বলিতে কি, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের পর এরূপ একচ্ছত্রী সম্রাট্ পদে বিরাজ করিয়া শান্তি সহ ভারতরাজ্য শাসন করিতে কোন রাজাই পারেন নাই। সুসভ্য ইংরাজের আমলে রেল ষ্টীমার তাড়িৎ মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতি কত শত বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়া প্রজার অশেষ সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে। মুখে বলিবার, হাতে লিখিবার স্বাধীনতা হইয়াছে। বলিতে গেলে এরূপ সুবিধা কোন কালেও হয় নাই। অতি অল্প ব্যয়ে দুই দিনের মধ্যে আমাদের মনের কথা দেশ বিদেশে প্রচার করিতেছি। বর্ত্তমান কালে সমাজের যে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে তাহা ইংরাজের দোষে নহে, নিজেদের দোষে। ইংরাজের গুণভাগ গ্রহণ না করিয়া অগ্রেই দোষভাগের অনুকরণ করিয়াই সমাজ অধঃপাতে যাইতেছে। সমাজের কর্ণধার বর্ণাশ্রমের গুরু ব্রাহ্মণ তাঁহার শম দম তিতিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ভোগবিলাসী হইয়া ব্রহ্মচর্য্য ছাড়িয়াছেন, এমন কি ব্রহ্মগায়ত্রী পর্য্যন্ত অনেকে ভুলিয়াছেন; পরপদসেবা-শ্ব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া আর্য্যত্ব ঘোষণা করিতেছেন। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যচ্যুত হওয়ায় সমাজের দফা রফা হইতে বসিয়াছে। সমাজের সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা বিদ্বেষাগ্নিতে সোণার বাংলা শ্মশানে পরিণত হইতেছে। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ঠাকুরগণ বারেন্দ্র শ্রেণীর ঠাকুরগণকে আদিশূরের যজ্ঞে আনীত কণৌজ ব্রাহ্মণের উপপত্নী গর্ত্তজাত বলিয়া গালি দিতেছেন; পক্ষান্তরে বারেন্দ্র ঠাকুরগণও রাঢ়ীয় ঠাকুরগণকে কনৌজ ব্রাহ্মণের ঔরসে সপ্তশতী কন্যার গর্ত্তজাত বলিয়া 'কবির' গানের জবাব গাহিতেছেন।* সেইরূপ গৌড়ের আদি বৈদিক

**Extract Para 329, page 252 of the Census Report, 1891, Vol. III,*

"Next to Rajputs no caste bears more evident and numerous signs of non Aryan blood than the Brahman.

ব্রাহ্মণগণ নিরপরাধে অবমাননা সহ্য করিতেছেন। বৈদ্য মাহিষ্য কায়স্থ ও নবশায়কগণ পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছেন। বাজারে ছাগ ছাগী বিক্রয়ের ন্যায় পুত্র কন্যা বিক্রীত হইয়া ক্রেতা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। এইরূপ অবস্থায় কেহ মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে রাজী নহেন। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার জন্য ইংরাজরাজ দায়ী

Dr. Wise, whose ethnological enquiries in Eastern Bengal have laid Mr. Risley under special obligations, which he has gracefully recogniged by dedicating his Ethnographic Glossary to him, declared the lowly Chamar to be "infinitely fairer, with a more delicate and intellectual cast of features, than many Srotriya Brahmans". "The connexion of Brahmans with Naga women is a significant fact" writes Here Bachofen, "of the intermixture of the best Aryan blood with the Nagbansi aboriginals thirty centureis ago". The same practice is still continued by Bengali Brahmans, who take wives of Manipuri race on our eastern frontier. It is improbable that the five Brahminas introduced in the eleventh century by Adisur from Kanouj have grown into the myriads which now form the Kulin or highest sub-castes. "Although the immigrant Brahmans brought their wives with them, tradition. Says," writes Mr. Risley, "that they contracted second marraiges with the women of Bengal and that their children by the latter were the ancestors of the Barendra Brahmins. The Barendra on the other hand, claim to represent the offspring from the original Hindustani wives and allege that the Rarhi Brahmins themselves spring from the mesalliances contracted in Bengal."

নহেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ইংরাজরাজ কাহাকেও বলেন নাই, তবে তাঁহাদের স্কন্ধে দোষ চাপাইলে চলিবে কেন? কবির কথায় বলিতেছি—

"দোষ কা'রও নয়গো মা—

(আমি) স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা"

উপসংহারে বক্তব্য যে, বহুকষ্টে প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া সাধ্যানুসারে মনোমত সাজ সজ্জায় সজ্জিত করিয়া সাধকের সম্মুখে স্থাপন করিলাম—প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা সাধকের হস্তে।

গ্রন্থকারস্য।

সূচীপত্র।

ব্রাহ্মণ কাণ্ড।

৬ষ্ঠ অধ্যায়।—মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত নহেন (৭৮-৯৭)।

৭ম অধ্যায়—মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত অন্য শ্রেণী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্বন্ধ (৯৮-১০৩)।

৮ম অধ্যায়—অযথা অত্যাচার (১০৪-১২৫)।

৯ম অধ্যায়—আত্মকথা (১২৬-১৬২)।

১০ম অধ্যায়—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ

আর্য্যজাতির পুরোহিত (১৬৩-১৮৪)।

১১শ অধ্যায়—বর্ণযাজী কে ? (১৮৫-১৯৬)

১২শ অধ্যায়—রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের অতি উচ্চ মেলকাহিনী

পরিশিষ্ট (২২৫—২৪০)

শ্রীশ্রীহরয়ে নমঃ।

ওঁ

মঙ্গলাচরণম্।

যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুবন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈঃ।
বেদৈঃ সাঙ্গপদ ক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ॥
ধ্যানাবস্থিত তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ।
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

স্তুবন্তি ত্বাং সততং সর্ব্ববেদাঃ।
গায়ন্তি ত্বাং গৃহিণো ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ॥
নমামঃ সর্ব্বে শরণার্থিনস্ত্বাং
প্রসীদ ভূতাধিপতে মহেশ॥

ব্রহ্মা বরুণ রুদ্র মরুতাদি দেবগণ যাঁহাকে স্তব করিতেছেন, সামবিদ্ ব্রাহ্মণগণ বেদ উপনিষদাদি দ্বারা যাঁহার যশোগান করিতেছেন, যোগিগণ ধ্যানাবস্থিত তদ্গতচিত্তে মানসনেত্রে যাঁহাকে দর্শন করিতেছেন, সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই দেবতাকে নমস্কার।

সমস্ত বেদ তোমায় বন্দনা করিতেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহিগণ তোমার যশোগাথা গান করিতেছে; হে ভূতনাথ! হে মহান্ প্রভো! শরণার্থী আমরা সকলে তোমায় প্রণাম করিতেছি—তুমি প্রসন্ন হও। তুমি আমাদিগের সকলের মস্তকে শুভাশীষ বর্ষণ কর। তুমি আমাদের মৃতপ্রায় দেহে নবজীবনের সঞ্চার কর। আমাদিগের যাহা কিছু অজ্ঞানতা, যাহা কিছু মলিনতা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রভাব—এ সমস্ত দূর করিয়া দাও। তুমি সমাজকে জ্ঞানধর্ম্মে সমুন্নত কর।

ভ্রান্তি-বিজয়।

ব্রাহ্মণ-কাণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

সৃষ্টি-প্রকরণ—ব্রাহ্মণ-নির্ণয়।

মনুতে বর্ণিত আছে—"যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ, ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য, অবয়ববিহীন নিত্য এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন, তিনি স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি সম্পন্ন হইবে—এই ইচ্ছা করিয়া, প্রথমতঃ জল হউক বলিয়া, আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন। অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্যসন্নিভ প্রভাযুক্ত একটা অণ্ড হইল; ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই জন্মগ্রহণ করিলেন। সেই অব্যক্ত নিত্য সৎ ও অসৎ একীভূত কারণ অর্থাৎ পরমাত্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট যে পুরুষ, তিনি ব্রহ্মা নামে প্রকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম্যপরিমিত এক বৎসর কাল বাস করিয়া অণ্ড দ্বিধা হউক, মনে করিবা মাত্র সেই অণ্ড দ্বিধা হইল।

তিনি সেই দুই খণ্ডের উর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ, অধঃখণ্ডে পৃথিবী, মধ্যভাগে ব্যোম (থাকিলে) অষ্টদিক্, এবং চিরস্থায়ী সমুদ্ররূপে জলাধার প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভূলোকাদি প্রজা বৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, উরু, পাদ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপন শরীরকে দুইখণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ, এবং অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন; ঐ উভয়ের—পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃজন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু এবং নারদের জন্ম হয়।—ইতি মনু-সংহিতা, ১ম অধ্যায়, সৃষ্টি-প্রকরণং।

বিষ্ণুপুরাণের সৃষ্টি প্রকরণেও অণ্ড বিবরণ এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার জন্ম এবং তাঁহার মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি বর্ণিত আছে।—ইতি বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ, ৬ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি-প্রকরণেই এইরূপ উল্লেখ আছে, যথা—

"মুখতোঽবর্ত্তত ব্রহ্ম পুরুষস্য কুরুদ্বহ।
যস্তুন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখোঽভূদ্ব্রাহ্মণো গুরুঃ॥
বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যো জাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষ কণ্টকক্ষতাৎ॥
বিশোবর্ত্তন্ত তৎসর্ব্বোলোক বৃত্তিকরী বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবোবার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো যজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রঃ যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়।

বেদেও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, যাঁহারা যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, তাঁহারা সেই রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। নতুবা শ্রীভগবানের উপর পক্ষপাতিত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ শুভাশুভ কর্ম্মফলের তারতম্যানুসারে জীবের গতি হইয়া থাকে; কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের কর্ম্ম সম্ভবে না, অতএব কর্ম্মফলের অস্তিত্ব ছিল না। তাহা হইলে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে—কেহ কেন ব্রাহ্মণ, কেহ কেন ক্ষত্রিয়, কেহ কেন বৈশ্য, কেহই বা কেন শূদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন? পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে এই প্রশ্নের মীমাংসা হইয়াছে। মহর্ষি নারদ মান্ধাতাকে উপদেশ দেন, যথা—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্ত স্বধর্ম্মরক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরো নিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রহ্মণ উচ্যতে॥

সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা

তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র সব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

পদ্মপুরাণ, স্বর্গখণ্ড।

অর্থাৎ পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন, কর্ম্মদ্বারা বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কামী, ভোগপ্রিয় এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া রক্তাঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-ত্যাগ হেতু ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা গোপালনে নিযুক্ত কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ হেতু বৈশ্য হইলেন; যাঁহারা হিংসারত এবং অনৃতপ্রিয় ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন। যাঁহারা জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচার পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্ন-ভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্য-রত, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্ ও তপোনিষ্ঠ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

মহাভারতের আজগার পর্ব্বাধ্যায়ে শাপভ্রষ্ট সর্পরূপী রাজা নহুষের প্রশ্নে মহারাজ যুধিষ্ঠির যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

"সত্যং দানং ক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।

দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ॥

শূদ্রেতু যত্তবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।

ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥

যত্র তল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তৎ শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

মহাভারতীয় বন-পর্ব্বান্তর্গত অজগার পর্ব্বাধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ "সত্যদান, ক্ষমাশীলতা, আনৃশংস্য, তপস্যা, দয়া এই সকল গুণ যাহাতে দৃষ্ট হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। লোকে শূদ্র

হইলেই শূদ্র হয় না, অথবা ব্রাহ্মণ হইলেই ব্রাহ্মণ হয়না, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হয়েন, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।"

শ্রুতিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও পাদ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইবার যে কথা আছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে ব্যষ্টি সমষ্টি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বদেবের বিরাটরূপ। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ, সুতরাং তাঁহারা মুখজাত, ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে শান্তিরক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার বাহুজাত, বৈশ্যগণ উরু অবলম্বনে নানা দিগ্‌দেশাদি ভ্রমণ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করে বলিয়া ব্রহ্মার উরুজাত, শূদ্রগণ উক্ত তিন বর্ণের সেবা শুশ্রূষাদি করে বলিয়া ব্রহ্মার পাদোদ্ভূত, এইরূপ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে এইরূপে যে কর্ম্মদ্বারা বর্ণ বিভাগ হইয়াছে তাহাই প্রতীতি হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাশ্চত্বারো বর্ণা ব্যবহ্রিয়ন্তে। তেষাং "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" ইতি বচনাৎ ব্রাহ্মণ স্বরূপং বিচার্য্যতে। কোঽসৌ ব্রাহ্মণো নাম? কিং জীবঃ? কিং দেহঃ? কিং জাতিঃ? কিং বর্ণঃ? কিং ধর্ম্মঃ? কিং পাণ্ডিত্যং? কিং কর্ম্মঃ? কিং জ্ঞানমিতি বা।

"ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের গুরু" এইরূপে শাস্ত্রীয় বচন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ব্রাহ্মণের বিষয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি বস্তু তাহা, এস্থলে বিচার্য্য। ঐ যে ব্রাহ্মণ শব্দ, উহা কাহার নির্দ্দেশক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? জীবাত্মা কি ব্রাহ্মণ? বর্ণ কি ব্রাহ্মণ? অথবা জ্ঞান কি ব্রাহ্মণ? ব্রাহ্মণ কাহাকে বলা যায়?

তত্র জীবো ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি সর্ব্বস্থ জনস্য জীবস্যৈকরূপত্বে স্বীকৃতে সর্ব্বজনস্যৈব হি ব্রহ্মোণত্বাপত্তিঃ শরীর ভেদাত্তস্যানেকত্বাভ্যুপগমে ইদানীং ব্রাহ্মণরূপো যোজীবস্তস্যৈব কর্ম্মবশাচ্ছূদ্রাদি দেহ সম্বন্ধে অন্যবর্ণত্বং নোপপদ্যেত অথবা ব্রাহ্মণত্বেন ব্যবহ্রিয়মাণ দেহস্থো জীবো ব্রাহ্মণ ইতি

চেত্তর্হি ব্রাহ্মণত্বং কেবলং ব্যবহারমূলকমেব নতু পরমার্থতঃ কিঞ্চিদন্তী-ত্যঙ্গী কৃতং স্যাৎ এবমজ্ঞাতজাতিকুলস্ত্রব্রাহ্মণ চিহ্নধারিণঃ কস্যাপি শূদ্রস্য ব্রাহ্মণত্বেন পরিগৃহীতস্য ব্রাহ্মণত্বং কেন বার্য্যেত তেন সহনিষিদ্ধৈক পংক্তিভোজনৈক শয্যাশয়নোপবেশনাদিভ্যঃ পাপোৎপত্তি কেন বাধ্যতে তস্মাজ্জীবো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

অর্থাৎ যদি বলা যায়, যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ, তবে তাহাতে নানাপ্রকার দোষ ঘটে। প্রথমতঃ, সকল লোকের জীবাত্মা একরূপ ইহা স্বীকার করিলে, সকল লোকের ব্রাহ্মণত্ব স্বীকার করা হইল। দ্বিতীয়তঃ, দেহভেদে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ, ইহা স্বীকার করিলে এই জন্মে যে জীবাত্মা ব্রাহ্মণ আছেন, তিনি কর্ম্মাধীন জন্মান্তরে শূদ্রাদি দেহপ্রাপ্তে তাঁহার শূদ্রত্বাদি তবে না হউক। তৃতীয়তঃ, যে দেহ ব্রাহ্মণরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, সেই দেহে যে জীবাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই ব্রাহ্মণ যদি এরূপ বলা যায়, তবে ব্রাহ্মণত্ব কেবল ব্যবহার মূলক হইল, পরমার্থতঃ কিছুই নহে ; ইহা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আর অজ্ঞাত-জাতিকুল ব্রাহ্মণ-বেশধারী ও ব্রাহ্মণরূপে পরিগৃহীত কোন শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব কেন না হয়, এবং তাহার সহিত এক পংক্তিতে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন ও উপবেশনাদি যাহা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা করিলে যে পাপোৎপত্তি হয় তাহা কে দূর করিবে? অতএব জীবাত্মা ব্রাহ্মণ নহেন।

দেহোব্রাহ্মণইতিচেৎ তর্হি চণ্ডালপর্য্যন্তানাং মনুষ্যাণাং দেহস্য ব্রাহ্মণ-ত্বমাপদ্যেত মূর্ত্তিত্বেন জরামরণাদিধর্ম্মবত্বেন চ তুল্যত্বাৎ ব্রাহ্মণঃ শতবর্ষং জীবতি ক্ষত্রিয়স্তদর্দ্ধং বৈশ্যস্তদর্দ্ধং শূদ্রস্তদর্দ্ধমিতি নিয়মাভাবাচ্চ অপিচ দেহস্য ব্রাহ্মণত্বে পিতৃমাতৃ শরীর দহনাৎ পুত্রাণাং ব্রহ্মহত্যাপাপমুৎপদ্যেত তস্মাদ্দেহো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি বলা যায় যে দেহ ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে আচণ্ডালে সকল মনুষ্যের দেহ ব্রাহ্মণ হইল, যে হেতু মূর্ত্তিতে এবং জরামরণাদি ধর্ম্মানুসারে সকল

দেহ তুল্যভাবাপন্ন। অধিকন্তু ব্রাহ্মণের আয়ুঃ একশত বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক এবং শূদ্রের আয়ুঃ তাহার অর্দ্ধেক এরূপ নিয়ম নাই যদ্দারা অন্য দেহ হইতে ব্রাহ্মণ-দেহের বৈলক্ষণ্য অবগত হওয়া যায়। আর দেহকে ব্রাহ্মণ বলিলে, পিতামাতার মৃতদেহ দাহ করিলে পুত্রগণের ব্রহ্মহত্যা পাপ উৎপাদিত হয়। অতএব দেহ কদাপি ব্রাহ্মণ নহে।

অন্যচ্চ জাত্যা ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি অন্যোঽপি ক্ষত্রিয়াদ্যাবর্ণাঃ পশবঃ পক্ষিণশ্চ জাতিমন্তঃ সন্তি কিন্তেষাং ন ব্রাহ্মণত্বং যদিচ জাতি-শব্দেন শাস্ত্র-বিহিতং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীভ্যাং জন্মোপলক্ষ্যেত তর্হি বহূনাং শ্রুতি স্মৃতি-প্রসিদ্ধ-মহর্ষীনাম্ ব্রাহ্মণত্বমাপদ্যেত যস্মাৎ ঋষ্যশৃঙ্গো মৃগ্যা কোসিব কুসুমস্তবকেন, মাতঙ্গো মাতঙ্গীপুত্রঃ, অগস্ত্যঃ কলসোদ্ভবঃ, মাণ্ডুক্যো, মণ্ডুকোদরোৎপন্নঃ, হস্তিগর্ভোৎপত্তিরচরঋষেঃ শূদ্রানীগর্ভোৎপত্তির্ভারদ্বাজ মুনেঃ, ব্যাস ধীবরকন্যায়াং, বিশ্বামিত্রঃ ক্ষত্রিয়াৎ ক্ষত্রিয়ামিতি এতেষাং তাদৃশ জন্মব্যতিরেকেণাপি সম্যক্ জ্ঞান-বিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং শ্রূয়তে তস্মা-জ্জাত্যা ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি জাতিকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তবে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ এবং পশুপক্ষী প্রভৃতিও এক একটি জাতি বিশিষ্ট, কিন্তু তাহারা ব্রাহ্মণ নহে। যদি জাতি শব্দে জন্ম কহা যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রবিহিত বিবাহ দ্বারা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী হইতে যাহার জন্ম হয় সেই ব্রাহ্মণ, তাহা হইলে শ্রুতি স্মৃতিতে প্রসিদ্ধ অনেক মহর্ষির অব্রাহ্মণত্ব দোষ সংগঠিত হইল, যেহেতু ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষি মৃগী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, পুষ্পস্তবক হইতে কোসিবমুনি, মাতঙ্গী হইতে মাতঙ্গ মুনি, কলস হইতে অগস্ত্য, ভেকের গর্ভে মাণ্ডুক্য, হস্তিনী-গর্ভে অচর ঋষি, শূদ্রগর্ভে ভরদ্বাজ মুনি, ধীবর কন্যাতে বেদব্যাস, ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহাঁদিগের তাদৃশ জন্ম ব্যতিরেকেও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব, শাস্ত্রে শুনা যাইতেছে। অতএব জাতি দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে।

বর্ণেন ব্রাহ্মণ ইতিচেৎ তর্হি ব্রাহ্মণেঃ শ্বেতবর্ণঃ সত্বগুণত্বাৎ; ক্ষত্রিয়ো রক্তবর্ণঃ সত্বরজঃ-স্বভাবাৎ; বৈশ্যঃ পীতবর্ণঃ রজস্তমঃ-প্রকৃতিত্বাৎ; শূদ্রঃ কৃষ্ণবর্ণস্তমোময়ত্বাৎ শূদ্রস্য ইদানীং পূর্ব্বস্মিন্নপি চ কালে শ্বেতাদি বর্ণানাং ব্যভিচারদর্শনাৎ বর্ণো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি বর্ণ-বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়. এরূপ কহা যায়. তবে সত্বগুণ-নিবন্ধন ব্রাহ্মণের শুক্লবর্ণ হওয়া, সত্বরজঃ-স্বভাব-নিবন্ধন ক্ষত্রিয়ের রক্তবর্ণ হওয়া, রজস্তম প্রকৃতির নিবন্ধন বৈশ্যের পীতবর্ণ হওয়া এবং তমোগুণ-প্রযুক্ত শূদ্রের কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচতি। কিন্তু বর্ত্তমানকালে যেমন, অতীতকালেও তেমনি, শুক্লাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বৈপরীত্য পরিদৃষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বর্ণ-বিশেষ কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ ধর্ম্মেণ ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়াদয়োঽপীষ্টা পূর্ত্তাদি ধর্ম্ম-কারিণো নিত্য-নৈমিত্তিক-ক্রিয়ানুষ্ঠায়িনো বহবো দৃশ্যন্তে তে কিং ব্রাহ্মণো ভবেয়ুঃ? তস্মাদ্ধর্ম্মো ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি ধর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব সম্ভবপর হয়, তবে ক্ষত্রিয়াদি অনেকে ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি, পূর্ত্ত অর্থাৎ বাপী কূপাদি প্রতিষ্ঠারূপে ধর্ম্মকার্য্যের এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়ারূপে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন এবং করিবার ক্ষমতা রাখেন, এরূপ অনেক পরিদৃষ্ট হইতেছে, তবে কি তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইবেন? কখনই নহে। অতএব ধর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ পাণ্ডিত্যেন ব্রাহ্মণ ইতি চেৎ তর্হি জনকাদি ক্ষত্রিয়প্রভৃতীনাং মহাপাণ্ডিত্যং শাস্ত্রেষূপলভ্যতে অধুনাপ্যন্যজাতীয়ানাং সতি করণে পাণ্ডিত্যং সম্ভবত্যে কিন্তু নব্রাহ্মণেত্বং তস্মাৎ পাণ্ডিত্যং ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

যদি পাণ্ডিত্য দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়, এরূপে বলা যায়, তবে জনকাদি ক্ষত্রিয় প্রভৃতির মহাপাণ্ডিত্য শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে এবং এখনও কারণ সত্বে অন্য জাতীয়দিগেরও পাণ্ডিত্যলাভের সম্ভাবনা আছে,

কিন্তু তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন। অতএব পাণ্ডিত্য কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

অন্যচ্চ কর্ম্মণা ব্রাহ্মণ ইতি চেত্তর্হি ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাদয়োঽপি কন্যা-দানগজ-পৃথিবী-হিরণ্যাশ্ব-মহিষী-দানাদ্যনুষ্ঠায়িনো বিদ্যন্তে ন তেষাং ব্রাহ্মণত্বং তস্মাৎ কর্ম্ম ব্রাহ্মণো ন ভবত্যেব।

কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ বলা যায়, তবে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতিও কন্যাদান, হস্তী ভূমি স্বর্ণ অশ্ব মহিষী দানাদি কর্ম্ম করিতেছেন; কিন্তু, তাহাদিগের ব্রাহ্মণত্ব নাই। অতএব কর্ম্ম কদাপি ব্রাহ্মণ হইতে পারে না।

কিন্তু করতলামলকমিব পরমাত্মাঽপরোক্ষেণ কৃতার্থতয়া শমদমাদি-যত্নশীলোদয়ার্জ্জবক্ষমাসত্য-সন্তোষবিভবোনিরুদ্ধমাৎসর্য্য-দম্ভসম্মোহো যঃ স এব ব্রাহ্মণ ইত্যুচ্যতে। তথাহি "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদুচ্যতে দ্বিজঃ। বেদাভ্যাসাদ্ভবেদ্বিপ্রোব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥" ইতি অতএব ব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণো-নান্য ইতি নিশ্চয়ঃ। তদ্ব্রহ্ম "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভি সংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ব্রহ্মেতি" "সর্ব্বেবেদা যৎপদমামনন্তীতি" একমেবাদ্বিতীয়ং "তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধং"। তজ্জ্ঞান্ তারতম্যেন ক্ষত্রিয় বৈশ্যৌ তদভাবেন শূদ্র ইতি সিদ্ধান্তঃ। ইতি শ্রীমদ্ভাগবৎ পূজ্যপাদ মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যবিরচিতে বজ্রসূচী গ্রন্থে প্রথম নির্ণয়ঃ সমাপ্তঃ। অর্থাৎ—

কিন্তু করতলন্যস্ত আমলক ফলের ন্যায় পরমাত্মা সত্তাতে যিনি কৃত নিশ্চয় হইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। এবং যিনি শমদমাদি সাধনে যত্নশীল, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণ বিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান্, কেবল তিনিই ব্রাহ্মণশব্দবাচ্য। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জন্ম দ্বারা শূদ্র হয়েন, উপনয়নাদি সংস্কার হইলে দ্বিজশব্দবাচ্য হন, বেদাভ্যাস দ্বারা বিপ্র এবং ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হন"; অতএব যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনিই ব্রাহ্মণ, অন্য কেহ নহেন, ইহা নিশ্চয়

হইল। "যাঁহা হইতে এই সকল প্রাণীর জন্ম হয়, জন্মিয়া যাঁহার অধিষ্ঠানে স্থিতি করে, জীবলীলার অবসানে যাঁহাতে প্রতিগমন করে এবং অবশেষে যাঁহাতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হয়, তাঁহাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা কর তিনি ব্রহ্ম'। "সমুদয় বেদ যে পূজনীয় দেবতাকে বন্দনা করিতেছেন," ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়", নামরূপ হইতে যিনি ভিন্ন হন তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র—এই সিদ্ধান্ত।

পাঠকগণ বুঝিলেন ব্রাহ্মণ কে ? ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা বা ব্রাহ্মণ হওয়া কথার কথা নহে।

"মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ সংজ্ঞেতি।
সর্ব্বেষাং বেদানাং দ্বৌ ভাগৌ বর্ত্তেতে ॥
মন্ত্রং ব্রাহ্মণঞ্চ।
মন্ত্র ভাগস্য সংহিতেতি নামান্তরং।
ব্রাহ্মণানি প্রসিদ্ধান্যেব ॥" (ঋগ্বেদসংহিতা।)

মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ এই উভয় মিলিয়া বেদনাম প্রাপ্ত হয়। সকল বেদেরই ঐরূপ দুইভাগ আছে। মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্রভাগের নাম সংহিতা।

এতদ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থ বিশেষের নাম। যিনি সেই গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ও কার্য্যকুশল তিনি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। ইহারই নাম কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ। পদ্মপুরাণোক্ত বিধানক্রমে জাত ব্যক্তিগণ কর্ম্মাহ ব্রাহ্মণ না হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ম্মজন্য ব্রাহ্মণ কর্ম্মার্হ ব্রাহ্মণ হইলেন। অর্থাৎ—

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ ॥

শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপাঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥"

যাহারা জাতকর্ম্মাদি ও সংস্কার দ্বারা শুচি বেদাধ্যায়ী, ষটকর্ম্মান্বিত শৌচাচার-পরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতাবলম্বী সত্যবাদী, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্ ও তপোনিষ্ঠ তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ইহা জানিবে। তাই ভগবান মনু বলিয়াছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥

মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৯৬ শ্লোক।

আরও তিনি বলিয়াছেন—

যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিম্ভূতমধিকং ততঃ॥

মনু, ১ম অধ্যায়, ৯৫ শ্লোক।

অর্থাৎ দেবতাগণ যে ব্রাহ্মণের মুখে হবনীয় দ্রব্যাদি ভোজন করেন, পিতৃলোক সকল যাহাদিগের মুখে শ্রাদ্ধাদি প্রদত্ত অন্নাদি ভোজন করেন, এবম্প্রকার ব্রাহ্মণ হইতে কেহই শ্রেষ্ঠ নহেন। শতপথ ব্রাহ্মণের ৫ম কাণ্ডে ১ম অধ্যায়ে ১ম ব্রাহ্মণে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মহি ব্রাহ্মণঃ"। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্ম শব্দোৎপন্ন। বৃন্‌হ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়ে ব্রাহ্মণপদ সিদ্ধ হইয়াছে। অতএব—

সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য মূর্ত্তিভ্যঃ পূতেভ্যঃ সর্ব্বসংস্কৃতৈঃ।
গুরুভ্যঃ সর্ব্ববর্ণানাং ব্রাহ্মণেভ্যো নমোনমঃ॥

যিনি ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি সংস্কারপূত ও বর্ণমাত্রেরই গুরু এমন ব্রাহ্মণ সকলকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আর্য্যগণের আদি-নিবাস।

বিষ্ণুপুরাণের ২য় অংশের ২য় অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বসতি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কোন্ পর্ব্বতকে প্রাচীনকালে মেরু পর্ব্বত কহিত, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণের মতে জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরু পর্ব্বত। এই মেরু পর্ব্বতই সুমেরু নামে খ্যাত। উহার দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ; উত্তরে রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরন্ময়বর্ষ, তাহার উত্তরে কুরুবর্ষ (১)। মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মার পুরী এবং ব্রহ্মপুরীর আটদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালগণের পুরী। ব্রহ্মপুরী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। গঙ্গার ঐ চারিধারার নাম—অলকানন্দা, চক্ষু, ভদ্রা এবং সীতা। অলকানন্দা দক্ষিণ বাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে পতিত ও সপ্তধারায় বিভক্ত হইয়া সাগরে

(১) জর্ম্মান পণ্ডিত প্রবর ল্যাসেন সাহেবের মতে, উত্তর কুরুবর্ষ কাসগার সাগরের পূর্ব্বদিকে। বিষ্ণুপুরাণ ও রামায়ণ অনুসারে উত্তর কুরুবর্ষ, সুমেরু পর্ব্বতের উত্তর এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে। সীতার

গমন করেন। এই সপ্তধারার নাম নলিনী, প্লাবিনী, হ্লাদিনী, সীতা, চক্ষু, সিন্ধু, ভাগীরথী। প্রথমোক্ত তিন শাখা পূর্ব্ববাহিনী; সীতা, চক্ষু, সিন্ধু পশ্চিমবাহিনী; ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী।

অন্বেষণে উত্তর দিক্‌গামী বানরগণকে সুগ্রীব নিম্ন লিখিত উত্তর কুরুদেশের বিবরণ বলিয়াছিলেন;—

তন্তুদেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগাঃ।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ॥
তে নয়স্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়স্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যমতিশ্রয়াঃ॥

*　　　*　　　*　　　*

নীলোৎপলৈর্বনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্ব্বতঃ বৃতঃ।
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভির্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ॥

*　　　*　　　*　　　*

অতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ।
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্॥
স তু দেশো বিসূর্য্যোপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্মাভির্বিজ্ঞেয়স্তপতেব বিবস্বতা॥

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, ৪৩ সর্গ।

অনেকের বিশ্বাস যে ইউরোপীয় জাতিগণ পৃথিবীর অজ্ঞাত দেশসকল আবিষ্কার করিয়া জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নহে—আর্য্যগণ ভূ-খণ্ডের প্রত্যেক প্রদেশের বিষয় বিশেষরূপে জানিতেন। অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাচীনকালে যমুনা নদীর তীরবাসী অরণ্যের ফলপত্র-ভোজী বাল্মীকিমুনি অরোরা বোরিএলিজ (Arora Borealis) অর্থাৎ উদিচীন আলোকের তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

সীতা, পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিয়া পরে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ হইয়া সমুদ্রে মিলিতা হন। ভদ্রা উত্তর গিরি ও উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে মিলিতা হন। অতএব তিব্বত দেশের উত্তর এবং চীন দেশের পশ্চিমস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর নাম সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বত দেবতাদিগের বাসভূমি ইহা প্রসিদ্ধ আছে।

এইরূপ বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হিন্দুকুশ নামক অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালার নাম, পূর্ব্বকালে মেরু পর্ব্বত বলিয়া আখ্যাত হইয়াছিল। ঐ অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথমে মানবের বসতিস্থান ছিল, ইহা বিষ্ণুপুরাণের মত। স্বায়ম্ভূব মনু প্রজাপতি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে বসতি করতঃ প্রজা বৃদ্ধি ও রাজ্যশাসন করেন। তৎসময়ে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মরীচির অন্ববায়ে জাত বৈবস্বত মনু সরযূতীরে অযোধ্যাপুরী নির্ম্মাণ করেন।

ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি মানসপুত্র উৎপাদন করেন ; তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতা প্রযুক্ত তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যের বৃদ্ধি না হওয়ায় মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ, নারদ ও পুলস্ত্য এই দশজন প্রজাপতিকে উৎপন্ন করেন। এবং ব্রহ্মা আপন আত্মাকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ হইলেন ;—তন্মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি স্বায়ম্ভব মনু এবং যিনি স্ত্রী, তিনি শতরূপা নামে খ্যাত হন। তাঁহাদের মিথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি হয়। আদিতে নৈকট্য-বিবাহ ভিন্ন প্রজাবৃদ্ধির উপায় ছিল না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সহজাত শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া মৈথুন ধর্ম্মে প্রসূতি ও আকূতি নাম্নী কন্যাদ্বয় উৎপাদন করেন। দক্ষ প্রসূতিকে ও রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভে জাত কন্যাগণকে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ গ্রহণ করেন।*

---

* বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায়।

আকূতির গর্ব্ভে রুচির ঔরসে যজ্ঞনামা পুত্র ও দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করেন। যজ্ঞ আপন সহোদরা দক্ষিণাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন ;—

দদৌ দক্ষায় প্রসূতিং তথাকূতিং রুচেঃ পুরা।
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ ॥
পুত্রোজজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে ॥

বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৭ম অধ্যায়।

অঙ্গিরা ঋষি মরীচি-তনয়া সুরূপাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন ;—

"মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নামবিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসো দেবাস্তস্যা পুত্রা দশ স্মৃতাঃ ॥"

মৎস্যপুরাণ, ১৯৫ অধ্যায়।

এইরূপ বহুবিধ নৈকট্য-বিবাহে প্রজাবৃদ্ধি হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল এবং গোত্রের সৃষ্টি হইল ;—

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে ॥

গোত্র ও প্রবরের বিবরণ স্থানান্তরে লিখিত হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে বসতিপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রজাবৃদ্ধি এবং রাজ্যশাসন করেন ;—

"প্রজাপতিপতিঃ সম্রাট্ মনুর্বিখ্যাত মঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীং ॥"

ভাগবত, ৩য় স্কন্ধ, ২১ অধ্যায়।

এই স্বায়ম্ভুব মনুবংশে পুরাণে প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, বেণ, পৃথু প্রভৃতি নরপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মা-

বর্ত্তে বাস করিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহার কিছুকাল পরে ব্রহ্মার অন্যতম মানসপুত্র মরীচির অন্ববায়ে জাত বৈবস্বত মনু সরযূনদীতীরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ;—

"কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে পশুধান্যধনর্দ্ধিমান্।
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসাল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরৈব পরিনির্ম্মিতা।"

বালকাণ্ড, ৫ম সর্গ।

সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ মরীচি-বংশ-সমুৎপন্ন। মরীচি-তনয় কশ্যপ, তৎপুত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র মনু ও তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু।

অব্যক্ত প্রভবোব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্যমব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ॥
বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্ব্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥

বালকাণ্ড ৬৯ সর্গ

অপুত্রক মনু পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেন। তাহাতে ইলা নাম্নী কন্যা জন্ম পরিগ্রহ করেন। অত্রিনন্দন সোমের ঔরসে বৃহস্পতির পত্নী তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। সোমাত্মজ বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্যবংশ এবং পুরূরবা হইতে চন্দ্রবংশ সমুৎপন্ন হইয়াছে। মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাতে রাজা হন ;—

"মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুরযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকং॥"

বালকাণ্ড ৬৯ সর্গ।

অযোধ্যা সূর্য্যবংশীয়দিগের রাজধানী ছিল। মনুর ইলা নাম্নী কন্যা যিনি বশিষ্ঠের তপঃপ্রভাবে পুংস্ত্বলাভ করিয়া সুদ্যুম্ননাম প্রাপ্ত হন, তিনি প্রয়াগের নিকটে দোয়াব দেশে প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজা হন। প্রতিষ্ঠান-পুরী চন্দ্রবংশীয় দিগের রাজধানী ছিল।

সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকাৎ রাজ্যং ন লেভে তৎপিত্রা তু
বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠান-নাম-নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তং।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ১ম অধ্যায়।

কালক্রমে ক্ষত্রিয়গণ এইরূপে ভারতের চতুর্দ্দিকে রাজ্যবিস্তার করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণেরাও সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল দেশে গিয়া বসতি করিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই আর্য্যগণের পবিত্র লীলাভূমি ছিল।

"হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্ম্মধ্যং যৎ প্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
তস্মিন্‌দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনুসংহিতা, ২য় অধ্যায়।

অর্থাৎ উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্ব-দিকে প্রয়াগ; ইহার মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্তদেশের আচার ব্যবহার সদাচার

বলিয়া গণ্য। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন এই ৪টি ব্রহ্মর্ষিদেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিছু নিকৃষ্ট। এই সকল দেশের ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সকলদেশের মনুষ্যগণ নিজ নিজ চরিত্র শিক্ষা করিবেন।

ইউরোপের প্রাচীন রোমীয় ও গ্রীকৃগণ যখন বন্যজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিত, মিসরদেশে যখন অত্যাশ্চর্য্য পিরামীড প্রস্তুত হয়, তাহার বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার আলোক বিস্তার হইয়াছিল।

Ere yet pyramid's looked down upon the valley of the Nile, when Greece & Italy, those cradles of European Civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth & grandeur.

History of the British Empire in India
By E. Thornton. Vol I, page 3.

যে সময়ে আর্য্যগণ সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্ত্তী ব্রহ্মাবর্ত্ত প্রদেশে ভারতের ভাবী কল্যাণের সূত্রপাত করিতেছিলেন, যখন বেদের পবিত্র মন্ত্রগুলি পূজ্যপাদ ঋষিগণের মানসনেত্রে সমুদিত হইয়াছিল, তখন এই বঙ্গদেশ শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্যানী পরিপূর্ণ অনার্য্যজাতির বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয়গণ ভারতের প্রতি বিভাগে রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়গণ সিন্ধুনদী পার হইয়া কাবুল কান্দাহার এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে চীনদেশে অধিকার স্থাপন করেন।

সেতু পুত্র আরট্ট্যাংস্তু গান্ধারস্তস্য চাত্মজঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গান্ধারো বিষয়ো মহান্॥

মৎস্যপুরাণ, ৪৮ অধ্যায়।

কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রমহিষী 'গান্ধারী' গান্ধার রাজকন্যা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বর্ত্তমান কান্দাহারের নাম গান্ধার। গান্ধারের পিতা আরট্টের নাম হইতে পঞ্চনদদেশের নাম আরট্ট হইয়াছিল, উহার বর্ত্তমান নাম পঞ্জাব। চন্দ্রবংশীয় হৈহয় নৃপতির ভ্রাতার নাম—'হয়,' তাঁহার বংশাবলী পুরাণে নাই, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন, হয় চীনদেশে গিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়া থাকিবেন। মনু মহারাজও চীনদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন। চীনেরা কহেন, তাহাদের প্রথম রাজা যু। তাঁহার মাতা যৎকালে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ফো (বুধ অথবা নক্ষত্র বিশেষ) কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া গর্ভবতী হন, তাহাতেই যু জন্মগ্রহণ করেন। (কর্ণেল টড্ সাহেব কৃত রাজস্থান. ৬ষ্ঠ অধ্যায়) ইলা-গর্ভে পুরূরবার জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের সহিত যুর জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্তের সৌসাদৃশ্য আছে। স্যার উইলিয়ম জোন্স সাহেবও চীনদিগকে হিন্দুবংশীয় বলিয়াছেন।

মনু বলিয়াছেন, জনসংখ্যার আধিক্য হেতু ক্ষত্রিয়গণ পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কাম্বোজ, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন কিরাত, দরদ, খশ, প্রভৃতি দেশে বাস করায়, ব্রাহ্মণ অভাবে উপনয়ন-সংস্কার-চ্যুত ও গৃহ্য কর্ম্মহীন হইয়া পতিত ক্ষত্রিয় হন।

> শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
> বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥
> পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
> পারদাঃ পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥—মনুসংহিতা।

বৈদিকযুগে আর্য্যগণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশস্থ পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশেই বসতি করিয়াছিলেন। ঐ প্রদেশগুলিই পুণ্যময় আর্য্যাবর্ত্ত। উহার বাহিরের প্রদেশগুলিই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত ছিল, তজ্জন্য ব্রাহ্মণগণ প্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভুত প্রদেশে গমন

না করায়, পূর্ব্বোক্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ শূদ্রবৎ পতিত গণ্য হইয়াছিলেন। কালক্রমে যবন, শক, পারদ প্রভৃতি ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছে। দ্রাবিড় ভিন্ন আর্য্যাবর্ত্ত বহির্ভূত কাম্বোজাদি দেশ এবং পৌণ্ড্রাদিদেশ ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল—মনুসংহিতার ২য় অধ্যায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে;—

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্বুধাঃ।
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশঃ ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥

মানব ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন কালে ঐ সকল দেশে, বোধ হয়, ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। কিন্তু স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে পৌণ্ড্র, উৎকল ও দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল;—

সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্রের পুত্র পুণ্ড্রগণের উল্লেখ আছে। এই পুণ্ড্রগণের বাসভূমি পৌণ্ড্র নামে খ্যাত।

"স্কন্দ পুরাণীয় পৌণ্ড্রখণ্ডে করতোয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে,—করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্রক্ষেত্র প্লাবিত হয়। গৌড়দেশের প্রাচীন নাম্ পুণ্ড্র। খৃষ্টাব্দারম্ভের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজগৌড় নামা নৃপতি গৌড়নগর স্থাপন করেন।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ২৪ পৃঃ।

প্রকৃতি বিবেকের ১১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—পুণ্ড্রক বা গৌড় প্রভৃতি পূর্ব্বদেশের নাম।

মহাভারতের সময় বঙ্গভূমি কলিঙ্গভূমি আর্য্য ক্ষত্রিয়গণের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল *। মহাভারত আদিপর্ব্বে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

"কলিঙ্গস্তাম্রলিপ্তশ্চ পত্তনাধিপতিস্তথা।
মদ্ররাজস্তথা শল্যঃ সহপুত্রো মহারথঃ॥ ২৩

* * * *

এতেচান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
ত্বদর্থমাগতা ভদ্রে ক্ষত্রিয়াঃ প্রথিতা ভুবি॥
এতে ভেৎস্যন্তি বিক্রান্তাস্ত্বদর্থে লক্ষ্যমুত্তমম্।
বিধ্যেত য ইদং লক্ষ্যং বরয়েথাঃ শুভেহদ্যতম্॥" ২৪

অর্থাৎ "ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! দেখ * * কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, পত্তনাধিপতি, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য * * * ইঁহারা এবং এতদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরেরা তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা ত্বদীয় পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্য ভেদ করিবেন, হে ভদ্রে! যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারি গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিও।

প্রাচীন কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশের মেদিনীপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাম্রলিপ্ত রাজর্ষি তাম্রধ্বজের রাজধানী। তাম্রধ্বজের পিতা ময়ূরধ্বজের নিঃস্বার্থ আত্মোৎসর্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আজও পর্য্যন্ত নরনারায়ণ মূর্ত্তিতে তাম্রলিপ্তের (তমোলুকের) রাজবাটির দিকে সম্মুখ করিয়া বিরাজমান আছেন। রাজর্ষি তাম্রধ্বজ হইতে অভগ্নশোণিত-ধারায় প্রবাহিত বংশলতার ৬০তম রাজা মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-শিরোমণি সুরেন্দ্রনারায়ণ

* "শিল্প ও সাহিত্য"—মাসিক পত্রিকা—১০১৭ ভাদ্র সংখ্যায় "বাঙ্গালায় আর্য্য জাতির আগমন" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রায় স্বীয় গড়ে হতশ্রীক অবস্থায় ক্ষীণ দীপবর্ত্তিকার ন্যায় জ্বলিতেছেন। তীর্থযাত্রাকালে মহারাজ যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া কলিঙ্গ দেশে বৈতরণীতীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মনুসংহিতা রচনার সময় যে স্থান আর্য্যজাতির বাসের অযোগ্য ছিল, মহারাজ যুধিষ্ঠির সেইস্থান যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পবিত্র আর্য্যভূমি দর্শন করিয়াছিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের তীর্থভ্রমণ প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
তত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥

অধিকন্তু মহাভারত সভাপর্ব্বে ভীমের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে :—

ততঃ পুণ্ড্রাধিপং বীরং বাসুদেবং মহাবলম্।
কৌশিকীকচ্ছনিলয়ং রাজানঞ্চ মনোজসম্ ॥ ২২
উভৌ বলভৃতৌ বীরাবুভৌ তীব্রপরাক্রমৌ।
নির্জ্জিত্যাজৌ মহারাজ বঙ্গরাজমুপাদ্রবৎ ॥ ২৩
সমুদ্রসেনং নির্জ্জিত্য চন্দ্রসেনঞ্চ পার্থিবং।
তাম্রলিপ্তঞ্চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা ॥ ২৪

তৎপরে মহাবল মহাবীর পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব ও কৌশিকীকচ্ছবাসী মনোজা রাজা এই দুই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীরকে পরাজয় করিয়া বঙ্গরাজের প্রতি ধাবমান হইলেন। সমুদ্রসেন, চন্দ্রসেন, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বটাধিপতি প্রভৃতি বঙ্গদেশাধীশ্বরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। এই পৌণ্ড্রাধিপতি রাজা বাসুদেব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে উপহার পাঠাইয়া সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন ;—

"বঙ্গাঃ কলিঙ্গা মগধাস্তাম্রলিপ্তাঃ সপুণ্ড্রকাঃ।
দৌবালিকাঃ সাগরকাঃ পত্রোর্ণাঃ শৈশবাস্তথা ॥ ১৮
কর্ণপ্রাবরণশ্চৈব বহবস্তত্র ভারত।
তত্রস্থা দ্বারপালৈস্তে প্রোচ্যন্তে রাজশাসনাৎ।
কৃতকালাঃ সুবলয়োস্ততো দ্বারমবাপ্স্যথ। ১৯
ঈষাদন্তান্ হেমকক্ষান্ পদ্মবর্ণান্ কুথাবৃতান্।
শৈলাভান্নিত্যমত্তাংশ্চাপ্যভিতঃ কাম্যকং সরঃ ॥ ২০
দত্ত্বৈকৈকো দশশতান্ কুঞ্জরান্ কবচাবৃতান্।
ক্ষমাবতঃ কুলীনাংশ্চ দ্বারেণ প্রাবিশংস্তথা ॥ ২১

সভাপর্ব্বণি দ্যূতপর্ব্বণি দুর্য্যোধন-সন্তাপে দ্বিপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ, তাম্রলিপ্ত, সপুণ্ড্রক, দৌবালিক, সাগরক, পত্রোর্ণ ও কর্ণপ্রাবরণ প্রভৃতি রাজগণ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজার আজ্ঞানুসারে দ্বারপালেরা তাঁহাদিগকে কহিল, সময় উপস্থিত হইলে, আপনারা দ্বার প্রাপ্ত হইবেন। তাঁহারা প্রত্যেকে সুশিক্ষিত, পর্ব্বত-প্রতিম কবচাবৃত সহস্র কুঞ্জর প্রদানপূর্ব্বক দ্বারে প্রবিষ্ট হইলেন।

আবার ভারত যুদ্ধের কর্ণপর্ব্বের সঙ্কুল যুদ্ধের প্রসঙ্গে লিখিত আছে ;—

"হস্তিভিস্তু মহামাত্রাস্তবপুত্রেণ চোদিতাঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নং জিঘাংসন্তঃ ক্রুদ্ধাঃ পার্ষতমভ্যয়ুঃ ॥ ১
প্রাচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যাশ্চ প্রবরা গজযোধিনঃ
অঙ্গাবঙ্গাশ্চ পুণ্ড্রাশ্চ মাগধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ ॥ ২
মেকলাঃ কোশলা মদ্রা দশার্ণা নিষধাস্তথা।
গজযুদ্ধেষু কুশলাঃ কলিঙ্গৈঃ সহ ভারত ॥ ৩

শরতোমরনারাচৈর্বৃষ্টিমন্ত ইবাম্বুদাঃ।
সিষিচুস্তে ততঃ সর্ব্বে পাঞ্চালবলমাহবে॥ ৪

* * * *

অথাঙ্গপুত্রে নিহতে হস্তিশিক্ষাবিশারদে।
অঙ্গাঃ ক্রুদ্ধা মহামাত্রা নাগৈর্নকুলমভ্যয়ুঃ॥ ১৯
চলৎপতাকৈঃ সুমুখৈর্হেমকক্ষাতনুচ্ছদৈঃ।
মিমর্দ্দিষন্তস্ত্বরিতাঃ প্রদীপ্তৈরিব পর্ব্বতৈঃ॥ ২০
মেকলোৎকলকলিঙ্গা নিষধাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
শরতোমরবর্ষাণি বিমুঞ্চন্তো জিঘাংসবঃ॥ ২১

হে মহারাজ! তখন দুর্য্যোধন-প্রেরিত প্রধান প্রধান মহামাত্রগণ ধৃষ্টদ্যুম্নকে সংহার করিবার মানসে ক্রুদ্ধ ও জিঘাংসা-পরতন্ত্র হইয়া করিসৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে ধাবমান হইলেন। গজযুদ্ধ-বিশারদ প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য এবং অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ড্র, মগধ, তাম্রলিপ্তক, মেকল, কোশল, মদ্র, দশার্ণ, নিষধ ও কলিঙ্গ দেশীয় বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া জলধারাবর্ষী জলদের ন্যায় শর তোমর ও নারাচ বর্ষণ করতঃ পাঞ্চাল সৈন্যগণকে নিপীড়িত করিতে লাগিলেন। * * হস্তশিক্ষা-বিশারদ অঙ্গরাজ-নন্দন নিহত হইলে, অঙ্গদেশীয় মহামাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলকে সংহার করিবার মানসে সুবর্ণরজ্জু ও তনুচ্ছদ সম্বলিত পতাকাযুক্ত পর্ব্বতাকার গজযূথ লইয়া তাঁহার অভিমুখীন হইলেন। মেকল, উৎকল, কলিঙ্গ, নিষধ ও তাম্রলিপ্ত দেশীয় বীরগণ জিঘাংসাপরবশ হইয়া তাঁহার উপর অসংখ্য শর ও তোমর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

মহাভারতীয় যুগ।

এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের সেই ভারতীয় রণযজ্ঞ কোন সময়ে ঘটিয়াছিল তাহা দেখা আবশ্যক। কারণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাল নির্ণয় হইলে আমরা ক্ষত্রিয়রাজ বাসুদেবের ও তাম্রলিপ্তাধিপতির রাজত্বকাল মোটামুটি নির্ণয় করিতে পারিব। পঞ্জিকার মতে মহারাজ যুধিষ্ঠির কলির প্রথম রাজা ছিলেন। এক্ষণে কলের্গতাব্দ ৫০১১ বৎসর। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের সময় ৫০১১ বৎসর হইতেছে :—

যুধিষ্ঠিরো বিক্রম-শালিবাহনৌ
নরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুন মেদিনীবিভু-
র্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্‌শককারকানৃপাঃ॥
যুধিষ্ঠিরাব্দেদযুগাম্বরাগ্নয়ঃ ৩০৪৪
কলম্ববিশ্বে ১৩৫ হভ্রখখাষ্টভূময়ঃ ১৮০০০।
ততোঽযুতং ১০,০০০ লক্ষ চতুষ্টয়ং ৪০০০০০ ক্রমাৎ
ধরাদৃগষ্টা ৮২১ বিতি শাকবৎসরাঃ॥—(দশমোঽধ্যায়ঃ)

অর্থাৎ যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়াভিনন্দন, নাগার্জ্জুন এবং বলি (অথবা কল্কী) এই ছয়জন রাজা যথাক্রমে শকাব্দ স্থাপক। তন্মধ্যে ৩০৪৪ বৎসর যুধিষ্ঠিরের, ১৩৫ বিক্রমাদিত্যের শকাব্দ প্রচলিত ছিল। তদনন্তর ১৮০০০ বৎসর শালিবাহনের শকাব্দ চলিতেছে এবং ইহার পর ক্রমে ১০০০০ বৎসর বিজয়াভিনন্দনের, ৪০০০০০ বৎসর নাগার্জ্জুনের এবং ৮২১ বৎসর বলির (বা কল্কীর) শকাব্দ প্রচলিত হইবে।

বোম্বে প্রদেশস্থ পঞ্জিকাকারগণও এই মতাবলম্বী। বর্ত্তমান সময়ে

শালিবাহনের শকাব্দের পরিমাণ ১৮৩২ বৎসর। তাহা হইলে জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে যুধিষ্ঠিরের ১ম শকাব্দ (৩০৪৪+১৩৫+১৮৩২)=৫০১১ বৎসরকে আমরা বর্ত্তমান বর্ষ বলিয়া স্থির করিতেছি।

"নন্দাদ্রীন্দু গুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ" :—ভাস্করাচার্য্য।

"শাকোনবাগেন্দুকৃশানযুক্তঃ কলের্ভবত্যব্দশকো যুগস্য"—মকরন্দ।

ইহাদ্বারাও বুঝা যায় ৩১৭৯ বৎসর কলির্গতাব্দে শকাব্দ আরম্ভ হয়। অতএব ৩১৭৯+১৮৩২=৫০১১ বর্ষই স্থির হয়। তদনুসারে যুধিষ্ঠির-শাক ও কল্যব্দের প্রারম্ভ একই বর্ষ বলিতে হয়। অথাৎ খৃষ্টের ৩১০১ বৎসর পূর্ব্বে হইতেছে। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে ;—

"শতেষু ষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥"

এই প্রমাণানুসারে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল কলিপ্রারম্ভের ৬৫৩ বৎসর পরে বলিয়া বোধ হয় ; অর্থাৎ খৃষ্টের ২৪৪৮ বৎসর পূর্ব্বে হয়।

এইস্থানে আমরা পাণ্ডবদিগের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান করিলাম। এক সময়ে মহারাজ পাণ্ডু, কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী মহিষীদ্বয়-সমভিব্যাহারে, হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতস্থ কোন রমণীয় অরণ্যে মুনিগণ সমাবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন। ঐ সময়ে জ্যেষ্ঠা মহিষী কুন্তী গর্ভবতী হন। পরে কার্ত্তিক মাসের ১৬ই তারিখে সোমবার ধনুরাশি শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে বেলা দ্বিতীয় প্রহরের সময় প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করেন, (রাজতরঙ্গিণী মতে ৬৫৩ কল্যব্দ, ২৫২৬ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩৯১ সম্বৎ পূর্ব্বে, ২৪৪৮ খৃষ্ট পূর্ব্বে) ক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম, তৎপরে অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব যুগপৎ জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, যে দিবস মহাবল ভীমসেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিবসেই দুর্য্যোধন গান্ধারী-গর্ভ হইতে প্রসূত হন।

এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু কিছুকাল সেই সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন দেবতুল্য

কুমারগণকে পরমানন্দে লালন পালন করিয়া, পরিশেষে দৈব বিড়ম্বনা-বশতঃ কাল কাল কবলে পতিত হইলেন। তদীয় কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রী যমজ পুত্রদ্বয়কে কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর সহমৃতা হন।

অনন্তর কুন্তীদেবী মুনিগণ সমভিব্যাহারে কুমারগণকে হস্তিনাপুরীতে আনয়ন করিলেন। অন্ধ নৃপতি ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু রাজার অকাল মৃত্যু সংবাদে যারপরনাই শোকাকুল হইলেন। পৌরজন দ্বাদশ দিবস শোকে সন্তাপে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ দিবসে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ভ্রাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য মহা সমারোহে সম্পন্ন করিয়া দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডু-নন্দনগণকে গুরু সমীপে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা শীঘ্রই নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। দ্রোণাচার্য্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণের যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ধনুর্ব্বেদে সকলেই সুপারগ হইলেও ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে, নকুল ও সহদেব খড়্গাযুদ্ধে, যুধিষ্ঠির রথে এবং অর্জ্জুন সকল বিষয়ে দক্ষতা লাভ করিলেন।

ভীমের সহিত দুর্য্যোধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জন্মিল। দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই ভীমের প্রতি হিংসা করিত। এক্ষণে আবার পাণ্ডবগণের গুণগ্রাম অবলোকনে—বিশেষতঃ, অস্ত্রশিক্ষা-প্রদর্শনী সভায় তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি দর্শনে প্রমুগ্ধ ও নিতান্ত আসক্ত পৌর ও জনপদবর্গের মুখে পাণ্ডবগণের ভূয়সী প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া—ঈর্ষা-কলুষিত হৃদয়ে, দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণের বিনাশ সাধনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেক কৌশলে পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে বিমোহিত করিয়া পাণ্ডবগণকে বারণাবত নগরে নির্ব্বাসিত করিলেন। পাণ্ডবগণের মাতৃ-সমভিব্যাহারে বারণাবত নগরে আগমনের কিছুদিন পূর্ব্বেই ক্রূরমতি দুর্য্যোধন, পুরোচন নামক জনৈক যবন (গ্রীস দেশীয়) শিল্পী দ্বারা জতুময় গৃহ প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিলেন। যৎকালে পাণ্ডবেরা বারণাবত নগরে যাত্রা

করেন, সেই সময় ঋষিকল্প বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় পাণ্ডবগণকে দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বলিয়া দেন।

অনন্তর পাণ্ডবেরা ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে বারণাবত নগরে উপস্থিত হইয়া, নাগরিকগণের সহিত আলাপ সম্ভাষণাদি করিতে লাগিলেন। নাগরিকগণ দশ দিবস পর্য্যন্ত নানা ভবনে পাণ্ডবগণের যথোচিত সম্মান পরিচর্য্যাদি করিলে পর, পুরোচন সেই জতুগৃহে বাসার্থ লইয়া গেলেন। মহামতি বিদুরের উপদেশানুযায়ী পাণ্ডবগণ পুরোচনের সহিত বাহ্য আনন্দে এক বৎসরকাল সেই গৃহে বাস করিলেন। পরে একদা কৃষ্ণ পক্ষীয় চতুর্দ্দশীর গাঢ় তমসা-মিশ্রিত নিশীথে অগ্রে পুরোচনের গৃহে এবং পশ্চাৎ সমস্ত ভবনে অগ্নি প্রদান করিয়া মাতৃ-সমভিব্যাহারে বিদুর-প্রেরিত খনক নির্ম্মিত সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করতঃ তৎপ্রেরিত যন্ত্র চালিত বাষ্পীয় নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর পাণ্ডবগণ নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন। তথায় মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন হিড়িম্ব নামক এক নরশোণিত-লোলুপ দুর্দ্দান্ত অসুর বধ করিয়া, তদীয় ভগিনী হিড়িম্বার মায়াময়ী মোহিনী মূর্ত্তিতে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিন তাহার সহিত বিহার করতঃ ভ্রাতৃ-সমীপে সমাগত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা তপস্বিবেশে একচক্রা (মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গড়বেতার সন্নিকট আধুনিক একচাকা বা একাড়া গ্রাম) নগরে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণ ভবনে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। মহাবল ভীমসেন মহাকায় বক রাক্ষসকে নিধন করিয়া উক্ত প্রদেশ নিরুপদ্রব করিয়াছিলেন। বকরাক্ষসের অধিকার বলিয়া ঐ প্রদেশকে বকদ্বীপ বলিত; তাহা হইতে বর্ত্তমানে বকড়ী বা বগড়ী পরগণা নাম হইয়াছে। যে স্থলে বকরাক্ষসের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হইয়াছিল ঐস্থানে ভূমিতে খাদ উৎপন্ন হইয়াছিল, এখনও ঐ খাদকে বকার

খাল বলিয়া থাকে। মহাকায় বকরাক্ষসের অস্থি এখনও ঐ স্থলে পতিত রহিয়াছে, ঐ অস্থির কতকাংশ এসিয়াটিক মিউজিয়ামে আনয়ন করা হইয়াছে, কতকাংশ ওয়াট্‌সন কোম্পানির গড়বেতার কাছারি বাটিতে রক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উক্ত অস্থির কিয়দংশ তাঁহার গৃহে আনীত হইয়াছে। গড়বেতা অঞ্চলের লোকেরা ভৌতিক উপদ্রবাদি নিবারণ কামনায় উক্ত অস্থি খণ্ড খণ্ড করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ পাঞ্চালদেশে দ্রুপদ রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া দ্রুপদ-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ৩য় পাণ্ডব সব্যসাচী অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া, যুদ্ধে সমাগত রাজন্যবর্গকে পরাজয় পূর্ব্বক পরম-রূপবতী দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মাতৃ-আজ্ঞায় পঞ্চ-ভ্রাতায় দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়া এক বৎসর দ্রুপদ ভবনে পরম সুখে কালযাপন করিয়াছিলেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে জতুগৃহ দাহ হইতে রক্ষিত দেখিয়া এবং তাঁহাদের দ্রৌপদীলাভের কথা শ্রবণ করিয়া মহাসমারোহে হস্তিনা-পুরীতে পাণ্ডবগণকে আনয়ন করিলেন। পাণ্ডবগণ বৃদ্ধ নরপতির বশীভূত থাকিয়া, অন্যান্য নরপতিগণকে বাহুবল দ্বারা জয় করতঃ হস্তিনাপুরীতে বহুকাল বাস করেন, পরে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে (পুরাতন দিল্লি) রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত খাণ্ডবপ্রস্থাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিয়া দ্বারকাধিপতি শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে এবং তাঁহার নেতৃত্বে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কলির ৭২৭ বৎসর গতে, ২৪৫২ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩১৭ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩৭৪ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বে এই মহাযজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। এই রাজসূয় যজ্ঞে পৌণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব উপঢৌকন পাঠাইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন রাজসূয়-যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বিষয় বৈভব দর্শনে ঈর্ষা-কলুষিত অন্তঃকরণে দ্যূতক্রীড়ার জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে না পারিয়া সপরিবারে হস্তিনাপুরে আগমন পূর্ব্বক, ক্রূরমতি দুর্য্যোধনের নিয়োজিত শকুনির সহিত পাশাখেলায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশবৎসর বনবাস ও একবৎসর বিরাট-রাজধানীতে অজ্ঞাতবাসে কালযাপন করিয়াছিলেন। উক্ত অক্ষক্রীড়ার সভায়, দুর্য্যোধনের কনিষ্ঠ দুর্ম্মতি দুঃশাসন, রজঃস্বলা এক বস্ত্র-পরিধানা রাজকুলবধূ দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়া বিবস্ত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, রাজসভায় কাহারও নিকট সাহায্য না পাইয়া লজ্জাভয়-কাতরা বিপন্না দ্রৌপদী বিপদভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্না হন। ভক্তজীবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ভক্ত ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া, মহিষী রুক্মিণী পরিবেশিত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া, গরুড়-পৃষ্ঠে আরোহন করতঃ তৎক্ষণাৎ কৌরব সভার অন্তরীক্ষে থাকিয়া, বিপন্না দ্রৌপদীকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিলেন। দুর্ম্মতি দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করিয়া শেষ করিতে পারিল না। তাহার আকর্ষণে রাশি রাশি বস্ত্র স্তূপীকৃত হইয়া গেল। শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের লজ্জা নিবারণ করিবার জন্য নিজেই অম্বর মূর্ত্তিতে শরণাগত ভক্তকে আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন। এইরূপ ঐকান্তিক চিত্তে যিনি ভগবানকে ডাকিতে পরিয়াছেন, তিনিই তাঁহাকে পাইয়াছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষিত পণ্ডিতগণ মধুর ব্রজলীলার বিশেষ তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া, শ্রীকৃষ্ণকে বৃন্দাবনের গোপীগণের বস্ত্র-হরণকারী লম্পট বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এক্ষণে বুঝুন যে, গোপীদিগের বস্ত্রহরণকারী তাঁহাদের লম্পট শ্রীকৃষ্ণ আজ কৌরব রাজ-সভায় বিপন্না রাজকুলবধূর সর্ব্বাঙ্গ অম্বর মূর্ত্তিতে ঢাকিয়া, কিরূপে তাঁহার লজ্জা নিবারণ করিলেন। ভাই কূট তার্কিক! ইহার রহস্য ভেদ করিতে কি কখনও সমর্থ হইয়াছ? যদি সেই ক্ষমতা তোমার না থাকে, তবে ভক্তি-বিনম্র হৃদয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে প্রণত হও, দেখিবে, তাঁহার করুণার অমৃতসিঞ্চিত কণা তোমার মস্তকের উপরে বর্ষিত হইবে।

এই সুদীর্ঘ বনবাসের সময়ে ৩য় পাণ্ডব অর্জ্জুন ঘোর তপস্যায় সিদ্ধি-লাভ করিয়া ভগবান শঙ্করের নিকট হইতে পাশুপাত অস্ত্র লাভ করেন। পরে ইন্দ্রলোকে গমনপূর্ব্বক নানাপ্রকার দৈবাস্ত্র লাভ করিয়া ভাবী রণ-যজ্ঞের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে রাজ্যাংশ পাইবার প্রার্থনা করিয়া দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজে দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়া পঞ্চভ্রাতার জন্য পঞ্চগ্রাম মাত্র দুর্য্যোধনের নিকট ভিক্ষা করিলেও বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমি লাভের আশা না দেখিয়া, বিফল মনোরথ হইয়া, হস্তিনাপুরী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। পাণ্ডবগণ অগত্যা যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই উদ্যোগে প্রায় এক বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া যায়। পরে কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে এই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। কলির ৭৪২ বৎসর গতে, ২৪৩৭ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২৩০০ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩৫৯ খৃঃ অব্দ পূর্ব্বে এই তুমুল লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইয়াছিল।

এই মহাযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় হিন্দুরাজগণ এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় যবন ও ম্লেচ্ছ রাজগণ যোগদান করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জ্জুন জ্ঞাতি বান্ধব বধ পূর্ব্বক ভারত সিংহাসন লাভ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাঁহার গাণ্ডীব ধনুঃ পরিত্যাগ করিলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে সমস্ত যুক্তিযুক্ত কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, তাহাই জগতে শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই ভারতযুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করিয়া অর্জ্জুনের সারথ্য কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। পাণ্ডব পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী ও কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী, মোট অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমাগত হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত বঙ্গীয় বীরগণ এই যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

অগ্রহায়ণের প্রথম দিবস হইতে একাদিক্রমে অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী এই ভীষণ যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, দুর্য্যোধনাদি কুরুপক্ষীয়,

এবং দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অভিমন্যু প্রভৃতি পাণ্ডব পক্ষীয় মহা মহারথিগণ নিধন প্রাপ্ত হওয়ায় ভারতের গৌরব, শৌর্য্য, বীর্য্য, মান ও সম্পদ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাজ দুর্য্যোধন তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 'মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়' যুযুৎসুকে ভারত যুদ্ধে স্বীয় পক্ষে যোগদান করিতে না দেওয়ায়, মহারাজ যুধিষ্ঠির যুযুৎসুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর যুযুৎসু ভারত-যুদ্ধে অসীম শৌর্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধে পাণ্ডব পক্ষে ৭ জন (পঞ্চ পাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি) এবং কৌরব পক্ষে ৩ জন মাত্র (কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা) জীবিত ছিলেন।

মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির হস্তিনার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া লব্ধ সাম্রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিবার নিমিত্ত প্রায় এক বৎসর অতিবাহিত করিয়া ৩৬ বৎসর কাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই অশ্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দ্রৌপদী ব্যতীত পঞ্চ পাণ্ডবের অন্যান্য পত্নী ছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের শতানীক এবং সহদেবের শ্রুতসেন নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের বীরকুমার অভিমন্যু জন্ম গ্রহণ করেন। নাগকন্যা ও মণিপুর রাজ কন্যার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে যে সকল পুত্র জন্মেন, তাঁহারা মাতামহ আশ্রমে লালিত পালিত হন; তাঁহারা এই ভারত যুদ্ধে নিহত হন নাই। ভীমসেনের ঔরসে হিড়িম্বার গর্ভে মহাবীর ঘটোৎকচ, অর্জ্জুনের বীরকুমার অভিমন্যু এই ভারত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষ দিনে যে কয়জন পাণ্ডবপক্ষে জীবিত ছিলেন, নিশীথ রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় শিবির মধ্যে মহাপাপ অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে হনন করিয়াছিলেন। তৎসঙ্গে পঞ্চ পাণ্ডব ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত সন্তানগণ হত হইয়াছিলেন।

অনন্তর কালক্রমে ধৃতরাষ্ট্র. গান্ধারী, কুন্তী, বিদুর প্রভৃতি গুরুজন কাল প্রাপ্ত হইলে এবং যদুবংশ ধ্বংশের পর প্রিয় সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি বন্ধুগণ দেহ ত্যাগ করিলে, দায়াদ-বন্ধু-বান্ধব-বধ-জনিত শোক সন্তপ্ত চিত্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির নিঃসার নির্বীর সংসার ভোগে বীতস্পৃহ হইয়া তৃতীয় সহোদর অর্জ্জুনের পৌত্র অভিমন্যু-কুমার পরীক্ষিৎকে হস্তিনার সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া ১২৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে হিমালয় প্রদেশে দারানুজগণ সমভিব্যাহারে মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন; আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। কলির ৭৭৯ বৎসর গতে ২৪০০ শকাব্দ পূর্ব্বে, ২২৬৫ সংবৎ পূর্ব্বে এবং ২৩২২ খৃষ্টাব্দ পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান সংঘটিত হয়।—আর্য্যদর্শন, দশম খণ্ড।

সর্ব্ব প্রথমে বরাহ মিহিরের গ্রন্থে আমরা যুধিষ্ঠিরের কাল সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ পাই—

আসন্ মঘাসু মুনয়ঃশাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ, ষড়্‌দ্বিক-পঞ্চ-দ্বিযুতঃ শককালস্তস্য রাজ্ঞশ্চ।”

বৃহৎ সংহিতা ১৩/৩। রাজতরঙ্গিণী ১/৫৬।

অর্থাৎ যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করেন, তখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা নক্ষত্রে ছিলেন। বৃহৎ-সংহিতার এই অংশ রচনার সময় যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৫২৬ ছিল।

ভাস্করাচার্য্যের মতে

“নন্দাদ্রীন্দু গুণাস্তথা শকনৃপস্যান্তে কলের্বৎসরাঃ।”

কলির ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে শকাব্দ আরম্ভ হয় অতএব ৩১৭৯—২৫২৬=৬৫৩। অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হন। আবার কেহ কেহ বলেন,—

মহর্ষি গর্গ জ্যোতিঃশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল নির্দ্দেশার্থ বলিয়াছেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্য শাসন করিলে পর

শকটাকৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল, (অগস্ত্যাদি মুনি নামধেয় সপ্ত নক্ষত্র) মঘাদি নক্ষত্রে ছিল, অর্থাৎ মঘাগণের প্রত্যেক নক্ষত্রে একশত বৎসর ও পূর্ব্ব-ফাল্গুনী হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত একাদশটী নক্ষত্রে এক একশত বৎসর ভোগ করিতে ২৪০০ বৎসর গত হয়। অতএব যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কালের বা জীবনকালের পরে এবং শকাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৪০০ বৎসর গত হইয়া যায়।

আমরা রাত্রিকালে নভোমণ্ডলে কালপুরুষ সংজ্ঞক অধোঽধঃ অবস্থিত যে তিনটী দেদীপ্যমান নক্ষত্র দেখিতে পাই, ঐ গুলিতে ক্ষুদ্রাকারে এয়োদশটী নক্ষত্র আছে, তাহাদিগকে মঘাগণ বলিয়া থাকে। ঐ মঘানক্ষত্র পুঞ্জের অনতিদূরেই শকটাকৃতি সপ্তর্ষি মণ্ডল দৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত বচনটীর অপর পদের ব্যাখ্যা এইরূপ যে, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাম প্রকাশের পর (যুধিষ্ঠিরের জন্ম হইতেই যুধিষ্ঠিরের রাজ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে) ২৫২৬ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল। গর্গমুনি এই শ্লোকটী দ্বারা রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য কাল বা জীবন কাল এবং শকাব্দারম্ভের কাল এতদুভয়ই নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্মের পূর্ব্বগত ৬৫৩ বৎসরের সহিত তাঁহার জন্মের পরবর্ত্তী ২৫২৬ বৎসর যোগ করিলে ইহা জানা যায় যে, কলিযুগের ৩১৭৯ বৎসর গত হইলে বর্ত্তমান শকাব্দ আরম্ভ হইয়াছিল। বর্ত্তমান শকাব্দ ১৮৩২ বৎসরের সহিত উক্ত ৩১৭৯ বৎসর যোগ করিলে, ৫০১১ বৎসর কলির গতাব্দ পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল বা জীবন কালের পরে ২৪০০ বৎসর গত হইলে শকাব্দারম্ভ হইয়াছিল, এবং তাঁহার জন্মকাল হইতে ২৫২৬ বৎসর অতীত হইলে, ঐ শকাব্দারম্ভ হয়; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকাল অর্থাৎ যুধিষ্ঠিরের জীবন কাল কত বৎসর, তাহা অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। ২৫২৬—২৪০০=১২৬ বৎসর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের জীবন কাল।

এক্ষণে বেশ বুঝিতে পারা গেল, মহারাজ যুধিষ্ঠির ৪৩৫৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন। কলির গতাব্দ ৫০১১—৬৫৩=৪৩৫৮। এই সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশে ভীমসেন পৌণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে, বঙ্গাধিপ সমুদ্রসেনকে পরাজয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। অতএব ৭০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অঙ্গে, বঙ্গে, কলিঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজের প্রয়োজনবশতঃ ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। মনু মহারাজের নিষেধ বাক্যের প্রতিষেধ হইয়াছিল। ৪৩০০ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠির অঙ্গে, বঙ্গে কলিঙ্গে যজ্ঞিয় গিরিশোভিত সতত দ্বিজসেবিত পূর্ণ আর্য্য ক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ।

পৌণ্ড্র উৎকল, দ্রাবিড় এই তিন দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের অদর্শন নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু যখন এই কথা কহেন, তৎকালে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। তাহার পরে স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে গৌড় উৎকল এবং দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল।

স্বারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥

স্কন্দ পুরাণানুসারে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন;—(১ম) পঞ্চ গৌড়ীয়, (২য়) পঞ্চ দ্রাবিড়ী,—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, উৎকল ও মৈথিল এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরদিকে বাস করায় তাঁহাদিগকে পঞ্চ গৌড়ীয় বলে, আর কর্ণাট, তৈলঙ্গ, গুজরাট্, অন্ধ্র এবং দ্রাবিড় দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহাদিগকে পঞ্চ দ্রাবিড়ী কহে।

গৌড়ে ব্রাহ্মণাধিকার।

স্কন্দ-পুরাণ রচনার পূর্ব্বে গৌড়ে সাগ্নিক বৈদিক ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্ত, মহামহোপাধ্যায় চাণক্য পণ্ডিতের মন্ত্রণায় আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট্ হন। এই চাণক্য পণ্ডিত গোড়ীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে লিখিত আছে :—

"তস্য চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সুমাল্যপ্রমুখাঃ সুতাঃ।
য ইমাং ভোক্ষ্যন্তি মহীং রাজানশ্চ শতং সমাঃ॥ ৫
নব নন্দান্ দ্বিজঃ কশ্চিৎ প্রপন্নানুদ্ধরিষ্যতি।
তেষামভাবে জগতীং মৌর্য্যা ভোক্ষ্যন্তে বৈ কলৌ॥ ৬
স এব চন্দ্রগুপ্তং বৈ দ্বিজো রাজ্যেঽভিষেক্ষ্যতি।
তৎসুতঃ বারিসারস্তু ততশ্চাশোকবর্দ্ধনঃ॥ ৭

অর্থাৎ, নন্দ এবং তাহার সুমাল্য প্রমুখ অষ্টপুত্র একশত বৎসর রাজত্ব করিলে পর, কৌটিল্য (বিখ্যাত চাণক্য) নন্দবংশীয়দিগকে উন্মূলিত করিয়া মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে (খৃঃ পূর্ব্ব ৩১৫ অব্দে) রাজ্যাভিষিক্ত করেন। তদনন্তর তাঁহার পুত্র বারিসার ও তৎপরে অশোকবর্দ্ধন রাজা হন। এই মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতে ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিয়াছেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপগণ যখন গৌড়ে রাজা ছিলেন, তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদ পারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের সীমার সন্নিহিত জঙ্গলের নিকট দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে, গরুড়স্তম্ভ নামে একটী প্রস্তরস্তম্ভ আছে। স্তম্ভের উপরিভাগে গরুড়মূর্ত্তি ছিল, তজ্জন্য উহার গরুড়স্তম্ভ নাম হয়। বজ্রপতনে গরুড়মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং

স্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। গাঢ় ধূসর বর্ণের একখানি প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভটী নির্ম্মিত। স্তম্ভগাত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। এসিয়াটিক রিসার্চের ১ ভলাম, ১৩০ পৃষ্ঠায় শ্লোকগুলির ইংরাজি অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। বিন্দুভদ্রনামা শিল্পিদ্বারা স্তম্ভটী নির্ম্মিত ও শ্লোকাঙ্কিত হয়। পালবংশীয় রাজাদিগের মন্ত্রিবংশের ক্ষমতা ও যশোবর্ণনা করিয়া শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। নারায়ণ পালের রাজত্বকালে ঐ স্তম্ভ স্থাপিত হয়। শ্লোকগুলির মর্ম্ম এই—শাণ্ডিল্য বংশে বীরদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাঁহার বংশে পাঞ্চালের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র গর্গ, গর্গের স্ত্রী ইচ্ছা, ইচ্ছার গর্ভে দর্ভপানি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মন্ত্রণায় বৌদ্ধরাজ দেবপাল বিন্ধ্য হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেশ জয় করেন। দর্ভের পুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্র কেদার মিশ্র। ইঁহার মন্ত্রণায় বৌদ্ধরাজ শূরপাল উৎকল, হূন, দ্রাবিড় ও গুজরাট দেশ জয় করেন। কেদার মিশ্রের পুত্র গুরব মিশ্র (রাম গুরব মিশ্র) ইনি বৌদ্ধ ভূপতি নারায়ণ পালের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ব্রাহ্মণ! ঐ বংশোদ্ভব মহামহোপাধ্যায় গোয়িচন্দ্র ও তৎপুত্র সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন করিয়া চিরপূজিত হইয়াছেন।

অতএব আদিশূরের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ * স্বতেজে স্বসম্মানে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার আর অধিক প্রমাণ দিতে হইবে না। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সময় হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ বংশ এক্ষণে কোথায়? রাঢ়ী, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য বা দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ—গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত—এই কথা তাঁহারা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিবেন না।

---

* "শিল্প ও সাহিত্য"—মাসিক পত্রিকা —১৩১৭ কার্ত্তিক সংখ্যায় "বৌদ্ধ-প্রাধান্য সময়ে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণ্য-শক্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কারণ তাঁহারা কয়েকশত বৎসর মাত্র বঙ্গে বাস করিয়াছেন। গৌড়ের আদি ব্রাহ্মণ বংশ যে একবারে নির্ব্বংশ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই, এই কথাও সম্ভবে না। কারণ মহাভারতে দেখা যায়, ভগবান পরশুরাম, ভারতসম্রাট্ ক্ষত্রিয়রাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন কর্ত্তৃক স্বীয় পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য একবিংশতি বার ক্ষত্রিয় বংশকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন, তথাপি পৃথিবী ক্ষত্রিয় শূন্য করিতে পারেন নাই। কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে, পরশুরামের ন্যায় কোন তেজস্বী মহাপুরুষ বঙ্গের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ বংশকে নির্ব্বংশ করিয়াছিলেন? কেহ কি পুরাণ ইতিহাসে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন? কখনই না। আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বংশপরম্পরায় এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন, গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ কাহারা? পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সুধীগণের বিবেচ্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের গোত্র প্রবর।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হইয়াছে, তাহার মীমাংসা করিতে হইলে, প্রথমে দেখিতে হইবে যে, গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কোন্ কোন্ গোত্র ও প্রবর ছিল? গোত্র ও প্রবরের ইতিবৃত্তই বা কি? এই সকল বিষয় নিম্নে লিখিত হইতেছে।

মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। পরিচয় স্থলে ব্রাহ্মণের কোন্ বেদ, কোন্ গোত্র ও কোন্ প্রবর বলিতে হয়। সৃষ্টির পর ক্রমশঃ জন সংখ্যার বৃদ্ধি দেখিয়া, ঋষিগণ নৈকট্য-বিবাহ নিষেধ উদ্দেশ্যে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্র বিবাহ নিষেধ করিয়া দিলেন।

অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা।

কিন্তু ইহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় প্রবর সৃষ্টি করিয়া আরও বাঁধাবাঁধি করিলেন।

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা।
ভরদ্বাজোগৌতমশ্চ সৌকালীন স্তথাপরঃ।
কল্বিষশ্চাগ্নিবেশ্মশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় বশিষ্ঠকৌ।

বিশ্বামিত্রঃ কুশিকশ্চ কৌশিকশ্চ তথাপরঃ।
ঘৃতকৌশিক মৌদ্গল্যৌ অ্যালম্যানঃ পরাশরঃ।
সৌপায়নস্তথাত্রিশ্চ বাসুকী রোহিতস্তথা।
বৈরাগ্র পদ্যকশ্চৈব জামদগ্ন্যাস্তথাপরঃ।
চতুর্ব্বিংশতি বৈ গোত্রাঃ কথিতাঃ পূর্ব্বপণ্ডিতৈঃ।
জামদগ্নির্ভরদ্বাজোবিশ্বামিত্রাত্রিগৌতমাঃ।
বশিষ্ঠাকাশ্যপাগস্ত্যা মুনয়ো গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে।
সৌকালীনকমৌদ্গল্যৌ পরাশর বৃহস্পতি॥
কাঞ্চনোবিষ্ণুকৌশিক্যৌ কাত্যায়নাত্রেয়ঃ কাণ্বকাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ঃ সাঙ্কৃতিশ্চ কৌণ্ডিল্যোগর্গসংজ্ঞকঃ॥
আঙ্গিরস ইতিখ্যাতঃ অনাবৃকাখ্য সংজ্ঞিতঃ।
অব্য জৈমিনি বৃদ্ধ্যাখ্যাঃ শাণ্ডিল্যো বাৎস্য এবচ।
সাবর্ণ্যালম্যানৌ বৈরাগ্রপদ্যশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ।
শক্তিঃ কাণ্বায়নাশ্চৈব বাসুকিগৌতমস্তথা
শুনকঃ সৌপায়নশ্চৈব মুনয়ো গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রানি মন্যতে।

ইতি কুলদীপিকা ধৃত ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্ম প্রদীপে সর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশদ্গোত্রাঃ।

বাৎস্য কাশ্যপ সাবর্ণাঃ শাণ্ডিল্যোগ্নিতথাপরঃ।
দাল্ভ্য গৌতমৌ কর্ম্ম্যঃ রঘুঃ পুণ্ডরিকস্তথা।
আলম্যানোবশিষ্ঠশ্চ পরাশরস্তথাপরঃ।
শক্তিঃ কাঞ্চনোবিষ্ণুশ্চ কৃষ্ণাত্রেয় মহাতপাঃ।
আঙ্গিরসঃ কৌশিকশ্চ পৈণ্ডবস্তদনন্তরঃ।

ভরদ্বাজোমৌদগল্যশ্চ কাত্যায়নোমহাব্রতঃ।
হংসোসৌপায়নশ্চৈব কৌণ্ডিল্য গোত্রকারিণঃ
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্যতে ॥

ধারাবাহিক ঐ সকল গোত্র প্রবর-সঞ্জাত পুত্রগণ ঋষিযুগের অবসানে আদর্শ পুরুষ শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মপ্রাণ ধর্ম্মরাজ মহারাজ যুধিষ্ঠির পৃথিবী পরিত্যাগ করিলে সকলেই জাতি ব্রাহ্মণ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষার্থ স্ব স্ব আদি পুরুষ ও ঐ বংশীয় আর কতকগুলি প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিকট সম্বন্ধীয় ব্যক্তিগণকে নিত্য স্মরণার্থ আদি পুরুষকে গোত্র ও প্রবর্ত্তকগণকে প্রবর স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তর্পণাদিতে গোত্র প্রবর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কোন্ গোত্রের কোন্ প্রবর এবং তাহাদের পরিচয় নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১।	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।	—শাণ্ডিল্য কশ্যপের পৌত্র, অসিত দেবল কশ্যপ-বংশীয়।
২।	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপসার, নৈধ্রুব।	—মরীচির পুত্র কশ্যপ, কশ্যপ সন্তানেরা কাশ্যপ। অপসার, নৈধ্রুব; ইহাঁরা উভয়েই কশ্যপ বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
৩। ৪।	বাৎস্য ও সাবর্ণ	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জমদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ	বাৎস্য সাবর্ণ উভয়েই ভৃগুবংশীয়। ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ভে চ্যবন ও আপ্নুবানের জন্ম হয়। আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব্য, তদাত্মজ জমদগ্নি। ভার্গব শুক্রের অপর নাম।

গোত্র		প্রবর	পরিচয়।
৫।	ভরদ্বাজ।	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি তৎপুত্র ভরদ্বাজ। আঙ্গিরা পুত্র আঙ্গিরস। বৃহস্পতির পুত্র বার্হস্পত্য।
৬।	গৌতম	গৌতম, অপসার আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।	অঙ্গিরাবংশীয় গৌতমাপত্য
৭।	সৌকালিন	সৌকালিন, আঙ্গিরস বার্হস্পত্য, অপসার, নৈধ্রুব।	সৌকালনের পরিচয়, অজ্ঞাত
৮।	কল্বিষ	(প্রবর অজ্ঞাত)	(পরিচয় অজ্ঞাত)
৯।	অগ্নিবেশ্ম	ঐ	শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যে, চন্দ্রবংশীয় নরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্মের জন্ম হয়। নবদ্বীপ নিবাসী রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত এই গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।
১০।	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস	(পরিচয় অজ্ঞাত।)
১১।	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	—বশিষ্ঠ এবং অত্রি ব্রহ্মার মানস পুত্র। সাঙ্কৃতি অঙ্গিরাবংশীয় মন্ত্রকৃত ঋষি।
১২।	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।	—বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, তপস্যাবলে ব্রাহ্মণ হইয়া গোত্র প্রবর্ত্তনা করেন। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।
১৩।	কুশিক	কুশিক, কৌশিক, বিশ্বামিত্র।	

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১৪।	কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য।	
১৫।	ঘৃতকৌশিক	—কুশিক, কৈশিক, ঘৃতকৌশিক, বন্ধুল।	
১৬।	মৌদ্গল্য।	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ	মৌদ্গল্য অঙ্গিরাবংশীয়। চন্দ্রবংশীয় হর্য্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল হইতে মৌদ্গল্য হয়। ঐ গোত্রে কৃপাচার্য্যের জন্ম হয়।
১৭।	আলম্যায়ন	—আলম্যায়ন, শালঙ্কায়ণ শাকটায়ণ	(পরিচয় অজ্ঞাত)
১৮।	পরাশর।	বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর	—মিত্রাবরুণের যজ্ঞে কলস হইতে বশিষ্ঠ (এই বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানস পুত্র নন) বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, তৎপুত্র পরাশর।
১৯।	সৌপায়ন	ঔর্ব্ব্য চ্যবন ভার্গব জামদগ্ন্য আপ্লুবৎ	পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে
২০।	অত্রি	অত্রি, আত্রেয়, শতাতপ।	অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র, তৎপুত্র আত্রেয়। শতাতপের পরিচয় অজ্ঞাত।
২১।	বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।	
২২।	রোহিত	ভার্গব, নীললোহিত, রোহিত	—পরিচয় অজ্ঞাত।
২৩।	বৈরাত্রপদ্য	সাঙ্কৃতি	ঐ
২৪।	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ	—জমদগ্নির পুত্র জামদগ্ন্য।

১।	অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	
২।	বৃহস্পতি	(প্রবর অজ্ঞাত)	অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি।
৩।	কাঞ্চন	অশ্বত্থ, দেবল দেবরাজ।	

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
৪।	বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।	
৫।	কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ—কাত্যায়ন কশ্যপ বংশজ অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ, ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র।	
৬।	আত্রেয়,	আত্রেয়, শতাতপ, সাংখ্য।	
৭।	কাণ্ব	কাণ্ব, অশ্বথ, দেবল। পুরুবংশে অপ্রতিরথ জন্মে, 'তস্যপুত্র কণ্ব, তস্যপুত্র মেধাতিথি, যতঃ কণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ' (বিষ্ণুপুরাণং ৪ অংশঃ ১৯ অধ্যায়ঃ) মেধাতিথি ঋগবেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইঁহার বংশে মৃত জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন জন্ম গ্রহণ করেন।	
৮।	সংস্কৃতি	অব্যাহ্ন, আরাত্রি, সাঙ্কৃতি। মন্ত্রকৃৎঋষি ক্ষত্রবংশ।	
৯।	কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস্য।	
১০।	গর্গ	গর্গ, কৌস্তভ, মাণ্ডব্য।	
১১।	আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	
১২।	অনাবৃক	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।	
১৩।	অব্য	অব্য, বলি, স্বারস্বত।	
১৪।	জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।	
১৫।	বৃদ্ধি	কুরু, বৃদ্ধাঙ্গির, বার্হস্পত্য।	
১৬।	শক্তি	শক্তি, পরাশর, বশিষ্ঠ।	
১৭।	কাণ্বায়ন	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপসার, আজমীঢ়।	
১৮।	শুনক	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ।—ঔর্ব্বের পুত্র প্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুন, তৎপুত্র শৌনক, আয়ুর বংশে গৃৎসমদ, তৎপুত্র শৌনক ক্ষত্রবংশ।	

গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
১৯। রঘু	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
২০। হংসঋষি		
২১। কর্ম্ম্য		
২২। পুণ্ডরিক		
২৩। গৌতম	গৌতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	গৌতম অঙ্গিরার পুত্র ক্ষত্রবংশ।
২৪। গর্গ	মাস্তব্য, কৌস্তুভ, গর্গ এবং (মৎস্যপুরাণে) অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শিনি, গর্গ, ভরদ্বাজ।	

"অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা, দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভরদ্বাজস্তথা গর্গঃ শিনিশ্চ ভগবান্ ঋষিঃ॥
ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"— মৎস্যপুরাণং ১৯৫ অধ্যায়ঃ।

২৫। শৌনক	সুনহোত্র, গৃৎসমেদ।	—চন্দ্রবংশীয় পুরূরবার আয়ু নামাপুত্রের ক্ষত্রবৃদ্ধ নামে সন্তান জন্মে, তৎপুত্র সুনহোত্র, তৎপুত্র গৃৎসমেদ, তৎপুত্র শৌনক।

"গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রবর্ত্তয়িতাবভূব॥"
বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ৮ম অধ্যায়।

২৬। গর্গ	... ...	—গর্গের পুত্র শিনি। শিনি হইতে গার্গ্য ও শৌন্য নামে বিখ্যাত ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণগণ উৎপন্ন হইয়াছেন।

"গর্গাচ্ছিনিঃ ততোগার্গ্যাঃ শৌন্যাঃ ক্ষত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বভুবুঃ॥"—বিষ্ণুপুরাণং।

	গোত্র	প্রবর	পরিচয়।
২৭।	কৌশল্য	কৌশল্য, অসিত, দেবল।	
২৮।	দালভ্য		
২৯।	ঋষ্যশৃঙ্গ	ঔর্ব্ব্যচ্যবনেত্যাদি	বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ। অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি বশতঃ দুর্ভিক্ষ হইলে অঙ্গরাজ লোমপাদ ঋষির আশ্রম হইতে ঋষ্যশৃঙ্গকে ঋষির অজ্ঞাতে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করিবামাত্র ইন্দ্রদেব বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া অনাবৃষ্টি নিবারণ করেন।
৩০।	দেব		
৩১।	ঋষি অলক	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
৩২।	হংসল	গোয়েল, হংসল, বাসল, দেবল।	
৩৩।	আলাদাস	ঔর্ব্ব্য চ্যবনেত্যাদি।	
৩৪।	কর্ণঋষি।	ঐ	

চতুর্থ অধ্যায়।

রাঢ়ীকুলজ্ঞ নুলো পঞ্চাননের ব্রাহ্মণ-বিচার।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে সকল গোত্র প্রবর ও মন্ত্রকৃৎ ঋষির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের বংশসম্ভূত ব্রাহ্মণগণ আদিশূরের জন্ম গ্রহণের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান থাকিয়া, বঙ্গভূমির গগনমণ্ডল যজ্ঞিয় হোমধূমে আচ্ছাদিত করিতেন। তান-লয় যুক্ত উদাত্ত ও অনুদাত্ত স্বরে বেদ-ধ্বনিতে বঙ্গভূমি মুখরিত করিতেন; তাই মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে—

"এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ ॥
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরি শোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজ সেবিতম্ ॥ ১১৪।৪

বহুগোত্রের ব্রাহ্মণ কেবল মাত্র পাশ্চাত্য বৈদিক ও গৌড়াদ্য বৈদিক এই দুই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়মধ্যে দেখা যায়। রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চগোত্রের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য গোত্রের ব্রাহ্মণ নাই। কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম লইয়া বিশেষ মতভেদ আছে। "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তকের ৪৩ ও ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,—রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্রের মতে

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এবং সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ আগমন করেন।

শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোঽপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবৰ্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথাবেদ প্রসিদ্ধকঃ।—কুলরাম।

দেবীবর ঘটকের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস্য গোত্রীয় বীতরাগ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় মেধাতিথি, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরি গৌড়ে আইসেন:—

শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধৰ্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

আবার বারেন্দ্র-কুলজ্ঞেরা বলেন—শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর, এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আইসেন:—

"নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ঃ ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ।
পরাশরশ্চ সাবর্ণঃ।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৪৩ পৃঃ।

যাহা হউক এই ব্রাহ্মণ আনয়নের ব্যাপার ৯৫৪ শকাব্দায় ঘটিয়াছিল।

"বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ"।
—বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকদত্ত প্রমাণং।

অতএব ৮৭৮ বৎসর হইল, বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আগমন হইয়াছিল। আবার আদিশূরের ১০০ শত বৎসর পরে শ্যামল বর্ম্ম দেব কর্ত্তৃক বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আনীত হন। অতএব রাঢ়ী বারেন্দ্র

ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বঙ্গের আদি-ব্রাহ্মণ নহেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত অনেক মহাত্মাই লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বঙ্গের দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ সৎ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কিনা। এই প্রতিপাদ্য বিষয়ের প্রমাণ রাঢ়ীয় ঘটকদিগের কুলকারিকা হইতে উদ্ধৃত করিলাম, কারণ বাদীর তরফ (Prosecution side) হইতে আসামীর সাফাইএর (Defence) সন্তোষজনক প্রমাণ দিতে পারিলেই আসামী নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। আসামীকে আর পৃথক্ সাফাই দিতে হয় না।

প্রাচীন কুলজ্ঞ নুলো পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের গোষ্ঠী কথা হইতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্টে নিম্নোদ্ধৃত কারিকাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই, তা'ছাড়া বামন নাই,
যদি থাকে দুই এক ঘর, সাতশতী আর পরাশর,
পঞ্চানন নুলো কয়, কান্যকুব্জ পরিচয়,
উভয় কুলে শতাধিক উনষাটি।
তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি॥
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজ-যাজী, কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর।
এক বাঁশে জন্ম ডাকে, ব্যজন আর ধনুকে,
প্রাণ দানে আর নাশে, ত্যজ্য, গ্রাহ্য, গুণ দোষে॥
তাই পিতৃ উপদেশে, ক্ষুধাতেও না বিনাশে,
নিষাদীরত ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট দ্বিজে।
গরুড় কহিল উঠ, ব্রহ্ম-বংশে জন্ম বট,
গলা জলে লয়ে সে প্রিয়া অন্ত্যজে।"—৩৮৭।৩৮৮ পৃষ্ঠা।

পাঠক মহাশয়, মনোযোগের সহিত উদ্ধৃত কবিতার মর্ম্ম পরিগ্রহণ করুন, অনেক সত্য দেখিতে পাইবেন। নুলোপঞ্চানন উভয় কুলে অর্থাৎ রাঢ়ী-বারেন্দ্রকুলে একশত উনষাটি গাঁই স্বীকার করিলেন। আর রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মাত্র সুদ্বিজ যাজন করিতেন, কদাচ একজ অথাৎ শূদ্র যাজন করিতেন না। আবার নুলো স্বীয় কবিতার মধ্যে—

"পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই। তা ছাড়া বামন নাই॥
যদি থাকে দুই এক ঘর। সাতশতী আর পরাশর"॥

এই প্রাচীন গাথা তুলিয়াছেন। ইহাতে "পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই" অর্থাৎ রাঢ়ী ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু শত গাঁই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকৃত হয় নাই। সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ নুলো পঞ্চানন মহাশয় এক বাঁশ হইতেই প্রাণদাতা ব্যজন ও প্রাণনাশক ধনুকের উৎপত্তি ও গুণে গ্রাহ্য, দোষে ত্যজ্য, যুক্তি দেখাইয়া গুণী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে কান্যকুব্জীয় সৎ ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। মহাভারতের উক্তি মত নিষাদী কন্যায় উপরত ধর্ম্মভ্রষ্ট ব্রাহ্মণকে গরুড় গলাধঃকরণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা পাতকের কারণ গরুড়ের গলা জ্বলার কথা তুলিয়া, নীচ ব্রাহ্মণেরও ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়া লইলেন।

উল্লিখিত কারিকায় বিশুদ্ধ কনৌজিয়া বারেন্দ্রদিগকে ব্রাহ্মণ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। এইজন্য পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

"এই কারিকা রাঢ়ীদিগের বিদ্বেষ ও ক্রোধের কথা।"—২১-২২ পৃষ্ঠা।
"ইহা রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগকালে বল্লালের সময় সৃষ্ট।"—২৭৬-২৭৮ পৃষ্ঠা।

অতএব দেখা যাইতেছে, বল্লালের সময় বা তৎপূর্ব্ব হইতেই কনৌজ ব্রাহ্মণ, সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমান ছিলেন। যে রাঢ়ীগণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করেন নাই, তাঁহারাই সাতশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য স্বীকার করিয়াছেন। এক্ষণে প্রশ্ন—পরাশর ব্রাহ্মণ কাহারা?

উত্তর—পরাশর ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় মাহিষ্য যাজী ব্রাহ্মণ। কারণ ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর, যশোহরের কিয়দংশ অঞ্চলে মাহিষ্যগণের নাম "পরাশর দাস"। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নাম পরাশর ও লালমোহন বিদ্যানিধির মতে একটী "সচ্ছূদ্র সদৃশ" "অনুপনীত মাহিষ্য" জাতির নামান্তর "পরাশর দাস"। এই উভয় কথার সামঞ্জস্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, পরাশর ব্রাহ্মণই বঙ্গীয় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ। পূর্ব্ব বঙ্গের আর্য্য কৈবর্ত্তগণ, ঐ অঞ্চলের অনার্য্য অন্ত্যজ জালিক কৈবর্ত্তগণ হইতে আপনাদের পার্থক্যনির্ণয় জন্য এবং আপনাদের পুরোহিতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ 'পরাশর ব্রাহ্মণের দাস' এই অর্থে 'পরাশর-দাস' নাম ব্যবহার করেন। পূর্ব্বাঞ্চলে পরাশর নাম প্রাপ্তির সম্বন্ধে কথিত আছে যে, "আদিশূরের বহুপূর্ব্বে পরাশর গোত্রীয় একজন সমাজপতি আপন স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণকে লইয়া একটি দল গঠিত করেন এবং স্বীয় গোত্রের নামানুসারে ঐ দলকে পরাশর নামে অভিহিত করেন"। মাননীয় রিসলি সাহেবও "পরাশর দাস" ও "পরাশর ব্রাহ্মণের" কথা লিখিয়াছেন। ইঁহারাই পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত ও তৎপুরোধা ব্রাহ্মণ। ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার "কুলকালিমা" গ্রন্থের ৩৬শ পৃষ্ঠায় মাহিষ্যগণের আশ্রয়ে অত্যাচারী রাজা বল্লাল সেনের অত্যাচার প্রপীড়িত পরাশর ব্রাহ্মণগণের পৃথক্ সমাজ গঠনের ইতিবৃত্ত বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব প্রমাণ হইল যে, পরাশর ব্রাহ্মণ বঙ্গের আদিব্রাহ্মণ অর্থাৎ আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণের পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণ।

বিশ্বনিন্দুক মুলো পঞ্চানন ইঁহাদিগকে অবৈদিক, নামে মাত্র দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার, বিশেষণ দিয়া নিন্দা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু কখন কৃত্রিম ব্রাহ্মণ এই পাপ কথা মুখে আনিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার কারিকাতেই ইহা সুব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

"তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি।
অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজ-যাজী, কৌণ্ডিন্য, ব্যাস, পরাশর।"

সম্বন্ধ-নির্ণয় পরিশিষ্ট, ৩৮৭।৩০৮ পৃষ্ঠা।

অন্ত্যজযাজী (সাতশতী), কৌণ্ডিন্য (বর্ত্তমানে অপরিচিত), ব্যাস (হাওড়া মেদিনীপুর অঞ্চলে চাষী কৈবর্ত্তের পুরোহিত ব্রাহ্মণ ব্যাসোক্ত নামে অপরের নিকট পরিচিত ঐ ব্যাসোক্ত শব্দই সংক্ষেপে পদ্যে "ব্যাস" নামে লিখিত হইয়াছে), পরাশর (পূর্ব্ব বঙ্গের কৃষি কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণের নাম) ব্রাহ্মণকে নুলোপঞ্চানন, মাত্র অবৈদিক, নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার বলিয়াছেন। তিনি এই ব্রাহ্মণের সামাজিক অমর্য্যাদা সম্বন্ধেও বলিয়াছেন— "ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞান হীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

ব্যাস ও সাতশতী বেদজ্ঞান হীন বলিয়া সামাজিক মর্য্যাদাহীন হইয়াছেন। বিশ্ব নিন্দুকের নিন্দা সম্পূর্ণ সত্য নহে, কিন্তু তাহার প্রচারিত সত্য অধিকতর মূল্যবান্। নুলোপঞ্চানন অনেকেরই অযথা নিন্দা করিয়াছেন। জগৎপূজ্য চৈতন্য দেব, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি নুলোর হাত হইতে নিস্তার পান নাই, তা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের কথা ত দূরের কথা। নুলোর কারিকা :—

"চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটে করে থাম॥
কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
মিথিলার পক্ষধর যারে করে মাথ॥
তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥

কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দা হাতে গত॥
শচী ছেলে নিমে বেটা নষ্ট মতি বড়।
মাতাপত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দড়॥”

মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-যাজী ব্রাহ্মণ যে বঙ্গের আদি-ব্রাহ্মণ, তাহার অন্যতম প্রমাণ, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের গোত্র প্রবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই অবগত হওয়া যায়। গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদের নিম্ন লিখিত গোত্র গুলি পাওয়া গিয়াছে। যথা—১ শাণ্ডিল্য ২ গৌতম, ৩ হংসঋষি, ৪ ঘৃতকৌশিক, ৫ কর্ণঋষি, ৬ রঘুঋষি, ৭ দালভ্য, ৮ পুণ্ডরাক, ৯ কাত্যায়ন, ১০ আলম্যায়ন, ১১ মৌদ্গল্য, ১২ সাবর্ণি, ১৩ ভরদ্বাজ ১৪ কাশ্যপ ১৫ বাৎস্য। এই সকল গোত্র ছাড়া পূর্ব্ববঙ্গে আরও কতিপয় গোত্রের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, যথা—বশিষ্ঠ, পরাশর, কাঞ্চন, বিষ্ণু, কৃষ্ণাত্রেয়, আঙ্গিরস, শক্তি, কৌণ্ডিল্য ও সৌপয়ান। বঙ্গীয়মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের অমর্য্যাদার কারণ কেবল মাত্র ঈর্ষা ও দলাদলি। সেনরাজগণ বাহুবলে মাহিষ্য রাজাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াও সহজে বশীভূত করিতে পারেন নাই। তদবধি জেতা ও জিত এই দুই জাতির মধ্যে দলাদলির সূত্রপাত হয়। সেনরাজগণ ও তাঁহাদের অনুগত জাতিগণ ঈর্ষা-পরতন্ত্র হইয়া, ইঁহাদিগকে ও ইঁহাদিগের পুরোহিত-বর্গকে অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। জলবিম্বের ন্যায় সেন-রাজগণের অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছে! কালের অনন্তগর্ভে সেনবংশ বিলীন হইয়া গিয়াছে! এখন আর বঙ্গে তাহাদের চিহ্ন মাত্র নাই; কিন্তু মাহিষ্য-জাতির রাজ-চিহ্ন-ধ্বজা অদ্যাপি স্থানে স্থানে উড্ডীন হইতেছে। শাস্ত্রিক, ঐতিহাসিক ও ব্যবহারানুরূপ ভূরি ভূরি প্রমাণ সত্ত্বেও কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তি ইহাঁদিগকে ও তৎপুরোধগণকে সমাজের চক্ষে নীচ প্রতি-পাদন করিবার চেষ্টা করে।

মাহিষ্য জাতি, সেনবংশের পূর্ব্বে বাঙ্গলায় অতিশয় প্রবল ছিল, তাহা ইতিহাসেই বর্ণিত আছে; ইংরাজ রাজদপ্তরে তাহার কাহিনী বিবৃত আছে। সেনগণের অভ্যুদয়ে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন, তথাপি তাঁহারা পূর্ব্বযাজক পরিত্যাগ করেন নাই, নূতন যাজকও গ্রহণ করেন নাই; এই তেজস্বিতাটুকু মাহিষ্য জাতির মহাগ্লানির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। আদিশূরের আনীত পঞ্চ যাজ্ঞিকের সন্তানগণ সপ্তশতীকে স্বদলে স্থান দিয়া,রাঢ়ীয় চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া,নবশাখ জাতির পৌরোহিত্য করিতে লাগিলেন। এমন কি, খাঁটি শত শত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও নবশাখের যাজকতা করিয়া শূদ্রযাজক নামে পরিচিত হইয়া উচ্চতম সমাজে নিগৃহীত হইতে লাগিলেন অর্থাৎ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী কনোজ ব্রাহ্মণের নিকট অপাঙ্‌ক্তেয় হইতে লাগিলেন, তখনও মাহিষ্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করিলেন না। আদিশূর-অনীত পঞ্চমহর্ষির সন্তান প্রথমে শূদ্রযাজন করেন নাই, যথা—

"তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি।"—সম্বন্ধ-নির্ণয়।

মুলোর সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বেও বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখ জাতি বিশুদ্ধ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যাজ্য ছিলেন না, কারণ বৈদ্য, কায়স্থ নবশাখ কেহই সুদ্বিজ নহেন।

যদি বলেন,কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ বৈদ্যজাতির পৌরহিত্য লইয়াই বঙ্গদেশে আইসেন; বৈদ্যজাতি প্রথম হইতে তাঁহাদের যাজ্য ছিলেন, তবে এখন না থাকার কোন হেতু নাই। তদুত্তরে দেখা যায়, বৈদ্যজাতি প্রথম হইতে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের যাজ্য থাকিলেও পরবর্ত্তীকালে কান্যকুব্জীয়গণের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন, যথা—

"একদিন রাজা (মাধব) জিজ্ঞাসিলেন পঞ্চগোত্রীয়ে
মহাবংশ কুলীন আদি সিদ্ধ শ্রোত্রীয়ে।

কহ সভাসদ আছ যতেক পণ্ডিত
কি হেতু ত্যজিলে বৈদ্য, ছিলে পুরোহিত।

তখন—উত্তরিলা মহেশাদি যতেক সুকৃতি

(উত্তর)—বৈদ্য ক্রমশঃ বৃষলে গণ্য অত্রত্য তত্রত্য
তাই কান্যকুব্জি বৈদ্য না করে যাজন
সবন্ধু বল্লাল পতিত বৃষলে গণ্য
বৈদ্যকুল শূদ্রবৎ............অধন্য।

(অতএব)—সৎ শ্রোত্রিয়ে আর কুলীন তনয়ে।
যাজন ত্যজে রাজার, শূদ্র ব'লে ভয়ে॥

সম্বন্ধ নির্ণয় ৫৮৪—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ পঞ্চগোত্রীয়গণ বৈদ্যকে পতিত জানিয়া তাহাদের যাজন ত্যাগ করেন। কিন্তু রাজার ভয়ে বৈদ্যকে পতিত না বলিয়া শূদ্র বলিয়া প্রকাশ করতঃ চতুরতাক্রমে বল্লালের যাজকতা ত্যাগ করেন। পাঠকগণ দেখুন, ঘটকের কথা মত, সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন বল্লালকে পতিত জ্ঞানে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণ ত্যাগ করিলেন। বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ যখন বাঙ্গালার সার্ব্বভৌম রাজরাজেশ্বর বল্লালসেনকে যাজন করেন নাই, তখন কায়স্থ নবশাখের কথা ত সুদূর-পরাহত। তবে এই প্রশ্ন করিতে পারেন যে, কনৌজিয়াগণ আদিশূরকে কেন যাজন করেন? মুলোপঞ্চানন এই প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন ;—

"আদিশূর বৈদ্য বটে ক্ষত্রকন্যা পত্নী
উচ্চ মাতা নীচ পিতা অপকৃষ্ট জাতি"।

অর্থাৎ আদিশূর জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু বৈদ্য অপেক্ষা উচ্চজাতি যে ক্ষত্রিয়, তাহার কন্যাকে বিবাহ করেন। নীচজাতীয় পুরুষ হইতে প্রতিলোম-ভাবে উচ্চজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান, নিকৃষ্ট বর্ণ-সঙ্কর হয়।

সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সমান বর্ণা ভবন্তি
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্ম-বিগর্হিতাঃ।

বিষ্ণুসংহিতা।

"আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ।

নারদ সংহিতা।

অতএব আদিশূরের সন্তান প্রভৃতি বৈদ্য হইতে নীচ বর্ণ-সঙ্কর জাতি হইয়া যান; সুতরাং তাঁহারা সদ্ব্রাহ্মণের অযাজ্য হন, ইহাই রাঢ়ীয় ঘটক ঠাকুরগণের মত। আমরাও বলি, আদিশূর যে জাতীয় লোক ঐ জাতীয় লোক বাঙ্গালায় আর নাই, সুতরাং বিশুদ্ধ কনোজিয়ার যাজ্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন বাঙ্গালায় আর কোন জাতি নাই; থাকিলে অবশ্য তাহার অস্তিত্ব থাকিত। কিন্তু তাহা নাই কেন, কেহ বলিয়া দিতে পারেন কি?

কায়স্থ-কুলভূষণ শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার অমিয় নিমাই-চরিত গ্রন্থের ৮০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—"চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে নবশাখের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জল পান করিলে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিলে কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাটীতে গেলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন।" অতএব শিশির বাবুর মতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবশাখগণ সমাজে অচল ছিল ও সদ্ব্রাহ্মণ তাহাদের বাটীতে যাওয়া মাত্র পতিত হইতেন। রঙ্গপুর জেলার অনেকস্থানে ও শ্রীহট্টে নবশাখের মধ্যে মালাকার, তাঁতি, মোদক ও কুম্ভকারের পুরোহিত এক নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, যথা—

"Tne following castes of the Nobashkha group do not enjoy the ministration of Srotria Brahmin......... Mali, Tanti, Modak, Kulal (Kumar)".

Gait's account of Sylhet 1891.

পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে, বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ রাজা বল্লালের পৌরোহিত্য ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের সন্তানগণ নবশাখ জাতির যাজন করিয়া গ্রামযাজী বলিয়া খ্যাত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে? অতএব যাঁহারা ধীরে ধীরে বৈদ্য ও কায়স্থের যাজন করিয়া একটু সাহস পাইয়াছিলেন, তাঁহারাই পরে ক্রমশঃ নবশাখ দিগের পর্য্যন্ত যাজন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্ব নবশাখযাজী নিকৃষ্ট বলিয়া, ধনী নবশাখগণ বিশুদ্ধ কনোজিয়ার বাটীতে গিয়া পূজা দিয়া অল্পে অল্পে ঘনিষ্ঠতার বীজ রোপণ করিতেন। পরে কানোজিয়াগণও নবশাখের বাটীতে যজ্ঞাদি বৈদিক কার্য্যে উপদেষ্টা স্বরূপে উপস্থিত থাকিয়া ঘনিষ্ঠতার ভিত্তি ক্রমশঃ দৃঢ়তর করিতে লাগিলেন; শেষে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরোহিতকে ছাড়াইয়া তাঁহাদের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। কিন্তু এখন যে সমস্ত বিশুদ্ধ কনোজিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মণ্য বজায় রাখিয়াছেন, তাঁহারা, বৈদ্য কায়স্থের যাজন করা দূরের কথা, যে সকল ব্রাহ্মণ বৈদ্যকায়স্থের ও নবশাখের যাজন করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত আদান প্রদান করেন না, তাঁহাদের বাটীতে ভোজনও করেন না। অতএব কায়স্থ নবশাখ কনোজিয়া যাজক পাইয়া তাঁহাদের মান বজায় করিতে পারেন না এবং নিজেরাও তজ্জন্য অত্যুচ্চ জাতি বলিয়া অহঙ্কার করিতে পারেন না। বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

"কায়স্থের পুরোহিত ও নবশাখের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্র যাজক, শূদ্র শিষ্য রাখেন ও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা ব শষ্ঠবংশ-সম্ভূত হইলেও অশূদ্র-প্রতিগ্রাহীর নিকট মর্য্যাদা-সম্পন্ন নহেন, সামান্য কুলব্যক্তির কথা সুদূর-পরাহত।"

দেখুন, বৈদ্য কায়স্থ ও নবশাখ ইঁহারা কেহই বিশুদ্ধ কনোজিয়ার যাজ্য হইলেন না, সকলকেই নূতন পুরোহিত সৃষ্টি করিতে হইল। কিন্তু মাহিষ্য

জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করিলেন না। ইঁহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ যে বল্লালসেনের পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন, তাহা পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ইঁহারা যে নবাগত নহেন, তাহা কনোজিয়ার গাঁই মেল দেখিলেই জানা যায়। মাহিষ্য জাতির যেরূপ নিজের পুরোহিত ছিল, বাঙ্গালার অন্য কোন জাতির সেরূপ ছিল না। যাহাদের ছিল তাহারা নিকৃষ্ট বলিয়া ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু মাহিষ্য জাতির যাহা ছিল, তাহা নিকৃষ্ট ছিল না, সুতরাং তাঁহারা ত্যাগ করেন নাই। এক্ষণে প্রশ্ন—এই মাহিষ্য জাতিতে শত শত স্বাধীন ভূপাল ছিলেন, যাঁহারা চারিশত বৎসর পূর্ব্বেও "আধিপত্যকারী"(রিসলি সাহেবের মতে Had commanding position) জাতি ছিলেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, বলবীর্য্যে যে জাতির প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোন বাঙ্গালী জাতি সে সময় ছিলেন না, বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যাঁহারা এখনও বঙ্গের প্রদেশ বিশেষে "উচ্চতম স্তরের" (নবদ্বীপের পণ্ডিত যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য স্মার্ত্ত শিরোমণি এম, এ, ডি, এল মহাশয়ের মতে "forms upper layer of the population") হিন্দু সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য, যাঁহাদের বিশালকীর্ত্তি তাম্রলিপ্ত হইতে পুরী পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাঁহারা কি যত্ন করিলে নূতন যাজক গ্রহণ করিতে পারিতেন না? যাহা চর্ম্মকার, ধীবর, শৌণ্ডিকাদির সুসাধ্য হইয়াছে, তাহা কি পরাক্রান্ত মাহিষ্য জাতির অসাধ্য হইয়াছিল? যখন তাঁহারা রাঢ়ী বৈদিকের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লইতে সমর্থ হইয়া তাঁহাদিগকে গুরুরূপে পাইয়াছেন, তখন তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে বৈদিক গুরুরূপে অর্থাৎ পুরোহিতরূপে পাইতে পারিতেন না? যে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ নবশাখ জাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিতে সঙ্কুচিত, সেই বৈদিক শ্রেণীর ঠাকুরগণ অসঙ্কোচে মাহিষ্যজাতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন। ফলতঃ অনাবশ্যক বিধায় মাহিষ্যজাতি প্রাচীন যাজক ত্যাগ করেন নাই এবং নূতন যাজকও গ্রহণ করেন নাই; তাই মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ কি এত নিগৃহীত!

পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণের শূদ্রযাজন নিষিদ্ধ কেন?

কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মন শূদ্র যাজন করিবেন না! যিনি শূদ্রযাজন করিবেন, তিনি মহর্ষিতুল্য হইলেও বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণ্য ও অপাঙ্‌ক্তেয়। মনু সংহিতার মতে বহু জাতির যাজক অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ পতিত। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে এক শূদ্রের অতিরিক্ত শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণগণ গ্রামযাজী এবং মহাপাপী বলিয়া গণ্য হইয়াছে, যথা—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রামযাজী চ কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপদ্রব্যজীবী চ দেবলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। ২০২
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ সূপকার ইতিস্মৃতঃ।
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ। ২০৩
উক্তং পূর্ব্ব প্রকরণে লক্ষণং বৃষলীপতেঃ
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভীপাকং প্রয়ান্তিতে। ২০৪

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণং। ৩০ অধ্যায়ঃ।

অপিচ—গ্রামস্থ নানা বর্ণানাং পুরোহিতঃ। সতু চতুর্থো ব্রাহ্মণঃ।

যথা—অব্রাহ্মণাস্তু ষট্‌ প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা।
আদ্যোরাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয় বিক্রয়ী॥

তৃতীয়ো গুরুযাজ্যঃ স্যাৎ চতুর্থো গ্রামযাজকঃ।
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ ॥
অনাদিত্যাস্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাম্।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স যষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥

ইতি শাতাতপঃ—শব্দকল্পদ্রুমঃ।

গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ মহাপাপী এবং শূদ্রবৎ :—

অসিজীব-মসীজীবি-দেবল-গ্রামযাজকাঃ
পাচকঃ ধাবকশ্চৈব ষড়েতে শূদ্রবৎ দ্বিজাঃ।

শাস্ত্রে মহাপাতকীর সংসর্গকারী পতিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রামযাজিগণ কাহাদিগকে বুঝায়, তাহা আমি ৩৫৮ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী হইতে প্রদর্শন করিব। কালকেতুর গুজরাট নগরে প্রজাপত্তন প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে :—

"মূর্খ বিপ্র ব'সে পুরে নগরে যাজন করে
শিখায় পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেবপূজা ঘরে ঘরে
চা'লের বোচকা বান্ধি টান ॥
ময়রাঘরে পায় খণ্ড গোপঘরে দধি ভাণ্ড
তেলি ঘরে তৈলকূপি ভরি।
কোথাও মাসড়া কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
গ্রামযাজী আনন্দে সাঁতারি ॥
গুজরাট নগরে নাগরিয়া শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান।
সঙ্গে করি দ্বিজ কয়, কাহন দক্ষিণা হয়।
হাতে কুশা দক্ষিণা ফুরণ ॥"

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এই কবিতায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নবশাখ জাতীয় ময়রা, গোপ, তেলি (রাঢ় দেশে আচরণীয় তেলি আছে) ইত্যাদির যাজক গ্রামযাজী। ঐ গ্রামযাজী ব্রাহ্মণ যে পতিত, তাহা শাস্ত্রে ও সমাজিক পাণ্ডিতগণের অনুমোদিত। সত্য বটে, এই সমস্ত পতিত ব্রাহ্মণ কাল ধর্ম্মে সমাজে চলন হইয়াছেন এমন কি অনেকের নৈকষ্য কুলীনের সহিতও যৌন সম্বন্ধ ঘটিয়াছে। তাই বলিয়া তাঁহারা যে পতিত নন, ইহা গায়ের জোরে, বলিলে চলিবে না। যদি অশূদ্র প্রতিগাহী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক হইত এবং তাঁহাদের আধিপত্য থাকিত এবং যদি তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষক হিন্দুরাজার শাসনাধীনে থাকিতেন, তাহা হইলে কি ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মাহিষ্যযাজী অপেক্ষা নিন্দনীয় ও পৃথক্ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সর্ব্বতোভাবে পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইতেন না? কারণ মনু বলিয়াছেন ;—

বেদবিচ্চাপি বিপ্রোঽস্য লোভাৎ কৃত্বা প্রতিগ্রহম্

বিনাশং ব্রজতি ক্ষিপ্রমাপাত্রমিবাম্ভসি।—মনু ৩য় অধ্যায়।

পুনশ্চ—যাবতঃ সংস্পৃশেদঙ্গৈ ব্রাহ্মণান্ শূদ্রযাজকাঃ।

তাবতাং ন ভবেদ্দাতুঃ ফলং দানস্যপৌর্ত্তিকম্। ৩।১৭৮।

এক্ষণে যদি দুর্ব্বল অশূদ্র-প্রতিগ্রাহিগণ শূদ্রযাজীকে পতিতরূপে ব্যবহার করিতে যান, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেই পতিত হইবেন, কারণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নাপিত, মালী, গোয়ালা, বারুই, কুম্ভকার, কর্ম্মকার প্রভৃতি ব্যবহার্য্য সকল জাতিই শূদ্রযাজীর হস্তে রহিয়াছেন। ইহারা সকলে মিলিয়া চক্রান্ত করিলে অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নিশ্চয়ই পতিত রূপে গণ্য হইবেন। বহুপূর্ব্বে নবশাখ যাজীর সহিত মাহিষ্য যাজীর এরূপ সংঘর্ষ নিশ্চয়ই হইয়াছিল তাহারই ফলে অদ্য মাহিষ্যযাজী পতিত রূপে গণ্য।

যাঁহারা বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাঁহারা একমাত্র ব্রাহ্মণযাজন করেন।

সারস্বত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যাজন করেন। সেইরূপ দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ একমাত্র মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় যাজন করিতেন ও এখনও করিতেছেন কালধর্ম্মে রাজবিপ্লবে ও গ্রামযাজীর দৌরাত্ম্যে এই সৎ ব্রাহ্মণ পতিত রূপে পরিণত হইয়াছেন। যদি সমাজপতি ন্যায়বান্ হিন্দুরাজা থাকিতেন, তাহা হইলে এ বিষয়ের সুবিচার হইত। যে সময় হইতে হিন্দু স্বাধীনতার লোপ হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই অত্যাচারের প্রতীকারের আশা অন্তর্হিত হইয়াছে।

বঙ্গীয় মাহিষ্যগণের যখন দ্বিজধর্ম্মিত্ব ছিল, তখনও যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাদের যাজক ছিলেন এখনও তাঁহাদের বংশধরগণই মাহিষ্য দিগের যাজন করিতেছেন। মধ্যে বৌদ্ধাধিকারে কালধর্ম্মে তাঁহারাই ম্লানভাবে মাহিষ্যদিগের যাজকতা করিতেছিলেন। এই সময়ে কনোজ ব্রাহ্মণের আগমন হইল। ইঁহাদের সহিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণদিগের ফাঁক চলিতে লাগিল। কারণ কনোজিয়াগণ রাজানুগৃহীত আর মাহিষ্যযাজী রাজ নিগৃহীত বিজিত মাহিষ্যজাতির পুরোহিত। কিন্তু তথাপি ইঁহাদের একটী প্রবল সমাজ ছিল, তাহা ইঁহাদের সংখ্যাধিক্যেই প্রমাণ হয়। অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত অল্প যে তাঁহারা যজমানের ষাট় শুভচনি (ষষ্ঠী ও শুভচণ্ডী) করিতেই পারেন না। অনেক স্থলে ঐ সকল বর্ণ প্রায়ই রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বাটীতে ষষ্ঠ্যাদি পূজা দিয়া আইসে বা নবশাখাদির বাটীতে পূজা দিয়া আইসে। নবশাখাদির পূজার সঙ্গে একত্র পূজা হয়। বঙ্গদেশের গ্রামে-গ্রামে যে বারওয়ারি চৈত্র মাসে শিবের গাজন, চড়ক পর্ব্বাদির উৎসব হইয়া থাকে, তাহার পুরোহিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হয়েন। হাড়ী, চণ্ডালাদি প্রদত্ত ভোজ্য ও দাক্ষিণার পয়সা রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ গ্রহণ করিয়া করুণার মোহানা খুলিয়া দিয়াছেন; প্রকান্তরে অন্ত্যজ জাতির যাজকতা করিতেছেন। প্রমাণের জন্য কেহ দেখিতে ইচ্ছা করিলে আমি দেখাইতে প্রস্তুত আছি।

যাহা হউক, পরাশর ব্রাহ্মণ ও কণোজিয়া ব্রাহ্মণ—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পরস্পরের সহানুভূতির অভাব ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা করিতেন। সেই ঘৃণার স্রোত এখনও স্থানে স্থানে প্রবল বেগে চলিয়াছে। ইহার কারণ, আদিশূর অযাজ্যরূপেই গণ্য হইয়াছিল ; তজ্জন্য আদিশূরের যাজনকারী কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণদিগের সহিত সপ্তশতী ও পরাশর ব্রাহ্মণদিগের সদ্ভাব ছিল না। পরিশেষে নিস্তেজ দুর্ব্বল সপ্তশতীগণ স্বভাবে থাকিতে পারেন নাই। রাঢ়ীর সহিত মিশিয়া তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিয়া নিজেদের অস্তিত্ব হারাইলেন ; এখন বঙ্গে আর তাঁহাদের চিহ্নমাত্রও নাই। কিন্তু মাহিষ্যযাজী পরাশর ব্রাহ্মণগণ সতেজে স্বভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, আজিও ম্লানভাবে নিজেদের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন।

আদিশূর যে অযাজ্য ছিল এবং ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চগোত্রীয় কান্যকুব্জীয়গণ আদিশূরের যাজন করিয়া যে পতিত হইয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায় পাঠে উপলব্ধি হয় ; যথা—

"তে পঞ্চবিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতাশ্বযানৈঃ ॥
গৌড়ং গতা মাগধবর্ত্মনা বোঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্ত এব।
যদীচ্ছতাস্মাকমুপক্তিভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিং ॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাং ॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজা বয়ং।
তদা মহান্ বিরোধোঽভূদিতি তেষাং পরস্পরং ॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্যকুব্জাধিপেন চ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধেতু সোঽপি নোবাচ কিঞ্চন ॥

ততস্তেজস্বিনো ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূরনৃপান্তিকং ॥
তমোদুঃখার্দ্দ ইব তান্ প্রাতঃসূর্য্যনিভান্ দ্বিজান্।
অপ্রার্থিতাগতান্ দৃষ্ট্বা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ ॥
সসম্ভ্রমং তদোত্থায় পূজয়িত্বা যথাবিধি।
আসনেষূপবিষ্টেভ্যঃ পৃষ্ট্বাহ্যনাময়ং তদা ॥
বিনয়াবনতো ভূত্বা পৃচ্ছেদ্ রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
পুনরাগমনং যদ্ধি মন্যে ভাগ্যোদয়ো মম ॥
যদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং।
রাজ্ঞা তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণাস্তদা ॥
অবোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশানুচরিতঞ্চ যৎ।
তব যজ্ঞার্থমাগত্য স্বদেশে বস্তুমক্ষমাঃ ॥
কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সংপ্রেষিতাঃ পুরা।
ন কিঞ্চিৎ কুরুতে সোঽপি মত্বা ব্রাহ্মণকণ্টকং ॥
শ্রুত্বাদিশূরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ব্বং ময়া প্রভো।
অধ্বক্লেশাপনয়নং কুরুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥
নিবেদয়িষ্যে সম্মন্ত্র্য যদুপায়ো ভবেদিহ।
ততোরাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে ॥
গত্বা স ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত।
পবিত্রীকৃতমেতদ্ধি প্রাগাগত্য কুলং মম ॥
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম।
শ্রুতাধ্যয়নযোগাচ্চ দেশো যাতু পবিত্রতাম্ ॥
গঙ্গায়ানাতিদূরেঽস্মিন্ প্রদেশে বহুধান্যকে।

বসন্তু বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ ॥
উপায়তঃ কালতশ্চ বিবাদে শিথিলে তদা।
যদীচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবং ॥

*　　　*

নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতিদ্বিজা।
রাঢ়ায়াং বহুধাখ্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ ॥
নিবাসঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ।
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ ॥
তেজস্বিনো গুণবতোদাপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্ ॥
পুত্রা যে পূর্ব্বপক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ ॥
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ।
নোভুক্তং ন গৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ ॥
ততোঽবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্নৃপায়মুপলক্ষিতাঃ ॥
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ ॥
বাচো নিশম্য নৃপতেরুচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ ॥
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহুঃ রাজধানীসমীপতঃ।
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ ॥
গ্রামাং স্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্।

ততস্তে ন্যবসং স্তত্র পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ ॥
বৈমাত্রভ্রাতরস্তেষাং রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
মাতুলাশ্রয়বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ ॥
মাতুলৈরুপনীতাস্তু ছান্দোগা অভবংস্তথা।
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজ নমস্কৃতাঃ ॥
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ।
সাপত্ন্যবিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্র বাসো নচ ভক্ষ্যভোজ্যং।
বিভাগমাসাদ্যতথা বিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভিব্রহ্মসুতা যথর্ষয়ঃ ॥”

অর্থাৎ পঞ্চ “ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা মগধদেশের মধ্য দিয়া গৌড়রাজ্যে আসিয়াছিলেন এবং আদিশূর নৃপতির যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে চাহ, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর। দেশীয় ব্রাহ্মণগণের এইবাক্য শুনিয়া ভট্টনারায়ণ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, আমরা বেদবেদাঙ্গবেত্তা আমাদিগকে পাপস্পর্শ করে নাই, আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিব না। ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। কান্যকুব্জাধিপতি, যিনি ব্রাহ্মণগণকে গৌড়ে পাঠাইয়া দেন, ব্রাহ্মণগণের বিবাদ হেতু, তিনি কিছুই মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহাতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপূর্ব্বক পুনরায় গৌড়দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। প্রাতঃসূর্য্য-সন্নিভ অথচ তমোদুঃখার্ত্ত এবং বিনা আহ্বানে আগত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি বিপ্রগণকে অবলোকন করিয়া গৌড়াধিপতি আদিশূর মঙ্গল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যবশতই আপনাদের পুনরাগমন হইয়াছে। কিজন্য আপনাদের পুনরাগমন হইল তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, হে রাজন! আপনার যজ্ঞের নিমিত্ত আগমন করাতে, এখন আমরা স্বদেশে বাস

করিতে অশক্ত হইয়াছি। কান্যকুব্জাধিপতি, যিনি আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করেন, তিনিও ব্রাহ্মণকণ্টক জ্ঞান করিয়া কিছুই করিলেন না; ইহা বলিয়াই তাঁহারা দেশের ঘটনা সকল বর্ণন করিলেন। আদিশূর কহিলেন, আপনারা সম্প্রতি পথশ্রান্তি দূর করুন, পরে যাহা সদুপায় হইবে মন্ত্রণা করিয়া নিবেদন করিব। অনন্তর আদিশূর মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, আপনারা পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলেন তখনই আমার কুল পবিত্র হইয়াছে। আমার ইচ্ছা এই যে, আপনাদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করি এবং বেদাধ্যয়ন দ্বারা দেশকে পবিত্র করি। অতএব গঙ্গার অনতিদূরে বহুধান্যযুক্ত দেশে আপনারা বসতি করুন। কালক্রমে অথবা উপায়ক্রমে বিবাদ শিথিল হইলে, আপনারা যথেচ্ছ স্বদেশে যাইবেন। আদিশূরের এই অর্থযুক্ত কথা ব্রাহ্মণগণের মনোনীত হওয়াতে তাঁহারা গৌড়দেশে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে আদিশূর বিবেচনা করিলেন, রাঢ়দেশবাসী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা যদি ইঁহাদিগকে কন্যাদান করেন, তাহা হইলে ইঁহারা আর স্বদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইবেন না। তাহার পর সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে নৃপাজ্ঞাবশতঃ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহাদের ঔরসে সাতশতী কন্যার গর্ব্ভে পুত্র কন্যা জন্মিল। কালক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির মৃত্যু হইলে, কান্যকুব্জ-দেশবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্রেরা তাঁহাদের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন; কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের দানগ্রহণ কি অন্নভোজন না করাতে তথাবিধ অপমানিত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির সন্তানেরা অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রী পুত্র সহিত গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর নৃপতি আগত বিপ্রবৃন্দকে রাঢ়দেশে বসতি করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ়দেশে বসতি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন; তাহাতে গৌড়াধিপতি কহিলেন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বারেন্দ্রাখ্য দেশে (রাজসাহী বিভাগের একটী প্রদেশ) বসতি করুন;

তথায় শস্যপূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করিব। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র দেশে বসতি করিলেন।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণে ধৃত বারেন্দ্র কুল-পঞ্জিকা, ৫২—৫৭পৃষ্ঠা।

এদিকে আদিশূরের পুত্রেষ্টিযজ্ঞের কথা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, আদিশূর কান্যকুব্জের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন। দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞান-বিমূঢ়তা নিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায়, রাজ্ঞীর অনুরোধক্রমে আদিশূর স্বীয় শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক ব্রত সম্পন্ন করেন ;—

নাম্নী চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা।
সৎপুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জবসতেঃ কন্যাচ পুণ্যার্থিনী॥
পত্নী গাঢ়তম প্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ।
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রোরজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্য কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ত বেদং পূরয়তেদং মন্দ্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
বরুণাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনীদেবাঃ॥

বিপ্রাঃ উচুঃ।

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদানীং দ্বিজাস্তোস্তবোন শ্রুতোগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতিযোষা বচনমবোচৎ বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ।

বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

আবার রাঢ়ীয় ঠাকুর বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক বলেন যে, আদিশূর, মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতির সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

অহং ক্ষেত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাদ্ব্রতযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞ নিষ্পন্নতাং কুরু॥

কেহ বলেন, গৌড়দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে, কেহ কহেন আদিশূর আপন স্ত্রীর ব্রত নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। (১৮৫৭।২০শে মার্চের এডুকেশন গেজেট)।

বৈদ্য কুলজীমতে আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, এবং পুত্রোৎপাদনার্থ যজ্ঞ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্র স্বকৃত কুলরাম গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আদিশূর কাশীর অধিপতির নিকট হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। কাশীর রাজা ব্রাহ্মণ দিতে অস্বীকার করাতে আদিশূর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩৯ পৃষ্ঠা।

পাঠকগণ দেখুন, এক ব্রাহ্মণ আনয়ন লইয়া কতপ্রকার গল্প চলিয়াছে। ইহার কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা, কিছুই নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

নুলোপঞ্চাননের উক্তিতে সাতশতীগণের প্রত্যুক্তিতে প্রকাশ আছে যে কান্যকুব্জীয়গণ আদিশূরের যজ্ঞ করিয়া পতিত হন :—

"গৌড়দেশে যজ্ঞ করে হইল অধোগতি।
কান্যকুব্জ ঠেলে ফেলে তোলে সাতশতী॥
আদিশূর যজ্ঞে হল অযাজ্য যাজন।
সাতশতী হ'তে দোষ হইল মার্জ্জন॥"

(১৩০৫ সালের ৩রা বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে কুলশাস্ত্র প্রবন্ধধৃত।)

নিস্তেজ সাতশতীগণ কিরূপ স্পর্দ্ধার সহিত প্রত্যুত্তর করিয়াছেন, পাঠকগণ! মনোযোগের সহিত পাঠ করুন; তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, আদিশূরের যাজন করিয়া কান্যকুব্জীয় পঞ্চগোত্রীয় ভট্টনারায়ণাদির কি দুর্দ্দশাই না হইয়াছিল? দেশে স্থান পাইলেন না, কান্যকুব্জাধিপতিও কিছুই করিতে পারিলেন না, শেষে বঙ্গদেশের সাতশতীর কন্যা গ্রহণ করিয়া সংসারলীলার শেষ করিতে হইল। তাঁহাদের জীবনলীলার শেষ হইলেও তাঁহাদের শ্রাদ্ধকার্য্যে তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণ কিছুমাত্র সাহায্য করেন নাই, বরং পুত্রগণকেও পতিত জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিলেন। অগত্যা তাঁহারা বঙ্গদেশে আসিয়া আদিশূরের কৃপায় বারেন্দ্রদেশে বসতি করিয়া বারেন্দ্র আখ্যায় পরিচিত হইলেন।

সাতশতীগণ যখন আদিশূরকে অযাজ্য বলিতে সাহসী হইয়াছিলেন, তখন "পরাশর"গণ যে আদিশূরের পৌরোহিত্য অস্বীকার করিবেন, ইহা আশ্চর্য্য নহে। কারণ পরাশরগণ সাতশতী অপেক্ষা তেজস্বী ও মর্য্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। আনুপৌর্ব্বিক ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে সকলকেই এই মত সমর্থন করিতে হইবে। "অম্বষ্ঠ-দর্পণ"-প্রণেতা এই সমস্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া লিখিয়াছেন :—

"কৈবর্ত্তজাতি আবহমান কাল অবধি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজিত হইয়া আসিতেছেন। দাসের ব্রাহ্মণ অন্ত্যজাতির যাজন করিতেন না, এমন কি

অম্বষ্ঠ (বৈদ্য) জাতি সমগ্র দেশের উপর প্রভুত্ব করিলেও দাসের ব্রাহ্মণ অজানিত অপরিজ্ঞাত বৈদ্য জাতির যাজন করিতে অসম্মত হন।"

(অম্বষ্ঠদর্পণ ৭৮।৭৯ পৃষ্ঠা।)

পরাশরগণ যে সপ্তশতী অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ—"সাতশতীগণ কনৌজ-সংঘর্ষে একবারে অন্তর্হিত হইয়াছেন। কেহ বা আত্মগোপন করিয়া নূতন বারেন্দ্ররূপেকল্পিত হইয়াছেন; কেহ বা রাঢ়ী-শ্রেণীর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন; কেহ গাঁই ছাপাইয়া বৈদিক দলে মিশিয়াছেন"। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ৫১ পৃষ্ঠা ও ২৪১ পৃষ্ঠা।)

আবার কেহ মুলো পঞ্চাননের সময় "অন্ত্যজ যাজক" রূপে গণ্য হইয়াছেন মাত্র—"সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটি"।

(গোষ্ঠিকথা—মুলোপঞ্চানন।)

"পরাশরগণ" আজিও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া "সংকীর্ণ ক্ষত্রিয়" মাহিষ্যযাজনে ব্রতী আছেন। যাঁহারা দুর্ব্বল, তাঁহারাই প্রবলের সংঘর্ষে বিলীন হয়। সবলগণ আত্মরক্ষা করিতে পারেন। পরাশরগণ সবল ছিলেন ব'লয়া অদ্যাপি জীবন্মৃত হইয়াও অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন; সাতশতীগণের আর খোঁজ-খবরও নাই। নিজেরা প্রবল ও প্রবল মাহিষ্য জাতির যাজক বলিয়াই পরাশরগণ আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং উদরান্নের জন্য কোন অন্ত্যজযাজনে প্রবৃত্ত হন নাই।

যাহা হউক, কান্যকুব্জীয়গণ সাতশতী ও পরাশরদিগকে বেদানভিজ্ঞ দেখিয়া, অথবা আদিশূরের পৌরাহিত্য অস্বীকার করাতেই হউক, ঘৃণা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, উভয় দলের মধ্যে যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিবাদ হেতু দুইটী দলের মধ্যে কনৌজদলের প্রাধান্য অনিবার্য্য। কারণ, এই দলে রাজা রাজ-কর্ম্মচারিকায়স্থগণ থাকিলেন; পরে নবশাখগণও আসিয়া যোগ দিলেন; কাজেই নবাগত কনৌজগণ সমাজের নেতা ও পরিচালক হইয়া দাঁড়াই-

লেন। সাতশতী ও পরাশর নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন। কান্যকুব্জীয়গণ এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া চলিতে লাগিলেন। এই ঘৃণা ও বিবাদ হইতে পরবর্ত্তী কল্পনাপটু গল্পপ্রিয় লোক সকল নানা প্রকার কুৎসিত গল্প প্রচারপূর্ব্বক এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন।

কিন্তু—"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং
ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং
যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং
কস্তস্য কুর্য্যাৎ বচনং প্রমাণং।—প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং।

তাই স্বর্গ বড়ই দুঃখের সহিত নিতান্ত অভিমানে কবির ভাষায় কহিয়াছেন—

অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং, ন দুঃখং লৌহতাড়নে
ইদমেব মহাদুঃখং গুঞ্জয়া সহতোলনং।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দিগের পণ্ডিতরত্নী সম্প্রদায়ের কুলীন সর্ব্বপ্রকারে পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ফুলিয়া খড়দহ প্রভৃতি প্রধান চারিমেল হইতেই এই শ্রেণীর কুলীনেরা বাহির হইয়াছেন। পরিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মেলের কুলীনগণ পরস্পরের ছিদ্র অনুসন্ধান করিয়া সমাজে পরস্পরকে খাট করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতরত্নী থাককে নীচ প্রতিপন্ন করিবার জন্য একটী জঘন্য প্রবাদ রটাইলেন যে, কামদেব পণ্ডিত একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন, আর রত্নী নামে কোন নারী উপপত্নী ছিল। রত্নীর গর্ভজাত সন্তান, মহারথী কুলীন পণ্ডিত ঠাকুরের খাতিরে কুলীন হইয়া পড়িলেন। তাহাতেই পণ্ডিতরত্নী নাম হইয়াছে। এরূপ জঘন্য কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। আজকাল সমাজের বড় দুরবস্থা বলিয়াই কোন কোন মহাপাতকী এই কুৎসিত গল্প শুনিবার সময়ে কাণে হাত দেয় না। ব্রহ্মর্ষি কামদেব পণ্ডিত জিতেন্দ্রিয় পুরুষ।

ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে এরূপ জঘন্য কথা মুখে আনিলেও পাপ হয়। পাপিষ্ঠেরা যখন ইঁহাদিগকে ছাড়ে নাই, তখন মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে অতি জঘন্য প্রবাদে অপদস্থ করিবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?

গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পূর্ব্ববঙ্গে "পরাশর", মধ্যবঙ্গে "গৌড়াদ্য বৈদিক", পশ্চিম বঙ্গে "দ্রাবিড়", দক্ষিণ বঙ্গে "ব্যাসোক্ত" নামে পরিচিত। বিরুদ্ধবাদিগণ "ব্যাসোক্ত" শব্দের অসঙ্গত ব্যাখ্যা করিয়া এই পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজকে অশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন ; কিন্তু ন্যায়চক্ষে শাস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহাদিগের অযথা ভ্রান্তি দূর হইবে। 'পুরাকালে যাঁহারা বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে ভারতে পূজিত ও প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্যাস ব্রাহ্মণ।

> কলস্বর সমাযুক্তং রসভাব সমন্বিতং।
> বুধ্যমানঃ সদর্থং বৈ গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশোনৃপ ॥
> ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থঞ্চার্পয়েন্নৃপ।
> য এবং বাচয়েদ্ ব্রহ্মণ স বিপ্র ব্যাস উচ্যতে ॥

সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ১২৮ পৃঃ।

অর্থাৎ যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা ও বিভাগ করেন, রাজসভায় মধুর স্বরে শাস্ত্র গীত করেন এবং শাস্ত্রীয়-বিষয়-সমন্বিত গ্রন্থ সমূহের সদর্থ করেন তাঁহারাই ব্যাস ইতি উক্ত অর্থাৎ "ব্যাসোক্ত" ব্রাহ্মণ। এরূপ অত্যুত্তম সদর্থ পবিত্র বিশেষণ পদ অধুনা নিন্দুকের অপবিত্র জিহ্বায় কলঙ্কিত হইয়া অপবাদরূপে পরিণত হইতেছে।

আবার কেহ বলেন যে ঐ শব্দ "ব্যাসোক্ত" নহে "ব্যাসক্ত"।

বি—বিরুদ্ধ কর্ম্মণি + আসক্ত=ব্যাসক্ত। ব্রাহ্মণের পক্ষে বিরুদ্ধ কর্ম্ম কি ? না,—শূদ্র যাজন ; যথা—

> ন শূদ্রং যাজয়েৎ বিপ্রো ন কুর্য্যাৎ তৎপ্রতিগ্রহম্
> যদি লোভাৎ প্রকুর্ব্বীত স ব্যাসক্ত।দ্বজোভবেৎ। ব্যাসবাক্য।

অর্থাৎ কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রযাজন করিবেন না ও তাহার দান গ্রহণ করিবেন না। যদি কেহ লোভপ্রযুক্ত করেন, তবে তিনি "ব্যাসক্ত" হই-বেন। অতএব নবশাখযাজী কি ব্যাসক্ত নহেন? পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে—

"অব্রাহ্মণস্তু ষট্‌প্রোক্তাঋষিণা তত্ত্ববেদিনা
আদ্যো রাজভৃতস্তেষাং দ্বিতীয়ঃ ক্রয়বিক্রয়ী
তৃতীয়ো বহুযাজীস্যাং চতুর্থো গ্রামযাজকঃ
পঞ্চমস্তু ভৃতস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ।
অনাগত্যাস্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।

শাতাতপ সংহিতায়াং।

(১ম) রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারী, (২য়) ক্রয়-বিক্রয়-কারী, (৩য়) বহুযাজী, (৪র্থ) গ্রামযাজী, (৫ম) নিযুক্ত নগর বা গ্রাম শাসিতা, (৬ষ্ঠ) ত্রিসন্ধ্যা-রহিত, এই ছয় ব্রাহ্মণ—অব্রাহ্মণ।

বড়ই আক্ষেপের বিষয়, এই সমস্ত প্রমাণ সত্ত্বেও মূঢ়ব্যক্তিগণ ব্যাসোক্ত নাম শুনিলেই কর্ণে হস্তক্ষেপ করিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এরূপ ভ্রমপূর্ণ ঘৃণা আজকালের দিনে শিক্ষিত লোকের মধ্যে থাকিতে পারে না; কারণ শাস্ত্ররূপ রবিরশ্মি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া ভ্রমান্ধকার দূর করতঃ সত্যের জয় ঘোষণা করিয়া দেয়। বৈশ্যবর্ণান্তর্গত কৃষিজীবি-মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি উক্ত মাহিষ্য ছাড়া অনাচারী বা বহুজাতির যাজন করেন না। অম্বষ্ঠদর্পণ-প্রণেতা লিখিয়াছেন যে,—

"এমন কি বৈদ্যজাতি সমগ্র বঙ্গদেশের উপর প্রভুত্ব লাভ করিলেও উক্ত ব্রাহ্মণগণ অজানিত অপরিচিত বৈদ্যজাতির পৌরোহিত্য করিতে অসম্মত হন, সুতরাং আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি পুরোহিতবিহীন ছিলেন। তখন আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া কান্যকুব্জ

হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে অযাজ্যজাতির যাজন করিয়া পতিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করেন। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবং অদ্যাবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন। ইঁহারাই কুলীন শ্রোত্রীয় ও গৌণ নামে খ্যাত। এই পতিত ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য ও কায়স্থের পুরোহিত বা যাজক।"

"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্যান্ত এই পতিত ব্রাহ্মণদিগকে কন্যা দান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব ত্যাগ করিয়া বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গদেশে মাত্র শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।" —অম্বষ্ঠ দর্পণ।

পাঠক মহাশয়! উপরের উক্তি আমার কথা নহে। বৈদ্য-কুলাবতংস অম্বষ্ঠ-দর্পণ-প্রণেতা জ্বলন্ত অক্ষরে ঐ সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বিচার করিয়া বলুন, মাহিষ্য-যাজী পতিত কি নবশাখ-যাজী পতিত?

ফলতঃ পরাশরগণ স্বভাবে থাকিয়াই অপদস্থ হইতেছেন, ইহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণগণ পরাশর ব্রাহ্মণের সহিত মেলামেশা করেন নাই; পক্ষান্তরে পরাশর ব্রাহ্মণগণও কান্যকুব্জীয়দিগের সহিত মেশেন নাই। কনোজব্রাহ্মণের জিদ্ বজায় রহিয়াছে; পরাশরগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া তাঁহাদের বিদ্বেষ্টার জলপান আরম্ভ করিয়াছেন। কনোজ-ব্রাহ্মণদিগের দেখাদেখি তাঁহাদের আধুনিক যাজ্যজাতিগণ স্থানে স্থানে এই বিবাদে যোগ দিতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে গৌড়াদ্য বৈদিকগণ পাতিত্যভয়ে সেনরাজগণের পৌরোহিত্য স্বীকার করেন নাই, আজি তাঁহারাই পতিত হইতে বসিয়াছেন। অহো! কালমাহাত্ম্য!!

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত নহেন।

মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, তাহা নিম্নলিখিত কতিপয় ঘটনা পাঠ করিলেই সম্যক্ অবগত হওয়া যাইবে।

১। হুগলি-জেলা প্রসিদ্ধ বাবা ৺তারকনাথের মঠের অধীন অনেক ক্ষুদ্রতর মঠ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে সন্তোষপুরের ৺বিশালাক্ষী ও দশভুজা দেবীর বিগ্রহের সেবক মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ। তাঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষানুক্রমে দেবীর সেবাকার্য্য চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের হস্তে প্রস্তুত ও নিবেদিত প্রসাদান্ন গিরিপুরী ভারতী দশনামী মোহান্তগণ এবং সাধারণ সর্ব্বজাতিতে অম্লানবদনে গ্রহণ করিতেছেন। সম্প্রদায়বিশেষের প্ররোচনায় বর্ত্তমান মোহান্ত শ্রীহরিশচন্দ্রপুরী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণহস্তে প্রস্তুত এবং তাঁহার নিবেদিত প্রসাদান্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পরে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইলে জগন্মাতার স্বপ্নাদেশে পুনর্ব্বার প্রসাদগ্রহণ করাতে ব্যাধিমুক্ত হইয়াছেন।

২। হাওড়া জেলার আমতা থানার সন্নিকট রসপুরগ্রামের জাগ্রত ৺গড়চণ্ডী মাতার সেবাইত গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। এই বিগ্রহ

স্থানীয় কায়স্থ রায়বংশীয় জমীদারগণের প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণের হস্তে প্রস্তুত প্রসাদান্ন কায়স্থগণ অম্লানবদনে গ্রহণ করিতেছেন। এমন কি, রায়বাবুদিগের বাটীতে যে কোন ক্রিয়া কার্য্যোপলক্ষে ৺গড়চণ্ডী মাতার সেবক ব্রাহ্মণগণের অনুমতি সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া কার্য্যে ব্রতী হন।

৩। জেলা রঙ্গপুর থানার সাদুল্ল্যাপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমীদার শ্রীযুক্ত রাজা শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী মহোদয়ের নাম বিশিষ্ট ভদ্রসমাজে পরিচিত। স্মরণাতীত কালে এই জমীদার মহাশয়ের এক পূর্ব্বপুরুষ গৌড়াদ্য-বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণ ৺বলরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় দ্বারা একটী কালীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। সেই বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। বাগটী গ্রাম নিবাসী মাহিষ্যযাজী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ও শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা অদ্যাপি উক্ত দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত জমীদার মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, গৌড়াদ্য বৈদিক সেবক ব্রাহ্মণ প্রাগুক্ত জমীদার মহোদয়ের নামেই পূজার সময় সংকল্প করিয়া তাঁহার পৌরোহিত্য করিতেছেন।

৪। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত সতীরহাট নামক গ্রামে ৺সিদ্ধেশ্বরী নাম্নী জাগ্রত দেবী বিদ্যমান আছেন। বলিহারের মহারাজ ঐ দেবীর সেবাইত। পুরুষানুক্রমে ঐ দেবীর অর্চ্চনা ও ভোগাদির জন্য মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ নিযুক্ত আছেন, সকল জাতি এবং স্বয়ং মহারাজ ঐ দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কোন সময় রাজবাটীর অন্যান্য ব্রাহ্মণের উত্তেজনায় মহারাজ কৃষ্ণেন্দ্র রায়বাহাদুর মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে অপসারিত করেন। তৎপরে জগন্মাতা রাজা বাহাদুরকে স্বপ্নাদেশ করেন,—"রে বৃথা-জাত্যাভিমানী কৃষ্ণেন্দ্র, তুই আমাকে দুই দিন উপবাসী রাখিয়াছিস্ অন্যের প্রদত্ত পূজা ও ভোগে আমার অর্চ্চনা ও ভোগ হয় না।" তদবধি মহারাজা অনুতপ্ত হইয়া পূর্ব্বব্রাহ্মণকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

৫। হাওড়া জেলার অন্তর্গত সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত আন্দুলের সন্নিকট দুল্লে গ্রামে গ্রন্থকারের বাস। এই দুল্লে গ্রামের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া পুণ্যতোয়া ৺সরস্বতী নদী প্রবাহিত। কালের কঠোর তাড়নে সরস্বতী এক্ষণে ক্ষীণ কায়ায় পরিণত হইয়াছেন। সরস্বতীর পবিত্রতীরে দুল্লেগ্রামে এক জাগ্রত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। গ্রন্থকারের পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে এই দেবতার সেবক রহিয়াছেন। কত শত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণের শান্তি স্বস্ত্যয়ন এই দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। কত শত ভদ্রবংশীয়া কুলনারীগণ বাবার নিকট ধর্ণা দিয়া নিরম্বু উপবাসে ৩।৪।৫।৬ দিন পর্য্যন্ত থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতেছেন। এই সকল ভক্তবৃন্দের মনোভিলাষ পূরণ কামনায় এই দীন ব্রাহ্মণের দ্বারাই বাবার পূজা অর্চ্চনা হইতেছে। কত শত ভক্তবৃন্দ অভিলষিত বর প্রাপ্তে ব্যাধিমুক্ত হইয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতেছে।

এইরূপ বহুল ঘটনা দ্বারা গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যতেজের জ্বলন্ত প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত করিলাম না।

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মহারাজা রাজা, ও জমীদারগণের নিকট হইতে যে ব্রহ্মোত্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কতিপয় বিবরণ প্রদত্ত হইল। শাস্ত্রীয় বিধি ও ফলশ্রুতি অনুসারে এতদ্দেশীয় মহারাজা রাজা যাঁহারা জাত্যংশে মাহিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নাটোরের ব্রাহ্মণ রাজা, মহিষাদলের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ রাজা, বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মহারাজ, মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমীদারগণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় রাজগণ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দ্বারা পূজা করিয়াছেন; তাঁহারা পতিত হইলে কখনই এইরূপ সম্মান ও পূজা পাইবার অধিকারী হইতেন না।

১। নাটোরের মহারাণী ভবানী দেবী সাকোয়ানিবাসী রামহরি চক্রবর্ত্তীকে নিষ্কর জমি দান করিয়া পূজা করিয়াছেন। এইরূপে সাকিম সাতল্লাপুর, পাবনার যুগলকৃষ্ণ অধিকারী, মহারাণীর নিকট হইতে ৫৫/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বড়দহ সাকিমের জয়-কৃষ্ণ দেবশর্ম্মা পণ্ডিত মহাশয় ১১৫০ সালে কালেক্টরী মোহর সহি ১২০৮ সালে ৩১৷৷০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়া মহারাণী কর্ত্তৃক প্রতিপূজ্য হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত জগাইপুরনিবাসী হারাধন ও মণিরাম দেবশর্ম্মা, সুবরাজপুরনিবাসী গৌরাঙ্গ মজুমদার, আঙ্গাবদহনিবাসী মুক্তারাম দেবশর্ম্মা প্রভৃতি অনেক মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ উক্ত মহারাণীর নিকট হইতে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। লোকনাথপুর (নদীয়া) নিবাসী ৺হারাণ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নাটোরাধিপতি মহারাজা রামজীবনের নিকট ১৬/০ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হয়েন। এক্ষণে হারাণচন্দ্রের বংশধর শ্রীযুক্ত দীননাথ চক্রবর্ত্তী (সম্পাদক—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সমিতি) দখলীকার আছেন।

২। নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র রায় পারকুল্লানিবাসী আত্মারাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ৫৫/০, রাজাপুরনিবাসী গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহা-শয়কে ৬১৷৷০ বিঘা, জগাইপুর নিবাসী রামদুলাল চৌধুরী মহাশয়কে ৩২/০ বিঘা, সমুদ্রীয়ানিবাসী রাম রাম উকিল মহাশয়কে ৫২/০ বিঘা, সুলতান-পুরনিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়কে ৩০/০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া বিশেষ সম্মানিত করিয়াছিলেন। এইরূপে আরও কত গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক, প্রতিপূজ্য হইয়াছিলেন।

৩। হাওড়া জেলায় পাঁচলা থানার অধীন গোন্দলপাড়ার হংসঋষি-গোত্রসম্ভূত প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণের পূর্ব্বপুরুষ বর্দ্ধমানের মহারাজ কর্ত্তৃক বিশেষ প্রতিপূজ্য হইয়া, বহুতর নিষ্কর জমি দান প্রাপ্ত হইয়া-

ছিলেন। এখনও উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এই সমস্ত জমি ভোগ করিতেছেন।

৪। হুগলী জেলায় সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বলরামবাটী গ্রামনিবাসী রঘুঋষি-গোত্রসম্ভূত ৺শক্তিচরণ বেদান্তবাগীশ ও ৺কার্ত্তিকচন্দ্র তর্কবাগীশ ভ্রাতৃদ্বয় বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজা ৺কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের সভাপণ্ডিত পদে নিযুক্ত ছিলেন; ইঁহারা বিদ্যা ও প্রতিভাবলে প্রতিপূজ্য হইয়া উক্ত মহারাজের নিকট ৭৫/০ বিঘা নিষ্কর ভূমি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ত্তমান তায়দাদ নং ২০৬৮৫। উক্ত বংশে ৺বেচারাম বিদ্যালঙ্কার, ৺তিলকরাম বিদ্যালঙ্কার, ৺তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ, ৺ভোলানাথ সর্ব্বভৌম ৺ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি মহাশয়, কলিকাতা জানবাজারস্থ ভূম্যধিকারিণী পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ভিন্ন সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণদিগের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রীয় তর্ক বিতর্কের পর বিদ্যাবলে প্রতিপূজ্য হইয়া উক্ত রাণীর জামাতা মহামান্য ৺মথুরানাথ বিশ্বাস মহাশয় কর্ত্তৃক আচার্য্য পদে বৃত হইয়া, যথেষ্ট সম্মানিত ও প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন এবং ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ হোতৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র মাননীয় পূজ্যপদ মদীয় নিকট-আত্মীয় ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, মহোদয়গণ অদ্যাবধি উক্ত নিষ্কর সম্পত্তির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

৫। হুগলি জেলার অন্তর্গত থানা আমতার অধীন খোশালপুর গ্রামনিবাসী কর্ণঋষি গোত্র সম্ভূত ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় মহিষাদলের কনোজ ব্রাহ্মণরাজ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া ১০০ শতাধিক বিঘা নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজ উক্ত

বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে যথেষ্ট নিষ্কর জমি দান করিয়াছিলেন। গ্রন্থকারের জ্যেষ্ঠতাত-পুত্রদ্বয় শ্রীযুক্ত নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হরনারায়ণ চক্রবর্ত্তী উক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পৌত্র ৺শম্ভুচরণ দেবশর্ম্মা মহাশয়ের দৌহিত্র বিধায় ঐ সকল নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন। মৌদ্গল্য গোত্রসম্ভূত প্রসিদ্ধ ৺রামজীবন সার্ব্বভৌম গড়ভবানীপুরের বিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বিস্তর নিষ্কর জমি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৬। ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর ৺কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় মুসলমান নবাবী আমলে মুড়াগাছা পরগণায় স্বাধীন রাজার ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন, বন জঙ্গল কাটাইয়া বহুতর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন; এখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেক দেবমন্দির এ প্রদেশে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তিনি বহুতর দেবোত্তর ব্রহ্মোত্তর জমি দান করিয়া দেব সেবার ও ব্রাহ্মণ্যরক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালে ১১৯১ সালে (১৭৯৮ খৃঃ অব্দঃ) যখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বংশধরের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তখন গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমির তালিকা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মোত্তর ভূমির অধিকাংশই গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে দান করা হইয়াছিল। নহিষ-গোঠের কাশ্যপগোত্রীয় পণ্ডিতপ্রবর ৺মহাদেব ভট্টাচার্য্য উত্থাসনী মহাশয়কে তিনি যথেষ্ঠ ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশধর উত্থাসনী শ্রীযুক্ত হীরালাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল চক্রবর্ত্তী এক্ষণে ডায়মণ্ডহারবারের নিকট পার্ব্বতিপুর গ্রামে এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী উত্থাসনী চক্রবর্ত্তী আমিড়াগ্রামে, শ্রীযুক্ত তারাপদ চক্রবর্ত্তী বেনাপুর গ্রামে, ও শ্রীযুক্তরমানাথ চক্রবর্ত্তী সরিষাগ্রামে বাস করিতেছেন। কলিকাতা বহুবাজারস্থিত ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠাতা এবং "শিল্প ও সাহিত্য"

সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার বংশগৌরব উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন। ৺কেশবচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সুযোগ্য বংশধর শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত রায় চৌধুরী জমিদার কলিকাতা ভবানিপুরে বাস করিতেছেন।

৭। হুগলী জেলার অন্তর্গত অনন্তরামপুর গ্রামে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহামহোপাধ্যায় গৌরীচন্দ্র বংশের উজ্জ্বলতম শাখাসম্ভূত ৺রূপনারায়ণ বিদ্যাভূষণের পৌত্র ও ৺রামকল্প বাচস্পতির পুত্র ৺কার্ত্তিকচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজকর্ত্তৃক ইঁহারা বিশেষরূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন এবং শতাধিক বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরীচন্দ্র বংশের কৌস্তুভমণি স্বরূপ এই ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্রদ্বয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর ভবতারণ ন্যায়পঞ্চানন স্মৃতিরত্ন চক্রবর্ত্তী ও পণ্ডিত নিত্যতারণ স্মৃতিরত্ন; নিত্যতারণ স্মৃতিরত্নের পুত্র প্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা এখনও উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন।

৮। নাটোরের ব্রাহ্মণরাজবংশসম্ভূতা রাণী সত্যবতী রঙ্গপুর জেলার বাকৃচি গ্রামবাসী ৺দধিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে উক্ত জেলার বাহারবন্দ পরগণার অন্তর্গত খোলাহাটী গ্রামে ১০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। এই সংবাদ খোলাহাটীর জমিদার শ্রীযুক্ত ফটিকচন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-ডাইরেক্টরী হইতে সঙ্কলিত।

৯। মহাত্মা রাজা সীতারাম রায় জেলা যশোহরের অন্তর্গত কালীয়া গ্রামনিবাসী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ১২০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসে যে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার তৌজী নম্বর ১৬৫২৭। দলিল খানি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট হওয়ায় তারিখ দিতে পারা গেল না। মহাত্মা রাজা রামজীবন রায় উক্ত গ্রামের অধিবাসী ৺রামচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে

ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার সাবেক নম্বর ১৫৫৫৫। কালেক্টারী তৌজী নম্বর ৮৪৭৪। মহাত্মা রাজা সীতারামের নিকট ইনি ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার কালেক্টরী হাল নং ৯০৮১। ইহাদের বংশধর শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত আদিত্যচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয়েরা অদ্যাপি উক্ত ব্রহ্মোত্তর ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন। যশোহর—কালীয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়-প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-ডাইরেক্টরী হইতে এই বিবরণ সঙ্কলিত হইল।

১০। নবদ্বীপের সুবিখ্যাত মহারাজা খাঁটুরা গ্রামে ৺শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ২০০ শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। তদীয় বংশধরগণ এক্ষণে দুই বিঘা মাত্র ভোগ দখল করিতেছেন। প্রাগুক্ত মহারাজা উক্ত গ্রামে ৺পদ্মলোচন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৬০/ ষাট বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন। নিধিরপোতা গ্রামে "নিধিরপোতার প্রসিদ্ধ দিঘী" অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা শিবচন্দ্র এই সুবিশাল সরোবরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে স্বর্গীয় মহাত্মা শিবচন্দ্র নাইকুড়া ডহরপোতানিবাসী মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় দ্বীপচাঁদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে যে ভূমি দান করিয়াছেন, তাহার পরিমাণ সামান্য নহে। এক ঘোড়ার দৌড়ের পরিমাণ যত হইয়াছিল, উক্ত ভূমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পরিমাণ তাহাই। যশোহর মালবেড়িয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ বিশ্বাস মহোদয় প্রেরিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতে এই সংবাদ সঙ্কলিত হইল।

আরও কত শত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ মহোদয় বর্দ্ধমানের মহারাজ কর্ত্তৃক এইরূপে বহুতর নিষ্কর জমি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ এত ব্রহ্মোত্তর জমি দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তাহার সমূহ

তালিকা প্রদান করিলে এইরূপ আর একখানি পুস্তকের কলেবর পূর্ণ হইয়া যায়। বাহুল্যভয়ে সমস্তগুলি উদ্ধৃত হইল না।

মদীয় শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত আনন্দগোপাল কণ্ঠাভরণের পূজনীয় মাতৃ-দেবীর নিকট শুনিয়াছি যে, জগৎবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত কলিকাতা—ইটালিনিবাসী আনন্দবাবুর পিতা ৺যদুগোপাল কণ্ঠাভরণ মহাশয় বিশেষ পরিচিত ছিলেন। যদুগোপাল বাবুর বাস্তু-ভিটা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাস্তু-ভিটা একত্রে ছিল এবং উভয়ে তুল্য-অংশে ভোগ করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সমাজপতিকে কন্যা দান করিয়া উক্ত বাস্তুভিটা জামাতাকে অর্পণ করেন। এক্ষণে উহা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র "সাহিত্য" সম্পাদক স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ভোগ করিতেছেন। যদিও সুরেশ বাবু এক্ষণে ঐ ভিটায় বাস করেন নাই, তথাপি সময়ে সময়ে আসিয়া খাজনা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরিবারবর্গ গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণবংশকে কখনও ঘৃণা করেন নাই, বরং অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। এমন কি পূজনীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গুণবতী পত্নী আনন্দবাবুদের বাটীতে আসিয়া আনন্দ বাবুর মাতার হস্ত হইতে অন্নের পাত্র কাড়িয়া লইয়া অন্ন পরিবেশন করিয়াছেন। সে যুগ যেন চলিয়া গিয়াছে, এখন বাঙ্গালীরা পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেছেন, আচার-ব্যবহারে অন্তরঙ্গকে বহিরঙ্গ করিতেছেন, সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত সাতুল্লাপুর থানার অধীন ব্রাহ্মণডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদার এবং বলি-হারের বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাজা এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের দ্বারাই শ্রীশ্রী৺ দেবীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহাদের বংশধরগণের নামে সঙ্কল্প করিয়া গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণ দেবীর পূজাকার্য্য সমাধা করিয়া

আসিতেছেন। এইরূপ নানাস্থানের বহুতর ঘটনা এই গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করিতেছে; বাহুল্য ভয়ে, সকল ঘটনা বিবৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। উপরে যে ঘটনা দুইটী উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা একটু তলাইয়া বুঝা আবশ্যক।

স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যবস্থা অনুসারে বঙ্গদেশীয় হিন্দুমাত্রেরই তাবৎ ক্রিয়াকলাপ সুসম্পন্ন হইতেছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণদ্বারৈব কর্ত্তব্যা"। অর্থাৎ দেবতার প্রতিষ্ঠা ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইবে। কালিকাপুরাণে দেবী স্বয়ং বলিয়াছেন :—

"কর্ত্তুমিচ্ছতি যঃ পুণ্যং মম মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠয়া,
অন্বেষণায়স্ত্বাচার্য্যাস্তেন লক্ষণসংযুত: ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পুণ্য অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করে, সেই ব্যক্তি লক্ষণযুক্ত আচার্য্যের অন্বেষণ করিবে। ব্রাহ্মণ আচার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদভাবে ক্ষত্রিয়, তদভাবে বৈশ্য, কিন্তু "কদাচিদপি শূদ্রস্তু নচার্য্যত্বমর্হতি" অর্থাৎ শূদ্র কদাপি আচার্য্যের কার্য্য করিবার যোগ্য নহে। শূদ্র সংস্পৃষ্ট দেবতার প্রণামের ফলশ্রুতি বৃহন্নারদীয় পুরাণে বর্ণিত আছে.—"নমেদ্ যঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টং লিঙ্গং বা হরিমেববা। স সর্ব্বযাতনা ভোগী যাবদাভূত-সংপ্লবম্ ॥"—শূদ্রসংস্পৃষ্ট দেবতাকে প্রণাম করিলে, যতকাল না প্রলয় হইতেছে ততকাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়। এই সকল শাস্ত্র-অনুশাসন সত্ত্বেও রঙ্গপুরের একজন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ জমিদার, বলিহারের ব্রাহ্মণ রাজা কি পতিত ব্রাহ্মণকে দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? এতদপেক্ষা চমৎকার কথা আর কি আছে! উক্ত স্বর্গীয় চক্রবর্ত্তী নীচাদপি নীচ জাতি হইলে কখনই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইতে পারিত

না। বিরুদ্ধবাদিগণ হয়ত বলিতে পারেন যে, উক্ত ব্রাহ্মণগণ যে নীচ-জাতীয় ছিলেন, তাহা ব্রাহ্মণডাঙ্গার বা বলিহারের রাজা জানিতেন না, তাহা জানিলে কখনই এইরূপ হইত না। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, উক্ত ব্রাহ্মণ জমিদার মহোদয় এবং তৎসময়ের তৎস্থানের কোন ব্যক্তি যে সমাচার অবগত ছিলেন না, আপনারা তাহা কোথায় অবগত হইলেন? অভিমন্যু মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে নাকি ধনুর্ব্বেদের দুই চারিটী মন্ত্র বা ব্যূহভেদ করিবার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ফেলিয়াছিলেন, ইহা একদিন বরং সম্ভবপর, কেননা তদীয় পিতা সে বিদ্যা জানিতেন; কিন্তু যাঁহারা বর্ত্তমানকালে প্রাগুক্ত তর্কব্যূহ রচনা করিতেছেন এবং যে বিদ্যার বলে এইরূপ কহিতেছেন, সে বিদ্যার আবির্ভাব কোথা হইতে হইল? উক্ত বিদ্যা ত তাঁহাদের পিতৃপুরুষ অবগত ছিলেন না; তাহা অবগত থাকিলে উল্লিখিত রাজা ও জমিদারপুঙ্গব সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিতেন। তিনি নীচ সংস্পৃষ্ট স্বীয় অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রণত হইয়া যত প্রকার যন্ত্রণা আছে, তাহা ভোগ করিতে কিছুতেই রাজি হইতেন না। "সর্ব্বযাতনাভোগী যাবদাভূত-সংপ্লবম্"—এই শাস্ত্রীয় অনুশাসন এখনও যেমন বর্ত্তমান আছে, তখনও সেইরূপ ছিল। অধিকন্তু বিশ্ব-নিন্দুক-দলের অস্তিত্ব ও প্রভাব এখনও যেমন, তখন তেমনই ছিল।

বিরুদ্ধবাদিগণ এস্থলে এরূপ আর একটি আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন, যে গৌড়াদ্য-বৈদিকগণ যে ব্রাহ্মণ তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাঁহারা যে পতিত ব্রাহ্মণ নহেন, তাহার প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছি যে, এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ যদি পতিত হইতেন, তাহা হইলে রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ রাজগণ ও জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্যের আশ্রমের গিরিপুরী, ভারতী প্রভৃতি দশনামী মোহান্তগণ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার পূজা অর্চ্চনা ভোগ রাগ করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, স্পর্শ করিতেও দিতেন না। কেননা পতিত ব্যক্তি যদি দেবদেবীর প্রতিমা

স্পর্শ করে, তবে শাস্ত্রে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিধি আছে। বৌধায়ন স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিতেছেন যে "দ্রব্যবংকৃতশৌচনাং দেবার্চ্চনাং ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠাপনমিতি"। আদিপুরাণে উক্ত হইয়াছে ;—

খণ্ডিতে স্ফুটিতে দগ্ধে ভ্রষ্টে স্থানবিবর্জ্জিতে।
যাগহীনে পশুপৃষ্ঠে পতিতে দুষ্টভূমিষু॥
অন্যমন্ত্রার্চ্চিতে চৈব পতিতস্পর্শ-দূষিতে।"

দেবতার মূর্ত্তি "পতিতস্পর্শ-দূষিত হইলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপনের ব্যবস্থা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, প্রাগুক্ত শাস্ত্রবচন সকল উদ্ধৃত করিয়া, এই বঙ্গ-দেশে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অতএব বিশুদ্ধ গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ কিছুতেই পতিত হইতে পারেন না। ইহাঁরা যেমন একদিকে অব্রাহ্মণ নহেন, অন্যদিকে পতিতও নহেন। বরং উল্লিখিত প্রমাণনিচয়ে তাঁহাদের সদ্‌ব্রাহ্মণ্যের সাক্ষ্যদান করিতেছে।

পরস্পর বিবাদের বিষময় ফলে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সমাজে অপদস্থ। বিবাদের বিষয়ে ৺অদ্বৈতচন্দ্র সিদ্ধান্ত প্রণীত "দাসোৎকর্ষ" নামক সংস্কৃত কুলজী গ্রন্থে "দোষাবলী" প্রভৃতি গ্রন্থ মতে এমন ভীষণভাবে কনোজ ব্রাহ্মণের আক্রমণ দেখা যায় যে, সেই সময়ে যে উভয় দলের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ চলিয়াছিল, তাহার সুস্পষ্ট প্রতীতি হয়। সেই পুস্তকের বচন উদ্ধৃত করিলে পুরাতন বিবাদ নবীভূত হইবে মাত্র।

যে দেশের কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জনশ্রুতিভ্রান্ত মূর্খলোকে ইংরেজগণকে বানরের ঔরসে রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম, ব্রহ্মপুত্র নদের ঔরসে বল্লালসেনের জন্ম, প্লেগের টীকা ছলনায় গবর্ণমেণ্টের লক্ষ নরবলি দান, সেন্সাসের আছিলায় নূতন ট্যাক্স বসাইবার গবর্ণমেণ্টের ছলনা বলিয়া বিশ্বাস করে; নীচ জাতি ব্রাহ্মণ হইতে পারে, একথাই বা তাহারা বিশ্বাস না করিবে কেন? এই সকল মিথ্যা কিম্বদন্তীর মূল অনুসন্ধান করিলে, জানা যায়, হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

বারেন্দ্রকুলতিলক ৺ যাদবচন্দ্র লাহিড়ী বি, এল মহোদয় তাঁহার কুল-কালিমা গ্রন্থের ৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে—"বঙ্গদেশে গৌড় ও সুবর্ণ গ্রাম দুইটী স্থান সুপ্রসিদ্ধ দুইটী রাজ্যের রাজধানী ছিল, তথাপি তখন বঙ্গদেশে ছোট বড় কয়েকটী রাজ্য ছিল, তাহাদের মধ্যে মাহিষ্যজাতীয় লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজারা সেন বংশের রাজত্ব কালে অনেকাংশে হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। বল্লালের দুরভিসন্ধি আংশিক বুঝিতে পারিয়া সাবর্ণি গোত্রজ পরাশর ব্রাহ্মণগণ বল্লালের আশ্রয় পরিহার পূর্ব্বক ঐ দুই স্থানের রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঐ স্থানের রাজগণ সাদরে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই কারণেই জাতক্রোধ-বশতঃ অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সহিত কিছুকালের জন্য সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, কিন্তু শেষে এই অনৈক্য চিরস্থায়ী হয় নাই। পুনরায় অন্যান্য কৌলিন্য প্রাপ্ত ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধ দ্বারা সম্বদ্ধ হন। কিন্তু প্রথমে বল্লালের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াতে কৌলিন্যাংশে কিঞ্চিৎ পশ্চাৎপদ হন। বল্লাল লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজাদিগকে তাঁহাদিগের শরণাগত ব্রাহ্মণদিগকে তাড়াইয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা না করায় তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত হন, এবং তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি বিধান করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রকাশ্য শাস্তিবিধানে অসমর্থ বিধায় কৌশলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন। মাহিষ্য জাতীয় অধিকাংশ লোক কৃষি জীবী ছিলেন। হলকর্ষণ সময়ে অজ্ঞাতসারে অনেক প্রাণীহত্যা হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের মতে প্রাণীহত্যা মহাপাপ। বল্লাল এই অছিলায় কৃষিকার্য্য ও কৃষিজীবীদিগকে সাধারণের নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পান। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহাদের সময় এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বল্লালের সময় লোকের অজ্ঞাতসারে বৌদ্ধধর্ম্ম অনেকাংশে হিন্দুদিগের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল; এই কারণে সাধারণে তাহা কতক কতক বিশ্বাস করিল এবং হেয় কর্ম্ম বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মিল। এই

হইতেই কৃষিকার্য্যের প্রতি লোকের অনাস্থা দেখা যায়, ইহার পূর্ব্বে ছিল না। বল্লাল পূর্ব্ববঙ্গবাসী, পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার রাজধানী ছিল, তাঁহার রাজধানীর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলেই তাঁহার এই গূঢ়নীতি অধিক কার্য্য-কারিণী হইয়াছিল। এই জন্যই, পূর্ব্ববঙ্গে অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা কৃষিকার্য্যে অধিক অনাস্থা দেখা যায়।"

কুলকালিমা গ্রন্থ প্রণেতা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুলতিলক। তিনি বহুবৎসর পূর্ব্বে স্বাধীনভাবে কুলকালিমা গ্রন্থে বল্লালচরিত্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। বল্লাল পরাশর ব্রাহ্মণের প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন এবং লাট ও কঙ্কদ্বীপের রাজগণ বল্লালের আদেশমত নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ না করায়, তাঁহাদিগকে ক্ষমতায় কিছু করিতে না পারায়, মাহিষ্যজাতির বৈশ্যোচিত কৃষিকার্য্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া প্রচার করতঃ, মাহিষ্যজাতি পতিত ইহা প্রকারান্তরে সাধারণের নিকট প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা পান—সত্য ইতিহাসের ঘোষণায় অলীক কিম্বদন্তী দূরীভূত হইবে না কি? কিন্তু নানারূপ মিথ্যা জঘন্য অশ্রাব্য কটুক্তি লিখিয়া নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার "কায়স্থ-কোষ বিশ্বকোষ" কলঙ্কিত করিয়া তাঁহার প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছেন। ফুলো-পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠী কথায় লিখিয়াছেন :—

"সাগর হইতে উত্থিত মেদিনীপুর নাম
কৃষিকার্য্যে সুপ্রশস্ত কৈবর্ত্তের ধাম।"—সঃ নিঃ ৫৩৩ পৃ।

রাজা দনৌজ মাধবের সভায় ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে গুড়ীশরণ যোগীন্দ্র দ্বীপ বা সূর্য্যদ্বীপের আধিপত্য পান, যথা—

"অদ্ধ দ্বীপে মহিস্বা শ্রীমাধব রায়
গুড়ীশরণ যোগীন্দ্র সূর্য্যদ্বীপ পায়।"—সঃ নিঃ ৫৬৫ পৃষ্ঠা।

ঐ সূর্য্যদ্বীপই পুরস্কারস্বরূপ বল্লালের আমলে সূর্য্যমাঝী পাইয়াছিল;—

"সূর্য্যদ্বীপ জালিক সূর্য্যের পুরস্কার।
যাঁরা লক্ষণে আনে অনুদিতে ভাস্কর॥

সূর্য্যদ্বীপের কিছু হালিক রাজ্যে খ্যাত।
অন্যাংশে লাট আর কঙ্কদ্বীপে বিবৃত ॥ সঃ নিঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

"সূর্য্যদ্বীপ স্ত্রিভির্ভাগৈ সরিদ্গত্যা বিভাজ্যতে,
তে লাট কঙ্ক যোগীন্দ্র ভৈরবেচ্ছাদি যোগতঃ,
যোগীন্দ্র ধীবরপ্রাপ্তো লাট দাসস্য রাজ্যকম্।"

এড়ু মিশ্র—সঃ নিঃ ৫৬৬ পৃষ্ঠা।

বল্লালের রাজত্বের ২১ বৎসর পরে এড়ু মিশ্র লিখিতেছেন, মেদিনীপুর কৃষি ব্যবসায়ী কৈবর্ত্তের বাস। জালিক ও হালিক উভয় জাতিই সমকালে বিদ্যমান ছিল। সূর্য্যমাঝি * বল্লালের পুত্র লক্ষণ সেনকে তাঁহার পত্নীর নিকট রাত্রির মধ্যে দ্রুতগামী নৌকাযোগে আনয়ন করায় জায়গীর স্বরূপ সূর্য্যদ্বীপ পায় *। তৎকালে হালিক কৈবর্ত্তের রাজ্য লাটদ্বীপ ও কঙ্কদ্বীপ ছিল, তাহা এড়ু মিশ্রের কারিকায় ও ফুলোর গোষ্ঠিকথায় সুস্পষ্টভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই লাট ও কঙ্কদ্বীপের হালিকদাসদিগকে কুল-কালিমা গ্রন্থে মাহিষ্য আখ্যায় আখ্যায়িত করা হইয়াছে এবং এই মাহিষ্য রাজন্যবর্গ হীনপ্রভ হইলেও নিতান্ত অকর্ম্মণ্য ছিলেন না। কারণ তাঁহাদের রাজ্যসীমা নিতান্ত অল্প ছিল না। ভৈরব, ইচ্ছামতী, খড়িয়া এই নদীত্রয়ের মধ্যবর্ত্তী অর্থাৎ বর্ত্তমান নদীয়া, যশোহর ও ফরিদপুর এই তিন জেলার উত্তরভাগ লইয়া লাট ও কঙ্করাজ্য ছিল। বর্ত্তমানে লাটদ্বীপকে লাটুদহ আর কঙ্কদ্বীপকে কাঁকটী পরগণা বলে। রাজা বল্লালের আদেশ সত্বেও মাহিষ্যগণ নিজ পুরোহিতগণকে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহাও সুস্পষ্টভাবে "কুলকালিমা" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। অতএব পাঠক মহাশয়! বিচার করিয়া দেখুন যে, মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সদ্ব্রাহ্মণ, কি বল্লাল কর্ত্তৃক আখ্যাত অপব্রাহ্মণ!

---

*নব্যভারত—মাসিকপত্রিকা—২৮ ভাগ ৮ সংখ্যায় ৫০৬ পৃষ্ঠায়—'সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্য-মাঝি' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

অনেকে মাহিষ্যযাজীকে একজাতির ব্রাহ্মণ দেখিয়া ইহাদিগকে বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্য মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বর্ণব্রাহ্মণমাত্রেই রাঢ়ীয় শ্রেণী হইতে পতিত। মাহিষ্যযাজীর সহিত কোন মিলন বা সংশ্রব নাই। সারস্বত ব্রাহ্মণ যেমন একমাত্র বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় যাজন করেন, সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ একমাত্র কৃষি কৈবর্ত্তজাতির যাজন করিয়া আসিতেছেন। যেমন কতক শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ মাহিষ্যজাতির পুরোহিতগণ বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন; কারণ মাহিষ্যজাতি জন্মতঃ কর্ম্মতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া তাহাদের জলাচার বর্ত্তমান আছে এবং বিনা রাঢ়ীত্বেই তাহাদের চলন আছে। ইহা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের প্রথিতনামা পণ্ডিতগণের ভাষপত্রে স্বীকৃত হইয়াছে; অতএব মিশ্র ক্ষত্রিয় মাহিষ্যজাতির পৃথক পুরোহিত থাকা হীনত্বের লক্ষণ নহে, বরং গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে।

বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের বিচারবুদ্ধি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহারা অজ্ঞাত কুলশীল উড়ে ব্রাহ্মণ, কামরূপে ব্রাহ্মণ, পশ্চিমা ব্রাহ্মণ নাম ধারীর প্রস্তুত অন্ন অবিকারে গলাধঃকরণ করিতেছেন। সময়ে সময়ে এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে চর্ম্মকার রজক কাওরা পর্য্যন্ত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের জলপান করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। আবার উড়িষ্যার কামরূপের বা পশ্চিমের ব্রাহ্মণ, শৌণ্ডিকের ব্রাহ্মণ, কি চণ্ডালের ব্রাহ্মণ, তাহার বিচার নাই, ব্রাহ্মণ হইলেই হইল। এই সমস্ত গড্ডলিকার স্রোতে সত্যের মর্য্যাদা খরবেগে ভাসিয়া যাইতেছে। ইহাকেই বলে সমাজের বজ্র-আঁটন কিন্তু ফস্কা গিরা। এই সমাজের সূক্ষ্ম বিচারই বা কত? মাহিষ্যজাতির জলপান করিলে জাতি যায় না, কিন্তু সে যাঁহার পাদোদক পান করিয়া, যাঁহার পরিত্যক্ত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া ধন্য, চরিতার্থ, কৃতকৃতার্থ ও জন্ম সফল

জ্ঞান করে—তাঁহার জলপান করিলে জাতি যায়, এইরূপ অসার কথা স্বার্থান্ধ বঙ্গীয় সমাজেই শোভা পায়।

যাজ্য জাতিকে আদর করিয়া তদ্‌যাজককে অনাদর করা কনোজ সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতাময় একটী গূঢ় মতলব ছিল। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যেমন একেবারে নানাজাতির পুরোহিতবর্গকে তাড়াইয়া তাঁহারাই সেই সেই বহুশূদ্রজাতির পুরোহিত হইয়া বসিয়াছেন, সেইরূপ তাঁহাদের ছলনাময় কথায় মাহিষ্যগণ তাঁহাদের পুরাতন যাজকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন যাজক অর্থাৎ রাঢ়ীয়গণকে পুরোহিত গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রক্ষণশীল মাহিষ্যগণের নিকট সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তাঁহারা তাঁহাদের বৈদিকগুরু পরিত্যাগ করিলেন না। এই কূটনীতির গূঢ় উদ্দেশ্য আমাদের দেশের অনেকের মস্তিষ্কে আইসে নাই, কিন্তু সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিক মহামতি হাণ্টর সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—

"Strange to say even the very low castes, such as the Muchis, Chandals, &c. have their Brahmin priests, but such degraded Brahmins are held in abhorence by the good Brahmins, who, although, they might take water from the hands of a Kaibartta or Goala, would not touch it from the hands of a Kaibartta Brahmin or Goala Brahmin.—*Page 57, Statistical Account of 24-Perganas.*

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ যে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ এবং কোন কালেই পতিত নহেন, তাহা সন ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের সেবিকায় প্রমাণ প্রয়োগে প্রকাশিত হইয়া ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল; নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।—

"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ কেন? তাহার প্রথম উত্তর এই যে,

"যাঁহারা বিশুদ্ধ জাতির যাজন করেন, তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য বিশুদ্ধ জাতি, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

দ্বিতীয়তঃ শূদ্রযাজনে, শূদ্রের দানগ্রহণে শাস্ত্রতঃ ব্রাহ্মণের পাতিত্ব আইসে,—"মাহিষ্যজাতি প্রজাপতির চরণ হইতে উদ্ভূত হন নাই; সুতরাং মাহিষ্য শূদ্র নহেন; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত নহেন, পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

তৃতীয়তঃ—"বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রভৃতি দানের বিধি ও ফলশ্রুতি শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়, তদনুসারে মাহিষ্যগণ তদ্‌যাজী ব্রাহ্মণকে লইয়া দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছেন, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

চতুর্থতঃ—"শাস্ত্রীয় বিধি ও ফলশ্রুতি অনুসারে এতদ্দেশীয় রাজা ও জমিদারগণ যাঁহারা জাত্যংশে মাহিষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন নাটোরের ব্রাহ্মণ জমিদার, মহিষাদলের কনোজিয়া ব্রাহ্মণ রাজা, বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজা, নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ মহারাজা, মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমিদারগণ এবং অন্যান্য অনেক স্থানের ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ রাজগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দ্বারা পূজা করিয়াছেন, মাহিষ্যযাজী পতিত হইলে কখনই এরূপ হইত না। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

পঞ্চমতঃ—"মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত ব্রাহ্মণ ইহা প্রতিপন্ন হইলে, প্রাচীনকালে মাহিষ্য রাজগণ যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন তাঁহারা অনায়াসে অন্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিতরূপে পাইতে পারিতেন; কিন্তু মাহিষ্যযাজী পতিত নহেন, এজন্য তাঁহাদিগের তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

ষষ্ঠতঃ—"মাহিষ্যযাজী পতিত হইলে অথবা মাহিষ্যযাজী নীচজাতীয় এই হিংসামূলক অসার কিম্বদন্তী সত্য হইলে, মাহিষ্যজাতিকে বিশুদ্ধ জাতি বলিয়া কেহই মাহিষ্যের জল গ্রহণ করিতেন না, কেন না মাহিষ্য

স্বপুরোহিতের জল ও প্রসাদাদি পান ও ভোজন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন, এরূপ করিয়াও মাহিষ্য জাতিভ্রষ্ট হয় নাই, মাহিষ্যের বিশুদ্ধত্ব আবহমান কাল অটুট রহিয়াছে; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।”

সপ্তমতঃ—“মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, মাহিষ্যযাজীর অন্নজল গ্রহণকারী যজমানেরা, নিশ্চিত জাতিভ্রষ্ট হইতেন, সুতরাং রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্রশ্রেণীর কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই তাঁহাদিগের পৌরহিত্য করিতেন না, অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।”

অষ্টমতঃ—“মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারেই রহিত হইয়া যাইত। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।”

নবমতঃ—“পরমার্থতঃ বিচারে ব্রাহ্মণ শব্দে কি জীবাত্মা, কি দেহ, কি জাতি, কি বর্ণ, কি ধর্ম্ম, কি পাণ্ডিত্য, কি কর্ম্ম, কি জ্ঞান, ইহার কিছুই বুঝায় না। যদি জীবাত্মাকে ব্রাহ্মণ বলা যায়, তবে সকলের জীবাত্মা আছে, অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ; যদি এই দেহ ব্রাহ্মণ হয়; তবে সকলেরই দেহ আছে অতএব সকলেই ব্রাহ্মণ; এই দেহকে পুত্রেরা অগ্নিতে দাহ করিয়া সৎকার করিলে তাহাদিগের নিশ্চিত ব্রহ্ম হত্যা পাতকে লিপ্ত হইতে হয়। যদি জাতি ব্রাহ্মণ হয়, তবে ক্ষত্রিয়াদি জাতি অথবা পশু-পক্ষীরাও ব্রাহ্মণ, কেন না তাহারাও একটি জাতি। যদি জাতি অর্থে জন্ম কহা যায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যাহার জন্ম, তিনি ব্রাহ্মণ, তবে ঋষ্যশৃঙ্গ, মাতঙ্গ, অগস্ত্য, মাণ্ডুক্য ভরদ্বাজ প্রভৃতির ব্রাহ্মণত্ব সম্ভবপর হয় না; যদি বর্ণ অর্থাৎ শুক্লবর্ণ ব্রাহ্মণ হয়, তবেই বড় গোলযোগ। যদি ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ হন, তবে সকল জাতির ধর্ম্ম আছে, অতএব সকল জাতি ব্রাহ্মণ। যদি পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণ হয়, তবে রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মণ, কেন না তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন। যদি কর্ম্ম ব্রাহ্মণ হয়, তবে কাহার কর্ম্ম নাই, অতএব

কে ব্রাহ্মণ নহেন? পরমার্থতঃ বিচারে এ সকলের কিছুই ব্রাহ্মণ নহেন কিন্তু যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণ। এরূপ পরমার্থ দৃষ্টিতে এবং যথার্থ বিচারে ব্রাহ্মণ কিছুতেই পতিত হইতে পারেন না। অতএব মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

দশমতঃ—হিন্দু-ব্যবহার-শাস্ত্রানুসারে কোন ব্রাহ্মণকে পতিত বা নিন্দনীয় বলা উচিত নহে। পরাশর স্মৃতি, কলির ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া, সকলেই উহাকে মান্য করিয়া থাকেন। এই স্মৃতিতে স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে,—

"যুগে যুগে চ যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তেষাং নিন্দা ন কর্ত্তব্যা যুগরূপাহি ব্রাহ্মণাঃ॥"

অর্থাৎ যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়াছে এবং সেই সকল ধর্ম্মে যে সকল দ্বিজ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদিগের নিন্দা করা উচিত নহে; কেননা ব্রাহ্মণগণ যুগরূপী। এই হিন্দু আইন অনুসারে কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে পতিত বলিয়া নিন্দা করা উচিত নহে। অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"

পূর্ব্ববঙ্গ, ঢাকা, বিক্রমপুর, ভূষণা, চন্দ্রপ্রতাপ, মেদিনীপুর, কলিকাতা সংস্কৃতকলেজ, নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ, ভট্টপল্লী, কাশী, চিত্রকুট, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, উৎকল, শ্রীশ্রী৺পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মুক্তিমণ্ডপস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের মতে মাহিষ্যজাতি অতি প্রাচীন, মাহিষ্য জাতি শাস্ত্রোক্ত শুদ্ধ. মাহিষ্য আর্য্যজাতি, মাহিষ্য মাতৃধর্ম্মে বৈশ্য, পিতৃধর্ম্মে ক্ষত্রিয়। এবম্প্রকার পবিত্র জাতির পুরোধা ব্রাহ্মণ পতিত, ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্য কি হইতে পারে? বকরূপী ধর্ম্মের সহিত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাত হইলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেও করিতে পারিতেন,—

"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্"।

সপ্তম অধ্যায়।

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের বৈবাহিক সম্বন্ধ।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অষ্টম যুক্তিটি এই যে, "মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে, অন্য শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একবারেই রহিত হইয়া যাইত; অতএব মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।"—এই ঘটনার সত্যতা সপ্রমাণার্থ আমরা এস্থলে একটি তালিকা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি, এতৎ প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষিত হইবে। এই তালিকাটি ঢাকা—মাণিকগঞ্জের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব হাজরা মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু এই তালিকা প্রেরণকালে জানাইয়াছিলেন যে, প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে হাতীপাড়া-নিবাসী বাবু দুর্গাচরণ রায় কর্ত্তৃক এই তালিকা সংগৃহীত হইয়াছিল। দুর্গাচরণ বাবু এক্ষণে পরলোক-গত হইয়াছেন। সুতরাং এই তালিকায় প্রকাশিত ঘটনাগুলির যথার্থতা সম্বন্ধে কোন কথা দৃঢ়তার সহিত চন্দ্রমাধব বাবু বলিতে পারেন না।

এরূপ প্রেরিত তালিকার দুইখানি নকল ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রেরণ করা হয়, এবং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করার জন্য ঢাকা ও ময়মনসিংহ মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদকের নিকট সেবিকা-সম্পাদক অফিসিয়াল্ পত্র লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ময়মনসিংহ মাহিষ্যসমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী (কিশোরগঞ্জ ফৌজদারী কোর্টের এক জন প্রসিদ্ধ মোক্তার) কিশোরগঞ্জ হইতে নিম্ন-লিখিত উত্তর দিয়াছিলেন,—"মহাশয়ের গত ৪ঠা জানুয়ারী তারিখের ১১৭১ নং চিঠির সহিত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ মহোদয়গণের যে সব কন্যার রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাহাদি হইয়াছে, তাহার তালিকা পাইয়াছি। প্রায় ২।৩ মাস পীড়িত ও শয্যাগত ছিলাম, তজ্জন্য বাড়ী থাকায় এতদিন আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আমাদের কাছে যে লিষ্ট আছে, তাহার সঙ্গে মিলাইয়াও যে যে সম্বন্ধ সন্দেহজনক কি আমাদের অজ্ঞাত, প্রাচীন মহোদয়গণের নিকট তাহার সত্যতা ও প্রকৃত বিষয় জানিয়া লইতেও কিছু সময় লাগিয়াছে। এই সব নানাকারণে এবং না জানিয়া এরূপ একটী গুরুতর বিষয়ে যা তা লিখিয়া পাঠান ভাল বিবেচনা না করায় বিলম্বে পাঠাইতেছি। এই সব বিষয় শুনিয়া বোধ হয়, আপনার কোপ ও বিরক্তি দূর হইবে। আমরা যে লিষ্ট পাঠাইতেছি, উহা প্রকৃত এবং খাঁটি। আপনার প্রেরিত লিষ্টের সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।" ঈশ্বর বাবুর প্রেরিত তালিকাটি এই,—জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত হাজরাদী পরগণার অন্তর্ভুক্ত বেথরিরগ্রামনিবাসী রামলোচন, কৃষ্ণচন্দ্র, রামজয় ও রাজকিশোর চক্রবর্ত্তী, উলুকান্দী-নিবাসী জগমোহন, লক্ষ্মীকান্ত ও কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, আদমপুর-নিবাসী রামকেশব ও রামদুর্লভ চক্রবর্ত্তী, চারিপাড়া-নিবাসী নিত্যানন্দ অধিকারী, চন্দ্রকিশোর অধিকারী, লাহন্দ-নিবাসী নিত্যানন্দ ও রামকান্ত চক্রবর্ত্তী, ইঁহারা কন্যাদাতা। কন্যাগ্রহীতার নামধাম যথাক্রমে এই ;—ঢাকা

জেলার অন্তর্গত শিলপাড়ানিবাসী রাজচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বজ্রযোগিনী-নাহাপাড়ানিবাসী মণিরাম বারুরি, ঝাউটিয়া নিবাসী পাঁচকৌড়ি ও কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, বাগড়ানিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, নওয়া-নগর নিবাসী রাজচন্দ্র মজুমদার, ব্রাহ্মণগাঁওনিবাসী বাণীনাথ চাকলাদার, ব্রাহ্মণগাঁও বনমাইজপাড়া-নিবাসী অভয়চরণ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রপ্রতাপ—তেতুল-ঝড়ানিবাসী জগৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুর-মধুডুবিনিবাসী কালীকান্ত শিরোমণি, চামারদীনিবাসী হরিমোহনও সীতানাথ চক্রবর্ত্তী। জেলা ময়মনসিংহের অন্তর্গত লাছন্দ-গ্রাম-নিবাসী নবকিশোর, রামকিশোর রাজকিশোর, কীর্ত্তিনারায়ণ, কিশোরচন্দ্র, রামগোবিন্দ, রামচরণ, লোকনাথ ও রাম-লোচন বক্রবর্ত্তী, বরাটিয়া-নিবাসী অনুপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ঈন্দা-নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী, অলিমপর-নিবাসী গৌরকিশোর চক্রবর্ত্তী, দামিহানিবাসী কিঙ্কর, ত্রিলোচন, কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রমণি, নবকিশোর ও পদ্মলোচন চক্রবর্ত্তী, সিন্নিপাড়ানিবাসী জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, ধারানিবাসী শম্ভুনাথ, উৎসব, রাজ-কৃষ্ণ, কালীচরণ, নবকিশোর, কুঞ্জকিশোর, গোলকচন্দ্র, গৌরকিশোর ও দেবীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, মজমপুরনিবাসী দশরথ চক্রবর্ত্তী, ঘাগটিয়ানিবাসী কৃষ্ণমোহন চক্রবর্ত্তী, কুমরিকান্দানিবাসী নবকিশোর ও কুঞ্জকিশোর চক্রবর্ত্তী, রামপুরনিবাসী মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, কদম্ব শ্রীনিবাসী ধনীরাম চক্রবর্ত্তী, জলদপুরনিবাসী কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী, দৌলৎপুরনিবাসী লোকনাথ চক্রবর্ত্তী. ভারইলনিবাসী শ্রুতিরাম চক্রবর্ত্তী, আঠারদানানিবাসী যুগল-কিশোর ও জগৎচন্দ্র চক্রর্ত্তী, ধানীখোলানিবাসী কানুরাম, গুরুচরণ ও রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, কানাইপাড়ানিবাসী কালীচন্দ্র চক্রবর্ত্তী. ইহাঁরা কন্যাদাতা। কন্যা-গ্রহীতার নামধাম যথাক্রমে এই;—জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পাইকপাড়ানিবাসী আনন্দ আচার্য্য (ইনি মুন্সী-গঞ্জের উকিল), বারুদিনিবাসী চন্দ্রমোহন ঘোষাল, পারজোয়ানিবাসী পার্শ্বনাথ মজুমদার, তেঘরিয়া-নিবাসী দুর্গামোহন চক্রবর্ত্তী, পাইকপাড়া-

নিবাসী বঙ্গেশ্বর চক্রবর্ত্তী, বজ্রযোগিনী-নাহাপাড়ানিবাসী রামকেশব তর্কপঞ্চাননের পুত্র কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়, পাইকপাড়ানিবাসী শ্যামচরণ চক্রবর্ত্তী, গাঁওদিয়ানিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, হরিমোহন গোস্বামী, আটপাড়ানিবাসী দীননাথ কুশারী, কান্দাপাড়ানিবাসী গঙ্গাচরণ অধিকারী পাইকপাড়ানিবাসী হরিচরণ আচার্য্য; তেঘরিয়ানিবাসী কালীচরণ চক্রবর্ত্তী, গোয়ালমান্দ্রানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র অধিকারী, বাগড়নিবাসী উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী, পাইকপাড়ানিবাসী অম্বিকাচরণ আচার্য্য, ইছাপুরনিবাসী কাশীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ফুলবাড়িয়ানিবাসী গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী, বিক্রমপুর-সেকারনগরনিবাসী মহেশচন্দ্র পঞ্চানন, থিদিরপাড়নিবাসী কালীচরণ চৌধুরী, পাইকপাড়ানিবাসী তিলকচন্দ্রচক্রবর্ত্তী চন্দ্রপ্রতাপ—সাভার-নিবাসী মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। কর্ণপাড়ানিবাসী ব্রজকিশোর ভৌমিক, বিক্রমপুর পাইকপাড়ানিবাসী কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ফুলবাড়িয়ানিবাসী লক্ষ্মীকান্ত চক্রবর্ত্তী, তিলকোটনিবাসী জগবন্ধু বিশ্বাস, তেঘরিয়ানিবাসী রামচরণ চক্রবর্ত্তী, উত্তর পাইকপাড়ানিবাসী কালিকুমার ভৌমিক, গাঁওদিয়ানিবাসী ঈশ্বরচন্দ্র মুরুরী, কুকুটিয়ানিবাসী রামকিশোর সরকার, হরকুমার চৌধুরী, দুগাছিনিবাসী ভারতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কুকুটিয়ানিবাসী কৃষ্ণ কুমার সরকার কনকলার নিবাসী প্যারীমাধব চক্রবর্ত্তী, গোয়ালমান্দ্রানিবাসী চৈতন্য চন্দ্র অধিকারী, ঘটকের কুলানিবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টচার্য্য, ঝিটকানিবাসী দুর্গানাথ চক্রবর্ত্তী, বাগড়ানিবাসী হরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বাজমারানিবাসী চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী, তারাপাশানিবাসী মহিমচন্দ্রা বার্ম্মরি, গোবিন্দপুর-নিবাসী গোপাল চক্রবর্ত্তী, বেজগাঁওনিবাসী কৃষ্ণকুমার চাকলদার, তারপাশানিবসী ঈশ্বরচন্দ্র রায় গোষ্টিপতি। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাঘীবাড়ী-নিবাসী ধনীরাম ও বদন চক্রবর্ত্তী কন্যাদাতা এবং উক্ত জেলার অন্তঃপাতী চামারদী গ্রামনিবাসী কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তী, ঝাউটিয়ানিবাসী

কমলাকান্ত মুখুটী কন্যাগ্রহীতা। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত লাহুন্দগ্রাম-নিবাসী হরবল্লভ ও আকুতরাম চক্রবর্ত্তী কন্যাদাতা এবং উক্ত জেলার অন্তঃপাতী আনইর গ্রামনিবাসী রুক্মিণীকান্ত, রতনলালের পুত্র রাম চক্রবর্ত্তী কন্যাগ্রহীতা। জেলা শ্রীহট্টের অন্তর্গত বাকাইলছেও গ্রাম-নিবাসী রামশরণ ও কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, আইরপুরনিবাসীর জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী, মান্নারগাঁওনিবাসী জগমোহন চক্রবর্ত্তী, ইহাঁরা কন্যাদাতা; কন্যাগ্রহীতা ঢাকা জেলার অন্তর্গত জারেরিকুণ্ড গ্রামনিবাসী ভীমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বজ্রযোগিনীনিবাসী গুরুচরণ কুশীলাল, দক্ষিণ পাইকপাড়ানিবাসী সত্য-কুমার চক্রবর্ত্তী ও জয়মণ্ডপনিবাসী দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী।

ঢাকা জেলার অন্তর্গত মহকুমা মাণিকগঞ্জের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমাধব হাজরা মহোদয় লিখিয়াছেন,—"ঢাকা জেলায় মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ কন্যার সহিত যে কয়েকটী রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছে, তাহার নামধাম নিম্নে দেওয়া গেল।"—কন্যা-দাতার নামধাম রাজকুমার চক্রবর্ত্তী, সাকিম জয়মণ্ডপ, ষ্টেশন মাণিকগঞ্জ পরগণে চন্দ্রপ্রতাপ; কন্যাগ্রহীতা রাঢ়ীয়শ্রেণীর নামধাম যথা;—বঙ্গ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং মানখা নগর; ষ্টেশান শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর ও রামদয়াল চট্টোপাধ্যায় পুত্র কৈলাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং কোলাপাড়া, ষ্টেশান শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর। কন্যাদাতার নামধাম ষষ্ঠীচরণ চক্রবর্ত্তী, সাকিম বলিয়ারপুর, ষ্টেশান সাভার পরগণে চন্দ্রপ্রতাপ; কন্যাগ্রহীতার নামধাম যথা;—কমলকান্ত চক্রবর্ত্তীর পুত্র জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর পুত্র, সাকিম ঝায়টিয়া, ষ্টেশনে শ্রীনগর, পরগণে বিক্রমপুর। পাঠক মহাশয়, অষ্টম যুক্তির অনুকূল প্রমাণ আপনার সমীপস্থ করা হইল। আশা করি, ইহা দ্বারা মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের অব্রাহ্মণত্ব ও পাতিত্য সম্বন্ধীয় ভ্রম নিরস্ত হইবে। সত্য জয়যুক্ত হউক, ন্যায় জয়যুক্ত হউক, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

পূর্ব্ববঙ্গে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ নিজ গৌরব পরিত্যাগ করিয়া কনোজিয়াগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়া সাতশতীগণের ন্যায় নিজেদের অস্তিত্ব হারাইতে বসিয়াছেন। অম্বষ্ঠদর্পণ-প্রণেতা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,—"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণদিগকে কন্যাদান করেন নাই। ইদানীং তাহারা জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করিয়া বিগত দেড় শতবৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গ দেশে মাত্র শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।"—এক্ষণে দেশকাল যেরূপ ভাবে চলিতেছে, তাহাতে কনোজ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বহুশূদ্রযাজী বংশধরগণকে "পতিত" বলিতে যাইলে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। যে সমস্ত মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ-কন্যা রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল কন্যার পিতা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জামাতার বাটীতে সচারাচর যাতায়াত করিতেছেন, তাঁহাদের গর্ভে জাত সন্তানগণ মাতামহ আশ্রমে কি যাইতেছেন না? মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ পতিত হইলে কখনই রাঢ়ী বারেন্দ্রগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতেন না। যে সমস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত তালিকা, সন ১৩০৯ সালের "সেবিকায়" প্রকাশিত হইয়া, ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের নিকট দাখিল করা হইয়াছিল; পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য তাহা উপরে উদ্ধৃত হইল।

অষ্টম অধ্যায়।

অযথা অত্যাচার।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে বর্ণ ব্রাহ্মণের শ্রেণীভুক্ত করিয়া "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকেন। "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" যে গৌড়ের আদি দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ, ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন, কিন্তু, তাঁহার যে নাপিতাদি নবশাকের ব্রাহ্মণ ইহা ত অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই ব্যাপার লইয়া লইয়া হাবড়ার আদালতে একটি ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, ইহার মীমাংসাও চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে! পাঠকগণের অবগতির জন্য এই ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত সিংটী থানার এলাখা পাঁচারুল গ্রামনিবাসী মাহিষ্যকুলসম্ভূত শ্রীযুক্ত মথুরানাথ হাইত মহোদয় উক্ত গ্রামনিবাসী তাঁহার পুরোধা শ্রেণীর শ্রীযুক্ত মধুসূদন চূড়ামণি মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপদ হালদারের নিকট হইতে কিছু ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের দলিল খানি আমতার সাব রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারিকানাথ ঘোষাল মহাশয়ের নিকট রেজেষ্টী হয়। ঘোষাল মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর এড়িয়াদহের কুলীন ঘোষাল বংশ সম্ভূত। মাহিষ্য জাতি এবং মাহিষ্য যাজীর প্রতি তাঁহার বংশ পরম্পরাগত মনের সংকীর্ণতা বশতঃ

বিজাতীয় জাতক্রোধ ভুলিতে না পারিয়া তিনি দলীলে মাহিষ্যকে কৈবর্ত্ত এবং তৎপুরোহিত ব্রাহ্মণকে "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" বলিয়া লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইরূপ অযথা জাতীয় অসম্মানের প্রতীকার কল্পে বদ্ধ পরিকর হইয়া এই দীন গ্রন্থকার হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার সদাশয় ডিউক সাহেব বাহাদুরের নিকট যে আবেদন করেন, তাহার অবিকল নকল উদ্ধৃত হইল।

To

The District Registrar of Howrah.

Honoured Sir,

The undersigned members of the Mahishya Community in the jurisdiction of Amta thana beg most respectfully to lay before your honour this humble representation for your honor's kind consideration. The Sub-Registrar of Amta Babu Dwarikanath Ghoshal is insulting your honor's petitioners and their Brahmins by making insulting endorsements about their caste and profession. Whenever he writes their caste and occupation, he calls them as Kaibarttas and cultivators, whereas in the body of the documents they have written their caste as "Mahishya" the true shastric appelation in which they have been classified by the kind Government after due enquiry in the last census in order to separate them from Kaibartas (Jelias). For your honor's kind perusal your honor's humble petitioners annex hereto certain documents noted below, in which

your honor will see that they have been called by the Sub-Registrar as "Kaibartas" and "cultivators", though the executants are really following more honorable profession, as merchandise, &c. The Sub Registrar is also kind enough to call your petitioners' Brahmins who fall as victims before him, as Kaibartas' Brahmins, while he does not call other classes of Brahmins who are acting as priests to Napitas, Kumars, Malis, etc. in such way as Napita's, Kumar's or Nabashakha's Brahmins: in these cases he writes them as Brahmins only.

As for example your honor's petitioners drawing your honor's kind attention to the Kabulyat executed by one Babu Mathura Nath Hait Who is a merchant and land holder and is also paying License and Income Tax in the Calcutta Collectorate for his such profession. The Sub Registrar has written his caste and occupation on the back of the document as "Kaibartta" and cultivator though the executant has clearly signified himself as "Mahishya" and his occupation as merchandise and land-holder. In another document the Sub Registrar has also written the caste and profession of one passed Mooktear, Babu Mani Mohan Das who identified Babu Kali Pada Haldar, as Kaibartta and cultivator respectively and that Kalipada Haldar has also been signified as Kaibarta's Brahmin in the same document.

Under the circumstances your honor's petitioers most respectfully pray that your honor with kindly save your honor's petitioners from such reckless mortification and your honor's petitioners as induty bound shall ever pray.

We have the honor to be,

Sir

Your most obedient servants,

(Sd.) HARISH CH. CHAKRABARTI,

MATHURA NATH HAIT & OTHERS.

সন ১৩০৮ সালের ১৭ই মাঘ তারিখের "বসুমতী" নামক সংবাদ পত্রে এই ঘটনা যেরূপ ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হাওড়া জেলায় আমতা থানার মধ্যে যে সমস্ত মাহিষ্য বাস করেন, তাঁহাদের পক্ষ হইতে হাওড়ার মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ডিউক মহোদয়ের নিকট একখানি আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। এই আবেদন পত্রে তাঁহারা আমতার ছোট হাকিম সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের দুর্ব্যবহারের প্রতীকার-প্রার্থী হইয়াছেন। গত আদম সুমারির সময়ে অনেক দরখাস্ত করিয়া অনেক শাস্ত্র প্রমাণ দেখাইয়া কৃষি-কৈবর্ত্ত যে মাহিষ্যশ্রেণীভুক্ত, তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে এবং আদম সুমারিতেও তাঁহারা মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু আমতার সাব-রেজিষ্ট্রার হাকিম মহাশয় তাঁহাদিগকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। দলিল দস্তাবেজে তাহারা মাহিষ্য লিখিলেও তিনি তাহাদিগকে "কৈবর্ত্ত—পেশা চাষ" না লিখিয়া ছাড়িবেন না। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হউন আর উকিল মোক্তারই হউন, মাহিষ্য হইলেই সাবরেজিষ্ট্রার হাকিমের মতে তিনি কৈবর্ত্ত পেশা কৃষিকর্ম্ম। আবার তাহাদের কোন ব্রাহ্মণ দলিল রেজিষ্ট্রী করিতে আসিলেই হাকিম

মহাশয় লিখিবেন "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ", কিন্তু তিনি যে কখন নাপিতের ব্রাহ্মণ প্রভৃতি লিখিয়া থাকেন, একথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। হাকিম মহাশয়ের এই মাহিষ্য-বিদ্বেষ দূর করিবার জন্যই হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের নিকট আবেদন পত্র প্রেরিত হইয়াছে। আমরা আশা করি, মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই ক্ষুদ্র হাকিমকে একটু সতর্ক করিয়া দিবেন, অকারণ লোকের মনঃকষ্টের কারণ হইয়া যে কি গৌরব বাড়ে, তাহাত আমরা বুঝিতে পারি না।"

সন ১৩০৮ সালের ২৮শে চৈত্র তারিখের "মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি" নামক সংবাদপত্রে ঠিক এইরূপ মর্ম্মে আমতার সাবরেজিষ্ট্রার মহাশয়ের এইরূপ দুর্ব্বিনীত ব্যবহারের তীব্র সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত হইল না।

উল্লিখিত আবেদনের প্রত্যুত্তর পাইতে বিলম্ব হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট ও রেজিষ্ট্রার সাহেব বাহাদুরকে একখানি স্মারক লিপি প্রদান করিলে, সদাশয় ডিউক মহোদয় সাব-রেজিষ্ট্রার দ্বারিক বাবুর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া, তাঁহাকে চসমনামা দিয়া যে প্রত্যুত্তর দান করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রদান করিলাম।

No. 100.

From

THE REGISTRAR OF HOWRAH.

To

Babu Mathura Nath Hait,

Of Pancharoal thana, Amta, Howrah.

The 11th Feb., 1902.

Sir,

With reference to your letter dated the 23rd ultimo from yourself and others complaining of the use by

the Sub Registrar of Amta of certain terms to which you take objection, I beg to inform you that necessary instructions have been issued to the Sub Registrar.

I have &c.,

(Sd.) RAMENDRA LALA MITRA,

for Registrar.

এইরূপ কত দ্বারিকানাথ ঘোষাল বঙ্গের জেলায় জেলায়, থানায় থানায়, গ্রামে গ্রামে, অতীত কালে ও বর্ত্তমান কালে থাকিয়া বিশ্বনিন্দুকের কার্য্য করিয়া আসিয়াছে ও এখন আসিতেছে। এইরূপ অপ্রিয় ঘটনাসকল রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর করিবার সুবিধাও সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সকল সময়ে ধর্ম্মের সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ন্যায়বান্ ডিউক সাহেবের ন্যায় বিচারকও মিলে না; কাজে কাজেই স্থানে স্থানে এইরূপ অযথা অপমান গালাগালি গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে সহ্য করিয়া আসিতে হইতেছে। সুসভ্য ইংরাজরাজের ন্যায়-বিচারে ভারতে শান্তি বিরাজ করিতেছে। অপক্ষপাত বিচারফলেই ইংরাজরাজ আজ ভারতে একছত্রী সম্রাট। বলিতে কি, মহারাজ যুধিষ্ঠীরের পর কোন রাজাই এইরূপ শক্তির সহিত রাজ্য চালাইতে পারেন নাই। কায়মনোবাক্যে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, ভারতে ইংরাজ রাজ-শ্রীঅক্ষুণ্ণ থাকুক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, হিন্দু সমাজের এই যে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা, ইহার একমাত্র কারণ, জাতিভেদ ও ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ। আমরা বলি তা নয়. জাতিভেদ ও ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ নহে, পরন্তু জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ আমাদের এই দুর্গতির কারণ। কেন না, জাতিভেদ ও ধর্ম্ম-বিষয়ক মতভেদ সত্ত্বেও ত একদিন আমাদের অবস্থা সমুন্নত ছিল, আমা-দের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পথ প্রমুক্ত ছিল, হিন্দু সমাজ অসীম উন্নতির

পথে অগ্রসর হইতেছিল। তবে কেমন করিয়া বলিব যে এই দুইটী আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ? শুদ্ধ সত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন ঋষিগণ আমাদের প্রয়োজন জানিয়া, আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের সোপান-স্বরূপ জানিয়াই ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বা জাতিভেদ প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। জাতি-বিদ্বেষ ত তাঁহাদিগের উপদেশের বিষয় নহে। তাঁহারা কোন স্থলে এমন কথা বলেন নাই যে, তুমি উৎকৃষ্টজাতীয়, অতএব তুমি নিকৃষ্ট জাতিকে পদতলে দলিত করিবে, তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের পথে কণ্টক রোপণ করিবে; অথবা নিকৃষ্ট জাতিকে এমন শিক্ষা দেন নাই যে, তুমি অসূয়াপরবশ হইয়া উৎকৃষ্টজাতীয়কে মিথ্যা কুৎসা দ্বারা হীন করিবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, ধর্ম্মবিষয়ক মতভেদ আমাদের দুর্গতির কারণ নহে, পরন্তু ধর্ম্ম-বিদ্বেষ আমাদের অধোগতির কারণ। হিন্দুজাতির মধ্যে যে কত প্রকার ধর্ম্মমত উদ্ভাবিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা দুষ্কর। প্রত্যেক ধর্ম্মমতের মধ্যে বিশুদ্ধ ও উন্নত ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কোন ধর্ম্মোপদেশকের এরূপ উপদেশ বা অভিপ্রায় নহে যে, একধর্ম্ম-সম্প্রদায় অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বিদ্বেষ-চক্ষে দর্শন করুক। সাধনের পথ পরিত্যাগ করিয়া মত লইয়া পরস্পর বিদ্রূপ মারামারি ও কাটাকাটি করিবে,—কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকই এরূপ শিক্ষা দেন নাই। ফলতঃ জাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম্মবিদ্বেষ নিবন্ধন হিন্দু-সমাজে একতা নাই, সার্ব্বজনীন সহানুভূতি নাই, পরস্পরের দুঃখ দুর্গতির প্রতি দৃক্‌পাত নাই, প্রতিকারার্থ উদ্যোগ আয়োজন নাই।

জাতিবিদ্বেষ এবং ভ্রান্তি কুসংস্কার নিবন্ধন এই বঙ্গদেশে সময়ে সময়ে অনেক দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। এস্থলে প্রসঙ্গক্রমে আর একটি অপ্রিয়কর মর্ম্মভেদী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্বর্গীয় মহাত্মা বিপিনবিহারী বিশ্বাস মহাশয়ের নিবাস জেলা যশোহরের অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে। ইনি একজন মাহিষ্যজাতীয় সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইঁহার স্বজাতি-বৎসলতা ও দেবদ্বিজে অচলা ভক্তির কথা অনেকের মুখে শুনা যায়।

এই মহাত্মার জনৈক কায়স্থ বন্ধু ছিলেন। ইনিও একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। একদা কর্ম্মানুষ্ঠান উপলক্ষে বিপিনবাবুর বাটীতে উক্ত কায়স্থ বন্ধু তদীয় আত্মীয় স্বজন ও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ আহূত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন-কালে বিপিনবাবুর পুরোহিত-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পরিবেশন করিতেছিলেন। জানি না, কি কারণে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মনোমধ্যে জাতিবিদ্বেষ-অগ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিল।

তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, ইহারা যদি পরিবেশন করেন, তবে আমরা ভোজন করিব না। তাঁহাদিগের ঈদৃশী উক্তি শ্রবণ করিয়া বিপিনবাবু বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইলেন। এই অভূতপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া ও তাহাই লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাঘাত উপস্থিত করা বিপিনবাবু অকর্ত্তব্য মনে করিয়া বলিলেন,—"আপনারা যাহা ভাল মনে করেন, তাহাই করুন"। রাঢ়ীয় দেবতারা বলিলেন,—"আমরা নিজেই পরিবেশন করিয়া লইতেছি"। বিপিনবাবু বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হউক"। ব্রাহ্মণ-ভোজন নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইল। ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া বিপিনবাবু নিরতিশয় আনন্দিত হইলেন। কিন্তু উক্ত ব্রাহ্মণগণের বিসদৃশ ব্যবহার বিস্মৃত হইলেন না। কিছুকাল পরে উক্ত কায়স্থ বন্ধুর বাটীতে কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিপিনবাবু আত্মীয়স্বজনসহ আহূত হইলেন। তৎপুরোহিত ব্রাহ্মণগণও নিমন্ত্রত হইয়া উক্ত কায়স্থবন্ধুর বাটীতে পদার্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় উপস্থিত হইলে পরিবেশনের জন্য যখন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের উপর ভার অর্পিত হইল, তখন বিপিনবাবুর পুরোহিতবর্গ আপত্তি উত্থাপন করিলেন;—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ পরিবেশন করিলে আমরা ভোজন করিব না। বিপিনবাবুর কায়স্থ বন্ধু বলিলেন, ইহাঁরা পরিবেশন করিলে আপনাদের ভোজন না করিবার কারণ কি? বিপিনবাবু তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি অমনি বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বাটীতে আমার

পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ পরিবেশন করিতেছিলেন, তাহাতে কতিপয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন, ইঁহারা পরিবেশন করিলে আমরা ভোজন করিব না। এরূপ আপত্তির কারণ কি? যদি ইঁহাদের আপত্তি করিবার কোন অধিকার থাকে, তবে উহাঁদেরও আপত্তির অধিকার না থাকিবে কেন? এই সময়ে জনৈক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন "মহাশয়, আপনাদের যাজক ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণই নহেন।"—বিপিন বাবু বলিলেন যে, আমাদের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইহার প্রমাণ আপনি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন? উক্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার কোন শাস্ত্র দেখা নাই, তবে কর্ত্তাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাই বলিতেছি। তখন বিপিন বাবু বলিলেন, শাস্ত্রীয় প্রমাণ অপেক্ষা কর্ত্তাদের মুখে শ্রুত কথাই কি অধিকতর প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণীয়?

এদিকে কায়স্থ বন্ধু দেখিলেন, তাঁহার যজ্ঞ পণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাঘাত যাহাতে না হয়, এই জন্য তিনি বলিলেন—"ইহাঁরা আপনাদিগের মধ্যে স্বশ্রেণী ব্রাহ্মণ দ্বারা পরিবেশন করিয়া লউন। ইহাতে বিপিনবাবুর জনৈক পুরোহিত বলিলেন, ভোজনের পূর্ব্বে বিচার প্রার্থনীয়, এখানে উভয় শ্রেণীর মধ্যে অনেক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত উপস্থিত আছেন, আমি ইহাঁদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইত্যবসরে প্রাগুক্ত ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—"আচ্ছা উপস্থিত পণ্ডিতগণের নিকট আমিও বিচার প্রার্থনা করিতেছি। ইঁহারা বিচার করিয়া বলুন, কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ কিনা? আমি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট বিচার প্রার্থনা করিতেছি। অতঃপর সকলে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মত জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তিনি বলিলেন—"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ একথা বলা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নহে। কেননা শাস্ত্রে কৈবর্ত্ত বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ ভেদে জন্মতঃ দুইপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা বৈশ্যগর্ভজাত সন্তান বিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত; ইহারা হালিক,

অবিশুদ্ধ কৈবর্ত্ত নিষাদের ঔরসে অয়োগবীগর্ভজাত। দ্বিজগণের ছয় অপসদ দ্বিজধর্ম্মী সন্তানের মধ্যে বিশুদ্ধ বা হালিক কৈবর্ত্ত অন্যতম। মার্গব মৎস্যধারী জালিক কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ অস্পর্শনীয়। এই দুই স্বতন্ত্র জাতির পুরোহিত স্বতন্ত্র। হালিক কৈবর্ত্তের পুরোহিত অব্রাহ্মণ, একথা আমি ইতঃপূর্ব্বে কোথাও শুনি নাই, এবং কখনও কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। পরন্তু হালিক কৈবর্ত্তযাজী ব্রাহ্মণগণকে আমি গৌড়ের আদি বৈদিক বলিয়া জানি। ইহাঁরা সদ্‌ব্রাহ্মণ, সুতরাং সকলেরই নমস্য। ন্যায়রত্ন মহাশয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত; তাঁহার এবম্প্রকার উক্তিতে কতিপয় স্বশ্রেণীর অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ তৎপ্রতি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কটু ভাষায় বিতণ্ডা আরম্ভ করেন। কতিপয় অল্পশিক্ষিত কায়স্থও এই বিতণ্ডাতে যোগদান করেন এবং ন্যায়রত্ন-মহাশয়কে অপ্রতিভ করিবার জন্য যাহা তাহা বলিতে থাকেন। এই সকল রাঢ়ীয়গণ এবং কায়স্থগণ যখন দলবদ্ধ হইয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন মাহিষ্যগণও আপন পুরোহিতগণের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমশঃ বিবাদ ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইল, তখন উভয় দলকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। মোকদ্দমা নিম্ন-আদালতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়াতে হাইকোর্টে আসিল। হাইকোর্টের জজেরা মাহিষ্যযাজী নমস্য কি না, তদ্বিষয়ে নবদ্বীপ ও বিল্বগ্রামের পণ্ডিত-সমাজের ভাষ চাহিলেন। উক্ত দুই স্থানের পণ্ডিতগণ "কৃষিকৈবর্ত্ত-যাজকাশ্চপি ব্রাহ্মণো নমস্য ইতি বিদুষাম্পরামর্শঃ"। অর্থাৎ কৃষিকৈবর্ত্তযাজক ব্রাহ্মণ নমস্য—এইরূপ ভাষ দেওয়াতে উক্ত মোকদ্দায় বিপিন বাবুর জয় হইল। উক্ত মোকদ্দমা উপলক্ষে ব্রাহ্মণভক্ত বিপিন বাবুর ২২ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল; তিনি একাকী এই ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ধন্য বিপিন বাবু! আপনি পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের সম্মানরক্ষার জন্য কি অসাধ্য সাধন না করিয়াছেন! অর্থের সদ্ব্যবহার ইহাকেই বলে। আপনি

এ জগৎ হইতে চলিয়া গেলেও নিজ কীর্ত্তিযশে অমর হইয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণবর্গের চিরদিনের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়াছেন। এই প্রকার জাতিবিদ্বেষ কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। ইত্যাকার বিবাদ বঙ্গদেশে দৈনন্দিন ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু সকল ঘটনার ঐরূপে প্রতিকার প্রাপ্ত হওয়া বড়ই দুষ্কর। কারণ ঐরূপ ক্ষেত্রে বিপিনবাবুর মত ক্ষমতাশালী লোকের সাহায্য পাওয়া যায় না; কাজেই "দুর্ব্বলের বল ভগবান্" মনে করিয়া চুপ করিয়া অপমান সহ্য করিয়া আসিতে হয়। উল্লিখিত ঘটনা সন ১৩০৯ সালের আশ্বিন মাসের "সেবিকা" সংবাদ পত্র হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল।

সন ১৩১৪ সালে যশোহর জেলার অন্তঃপাতী ঝিনাইদহ মহকুমার অধীনে ভায়না গ্রামের কায়স্থ জমিদার মাহিষ্যযাজী দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ভট্টাচার্য্যের পৈত্রিক ব্রহ্মোত্তর জমি কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ব্রাহ্মণ জ্ঞান না করিয়া যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছিত অবমানিত করিয়া জাতীয় মর্য্যাদা সম্বন্ধে হতাদর করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ আদালতের আশ্রয়গ্রহণে বাধ্য হইলে স্থানীয় কায়স্থপ্রধান আদালতে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বাদীর পক্ষে কোন উকিল পর্য্যন্ত দাঁড়াইতে স্বীকৃত হইলেন না। ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া কলিকাতা মাহিষ্য সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমিতি কর্ত্তব্যবোধে ব্রাহ্মণের মোকদ্দমার পরিচালন-ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কলিকাতা হইতে যোগ্যতম উকিল প্রেরণে প্রবৃত্ত হইল এবং ঝিনাইদহের আদালতের উকিলগণ একযোগে অসঙ্গত জাতীয়-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বাদীর ওকালতি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, মহামান্য হাইকোর্টে এফিডেভিট সহ উকিল-মোক্তারগণের বিরুদ্ধে দরখাস্ত দাখিল করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। অনন্তর জমিদার-পুঙ্গব ব্যাপার গুরুতর দেখিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অর্থদণ্ড

স্বীকার করিয়া নিগৃহীত ব্রাহ্মণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। যদি কলিকাতায় সমিতির অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের অপমানের প্রতিবিধান, বোধ হয়, ইহজগতে হইত না, এবং এবম্বিধ জাত্যাভিমানী মহাপুরুষগণের অবিমৃষ্যকারিতা অব্যাহত-প্রভাবে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইত।

সন ১৩১৬ সালে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত লালবাগ মহকুমার অধীন রাধারমণেশপুর (পূর্ব্বনাম নিস্তা) গ্রাম নিবাসী শ্রীরাধারমণেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় অত্রত্য সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য মহোদয়গণকে লইয়া সমিতি স্থাপন করতঃ স্বীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ উন্নতিবিধান করিতেছিলেন। ইহা বিরুদ্ধবাদিগণের চক্ষুঃশূল হইয়া বিদ্বেষবহ্নি-স্ফুলিঙ্গতাপে অনুদিন তাহাদিগকে পরিতাপিত করিতে লাগিল। পরিশেষে কিছুতেই কিছু করিতে না পারিয়া পুলিশের সহিত সংযোগে জাতীয় সাম্প্রদায়িক সমিতিকে স্বদেশী সমিতি বলিয়া প্রধান উদ্যোগী মেম্বর শ্রীযুক্ত রাধারমণেশ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ অন্য চারিজন পরিচালককে পুলিশ চালান দিয়াছিল। কিন্তু ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইল—আসামিগণ বেকসুর খোলসা পাইলেন; বিপক্ষগণ রণে ক্ষান্ত দিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। সমিতির ব্যয়সঙ্কুলনার্থ মেম্বরদিগের চাঁদা আদায় হইতেছিল। কতিপয় মাহিষ্যকুলাঙ্গার বিপক্ষদিগের সহিত যোগ দিল। স্থানীয় পুলিশ বিপক্ষগণের যোগে শান্তিভঙ্গ নিবারণ অছিলায় ১০৭ ধারায় মোকদ্দমা রুজু করিয়া উক্ত পাঁচজন মেম্বরগণের প্রত্যেককে ১০০৲ টাকার মোচলেকায় আবদ্ধ করিল। জজকোর্টে আপীল হইলেও কোন ফল হইল না; নিম্ন আদালতের রায়ই বাহাল রহিল। পরিশেষে রাধারমণেশ বাবু কলিকাতা বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সমিতির সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, মাহিষ্যকুল-প্রদীপ শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকার বি, এল, এবং শ্রীযুক্ত বাবু বৈদ্যনাথ

দত্ত মহাশয়কে উকিল নিযুক্ত করিলেন। হাইকোর্টের জজ অনারেবল জষ্টিস মিঃ দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের বিচারে আসামিগণ বেকসুর খোলসা পাইয়াছেন। ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছে—সাধুর পরিত্রাণ হইয়াছে।

আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব। বঙ্গের কায়স্থগণ উন্নতিশীল জাতি, তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা দর্শনে বাস্তবিক চমৎকৃত হইতে হয়। কায়স্থগণের মধ্যে এমন সাধু ব্যক্তি আছেন যে, এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় অপেক্ষা কিছুতেই নিম্নতর শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করেন না, নিম্নলিখিত ঘটনা ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রামনিবাসী কায়স্থকুলপাত জমিদার বসু-মল্লিক-বংশ হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জেলায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত—বিশেষ বুনিয়াদি বংশ বলিয়া পরিচিত। আন্দুল অঞ্চলে যত কিছু সাধারণের হিতকর কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সকল গুলির কর্ত্তাই মল্লিক বাবুগণ। আন্দুলের হাইস্কুল তাহার একটি নিদর্শন। এই মল্লিকবংশের ৺ যোগেন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের নাম এখনও অনেকের হৃদয়ে অঙ্কিত আছে। তাঁহার দয়া সার্ব্বজনীন ছিল, তাঁহার মার্জ্জিত বুদ্ধি কোন কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া সঙ্কীর্ণ হয় নাই। দীন দুঃখীর ক্লেশ দেখিলে যোগেন্দ্র বাবুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত এবং যথাসাধ্য তাহার প্রতিকার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হইতেন। তিনি অন্যায় অযৌক্তিক কার্য্যের প্রশ্রয়দাতা ছিলেন না। আন্দুল অঞ্চলের ঘরে ঘরে তাঁহার গুণ-গরিমার কথা এখনও প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যোগেন্দ্রবাবু দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন ভাবিতেন না। তিনি এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কিরূপ আদরের চক্ষে দেখিতেন তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি একদিনের জন্যও

তাঁহার প্রতিবাসী কতিপয় দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করিতেন না, বরং বহুসম্মানের সহিত তাহাদিগকে পূজা করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বসু মল্লিকের বিবাহ উপলক্ষে আন্দুলমৌড়ির রাঢ়ীয়শ্রেণী ও দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে তুল্যরূপে সামাজিক দিবার প্রস্তাব করেন। তাহাতে তাঁহার কর্ম্মচারী শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ মহা আপত্তি উত্থাপন করিয়া ন্যায়নিষ্ঠ যোগেন্দ্রবাবুর মন কিছুতেই বিচলিত করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তাঁহারা মৌড়ির তিলিবংশীয় জমিদার অন্নদাপ্রসাদ কুণ্ডু চৌধুরীর শরণাপন্ন হইলে অন্নদাবাবু যোগেন্দ্রবাবুর কার্য্যে ঘোরতর প্রতিবাদ করতঃ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, যেন কিছুতেই দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় তুল্যরূপে সামাজিক দিয়া বিদায় করা না হয়। যোগেন্দ্রবাবুর ন্যায় স্বাধীনচেতা পুরুষসিংহ অন্যায় অনুরোধে ভ্রান্ত হইয়া ন্যায়পথ হইতে বিচ্যুত হইলেন না। তিনি প্রত্যুত্তরে অন্নদাবাবুকে দুইটী প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন—(১) দ্রাবিড় শ্রেণীর কোন ব্রাহ্মণ গাত্রে অতর্কিতভাবে অন্নদাবাবুর পদস্পর্শ হইলে অন্নদাবাবু উক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিবেন কি শূদ্রোচিত নমস্কার করিবেন? (২) শ্বেত ও কৃষ্ণ তুলসীর মর্য্যাদা বিচার ক্ষমতা শূদ্রের আছে কিনা? এই দুইটী প্রশ্নের উত্তরদানে অন্নদা বাবু অসমর্থ হইলে রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ রণে ভঙ্গ দিলেন। তৎপরে যোগেন্দ্র বাবু রাঢ়ীয় ও দ্রাবিড়ী ঠাকুরগণকে তুল্যরূপে সামাজিক বিদায়ে পূজা করিলেন।

যোগেন্দ্রবাবুর কনিষ্ঠ নগেন্দ্রবাবু নিজবাটীর সম্মুখে দেবমন্দির গঠন করিয়া দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দ্বারাই দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়া দেবসেবা কার্য্যে দ্রাবিড় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকেই নিয়োজিত রাখিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণদিগকে অযথা

গালাগালি দিয়াছেন। কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে বিশ্বকোষের অবতারণা ইহা সকলেই জানেন। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় নহে, তাহা শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্গে বৈশ্যনির্ণয়" গ্রন্থে, যদুনাথ গুপ্ত প্রণীত "বল্লাল মোহমুদ্গর", "হঠাৎ ক্ষত্রিয়" প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থে বিশ্বকোষের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। কোন জাতিকে গালি দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নহে। কায়স্থ বর্ম্মা হউন বা শর্ম্মাই হউন, তাহাতে অন্যজাতির ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, তবে যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে বোধ হয়, কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের উপরেই স্থান প্রাপ্ত হইবেন; কারণ সাধারণ লোকে বলিয়া থাকে যে "কায়স্থ ব্রাহ্মণ"; অতএব কথায় যখন "কায়স্থ ব্রাহ্মণ" লইয়াছে, তখন ক্রমে ক্রমে কার্য্যতঃই কায়স্থজাতি ব্রাহ্মণের উপর উঠিয়া বসিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? হে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-গণ! আপনারা যাঁহাদিগকে ভৃত্যভাবে আনিয়াছিলেন, যাহারা উপাধির অগ্রে দাস শব্দ ব্যবহার করিয়া ধন্য মনে করিতেন, আজ তাঁহারা ব্রাহ্মণের ভৃত্যত্ব স্বীকার না করিয়া প্রকাশ করিতেছেন যে, পাঁচজন কায়স্থদের পূর্ব্বপুরুষ যখন এদেশে প্রথম আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা কনোজ হইতে ৫ জন পাচক ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে আনিয়াছিলেন"। ইহার টীকা টীপ্পনী অনাবশ্যক। অতএব ব্রাহ্মণগণ সাবধান হউন।

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বিশ্বকোষে "কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ" সম্বন্ধে যে গল্প তুলিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিবার আবশ্যক হইয়াছে। তিনি গল্পটী স্কন্দ-পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড হইতে তুলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বকোষে প্রকাশ করিয়াছেন।* গল্পটী এই—

"ভগবান পরশুরাম সহ্যাদ্রিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, গিরিতট বিধৌত করিয়া কল্লোলময় উত্তাল তরঙ্গকুল সমুদ্র প্রবাহিত হইতেছে।

---

* পরশুরাম কি ব্রাহ্মণ-প্রস্তুত-করণের কল?

Is Parasurama a Brahmin producing Machine?

পরশুরাম সমুদ্রকে অবিলম্বে সরিয়া যাইতে আদেশ করিয়া পরশু নিক্ষেপ করিলেন। যেখানে পরশু গিয়া পড়িল, সেইস্থানে সমুদ্রের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইল। জল সরিয়া গেলে সহ্যাদ্রি হইতে নামিয়া দেশ দেখিতে পাইলেন, দক্ষিণে কন্যাকুমারী হইতে উত্তরে নাসিকা ত্র্যম্বক পর্য্যন্ত তাহার সীমা! ভার্গব সেখানে কৈবর্ত্ত পাঠাইয়া তাহাদের বড়িশে জাল ছিঁড়িয়া যজ্ঞসূত্র করিয়া দিলেন। এইরূপে ভার্গব সেই কৈবর্ত্তদিগকে বিপ্র করিয়া লইলেন। তাহাদিগকে বর দিলেন, এই যে তোমাদের স্বদেশ—এখানে কখন দুর্ভিক্ষ হইবে না, এই ভূমি শস্যশালিনী হইবে। তোমাদের যখনই কোন বিপদ্ ঘটিবে, আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিয়া তোমাদের বিপদ্ নিবারণ করিব এই বলিয়া ভার্গব চলিয়া গেলেন। কিন্তু সেই বিপ্ররূপে কৈবর্ত্তগণের মনের সন্দেহ হইল। তাহারা পরশুরামের বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য সকলেই উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে পরশুরামকে ডাকিতে লাগিল। অবিলম্বে পরশুরাম আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নষ্টামি জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই অভিসম্পাত করিলেন, "তোরা আজ হইতে কদন্নভোজী, ছিন্নবস্ত্রধারী ও অপ্রসিদ্ধ স্থানে শ্লাঘনীয় হইয়া থাকিবে।" ভার্গব এইরূপে অভিসম্পাত করিয়া সেস্থান হইতে গমন করিলেন, শাপগ্রস্ত ও দুঃখার্ত্ত কৈবর্ত্ত-ব্রাহ্মণগণ শূদ্রপ্রায় হইয়া পড়িল।

"কন্যাকুম্যরী চৈকত্র নাসিকাত্র্যম্বকঃ পরঃ।
সীমারূপেণ বিদ্যেতে দক্ষিণোত্তরতঃ শুভৌ॥ ২৯
শতযোজনায়ামঞ্চ বিভেদে সপ্তধাতলম্।
আব্রহ্মণ্যে তদাদেশে কৈবর্ত্তান্ প্রেষ্য ভার্গবঃ॥ ৩০
ছিত্ত্বা সবড়িশং কণ্ঠে যজ্ঞসূত্রমকল্পয়ৎ।
দাসানেব তদা বিপ্রান্ চকার ভৃগুনন্দনঃ॥ ৩১

ক্ষৌণীতলে যদযদস্তি পুনস্তত্র সসর্জ্জ তৎ।
বরং দদৌ স্বদেশেভ্যো দুর্ভিক্ষং মা ভবত্বিতি ॥ ৩২
ইতি দত্বা বরং তেভ্যো জামদগ্ন্যঃ কৃপানিধিঃ।
গোকর্ণং প্রযযৌরামো মহাবল দিদৃক্ষয়া ॥
তৎ সত্যমনৃতং বেত্তি পরীক্ষাং কুর্ম্মহে বয়ম্।
ইতি সর্ব্বে সমালোচ্য রামেত্যুচ্চৈঃ প্রচুক্রুস্তঃ ॥ ৪১
আক্রন্দিতং তদা তেষাং শ্রুত্বা রামঃ কৃপানিধিঃ।
প্রাদুরাসীৎ পুরোভাগে দেবর্ষি-ভার্গবঃ স্বয়ম্ ॥ ৪২

ভার্গব উবাচ।

কিমর্থং ক্রন্দিতং বিপ্রা ভবদ্ভির্মিলিতৈরিহ।
কিং দুঃখং ভবতামদ্য নাশয়াম্যচিরাদহম্ ॥ ৪৩
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুচুস্তে ভয়াম্বিতাঃ।
ন কিঞ্চিদপি সংপ্রাপ্তং দুঃখং ত্বৎকৃপয়া বিভো ॥ ৪৪
জল্পিতং ভবতা সত্যমনৃতং বেত্তি শঙ্কিতৈঃ।
কেবলং তু পরীক্ষার্থং ক্রন্দিতং মিলিতৈঃ প্রভো ॥ ৪৫
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ক্রোধ সংরক্তলোচনঃ।
নির্দহন্নিব নেত্রাভ্যামালোকয়ৎ চ ভূসুরান্ ॥ ৪৬
শশাপ তান্ তদা বিপ্রান্ জমদগ্নি-কুমারকঃ।
কদন্নভোজিনো যূয়ং চেলখণ্ড ধরা ভূবি ॥ ৪৭
অপ্রসিদ্ধাবন-স্থানে শ্লাঘণীয়া ভবিষ্যথ।
শপ্ত্বেত্থং ভার্গবো রামো মহেন্দ্রং তপসে যযৌ ॥ ৪৮
গতেতু ভার্গবে রামে তৎক্ষেত্রস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
শাপগ্রস্তাঃ সুদুঃখার্ত্তাঃ শূদ্রপ্রায়াস্তদাভবন্ ॥" ৪৯

সহ্যাদ্রিঃ উত্তরার্দ্ধ ৭ম অধ্যায়

ঠিক এইরূপ গল্প মহারাষ্ট্র কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দ-পুরাণে লিখিত হইয়াছে যে—"মাতৃহন্তা পরশুরাম তীর্থ-পর্য্যটনের নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করেন। তিনি শ্রাদ্ধে ও যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভ্যর্থনায় ঋষিরা আগমন করিলেন না—উহাতে ভার্গবমুনি কুপিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি নূতন কর্ত্তা নূতনক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, অতএব কেন ব্রাহ্মণেরা আগমন করিলেন না। আমি নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিব, এইরূপ মনে ধারণা করিয়া সূর্য্যোদয়কালে স্নানের নিমিত্ত সাগরে গমন করিলেন। তিনি সহসা চিতাস্থানে কতকগুলি লোককে আগমন করিতে দেখিলেন, তাহাদের ষাটটী কুলের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করতঃ সর্ব্ব-বিদ্যায় সুলক্ষণযুক্ত ব্রাহ্মণ্য প্রদান করিলেন। চিতাস্থানে পবিত্র হওয়ায় এই সকল ব্রাহ্মণেরা চিৎপাবন বা চিত্তপাবম সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেন। পরশুরাম বলিলেন, "তোমরা কোন কার্য্যের জন্য যখনই স্মরণ করিবে, তখনই আমি আগমন করিব।"

"অনন্তর রাম সেই সকল ব্রাহ্মণকে নিজগৃহে আনয়ন করতঃ নামানুসারে গোত্র প্রদান করিলেন। গোত্রনামানুসারে চতুর্দ্দশটী কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। এই সকল ব্রাহ্মণেরা—গৌরবর্ণ, সুনয়ন এবং সুশ্রী। পরশুরামের প্রসাদে ঐ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। বহুদিন হইল, ব্রাহ্মণেরা নিজকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। একদা কুবুদ্ধি-বশতঃ প্রভুর চিত্ত-পরীক্ষার অভিপ্রায়ে ভার্গব মুনিকে স্মরণ করিলেন। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি তৎক্ষণাৎ উপস্থিত। কোন কার্য্য না দেখিয়া জগদ্‌গুরু পরশুরাম ক্রোধে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। তাহাতে ঐ ব্রাহ্মণেরা কুৎসিত-চিত্ত ও দরিদ্র হইল; সর্ব্বত্র চাকুরী করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিল। ইহাই চিত্তপাবনদিগের উৎপত্তির ইতিহাস। সহ্যপর্ব্বতের উপত্যকায় চিত্রপোলনামক গ্রাম ইহাদের আদিম বসতিস্থান।"

"শ্রাদ্ধার্থং চৈব যজ্ঞার্থং মন্ত্রিতাঃ সর্ব্বব্রাহ্মণাঃ।
নাগতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধোঽভূদ্ভার্গবো মুনিঃ॥
ময়া নূতন কর্ত্ত্রা বৈ ক্ষেত্রং নূতন নির্ম্মিতং।
নাগতাঃ ব্রাহ্মণো সর্ব্বে কারণং কিং প্রয়োজনম্॥
ব্রাহ্মণা নূতনাঃ কার্য্যাঃ এবং চিত্তানুগ্রহং।
সূর্য্যোদয়েতু স্নানার্থং গতঃ সাগরদর্শনে॥
চিতাস্থানে তু সহসা হ্যাগতাংশ্চ দদর্শ সঃ।

* * *

ষষ্ঠিকুলং তেষাং শ্রুত্বা পবিত্রমকরোত্তদা।
ব্রাহ্মণ্যঞ্চ ততোদত্তা সর্ব্ববিদ্যা সুলক্ষণম্॥
চিতাস্থানে পবিত্রত্বাচ্চিত্তপাবন সংজ্ঞকাঃ।
সর্ব্বকালে স্মরেন্নৈব কার্য্যার্থে চাগতোঽস্ম্যহং॥
এবং হি চাশিষস্তেষাং দত্ত্বা তু ভার্গবো মুনিঃ।
আগত আলয়ে শ্রেষ্ঠস্ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ প্রভুঃ॥
এবং চনূতবান্ বিপ্রান্ দদ্যাদ্ গোত্রাণি নামতঃ।
চতুর্দ্দশ গোত্র কুলাঃ স্থাপিতাশ্চতুরঙ্গকে॥
সর্ব্বে চ গৌরবর্ণাশ্চ সুনেত্রাশ্চ সুদর্শনা।
সর্ব্ব বিদ্যানুকূলাশ্চ ভার্গবস্য প্রসাদতঃ।
গতং বহুদিনং দেবি! স্বকার্য্যং কৃতবান্ স্থিতঃ।
কুচোদ্যং চৈবমাদায় স্বামিবুদ্ধিপরীক্ষণাৎ॥
অকার্য্যং কুরুতে কার্য্যং স্মরতে ভার্গবং মুনিং।
আগত স্তৎক্ষণাদেব পূর্ব্বোক্তস্য চ কারণাৎ॥
তন্নৈব দৃশ্যতে কৃত্যং ক্রোধিতশ্চ জগদ্গুরুঃ।

শাপিতাস্তেন যে বিপ্রা নিন্দ্যাশ্চৈব কুচিত্তকাঃ।
শাপং চ প্রাপ্য তে তস্য কুটিলাশ্চ দ্ররিদ্রণঃ
সেবাং সর্ব্বিত্র কর্ত্তার ইদং নিশ্চয় ভাষণম্।
ইতিহাস কথা দেবি তবাগ্রে কথিতা ময়া
চিৎপাবনস্য চোৎপত্তিরিদং চৈব তু কারণম্
সহ্যাদ্রেশ্চতলে গ্রামশ্চিত্তপোলন নামতঃ।”

স্কন্দপুরাণ সহ্যাদিখণ্ড উঃ ১মঃ অধ্যায়।—বিশ্বকোষ।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ড উত্তরার্দ্ধে ১ম অধ্যায়ে কোকণস্থ চিৎপাবন ব্রাহ্মণদিগের প্রতি পরশুরামের বরদান ও অভিসম্পাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। আবার ঐ পুরাণের ৭ম অধ্যায়ে পরশুরাম কর্ত্তৃক জালিক কৈবর্ত্ত-দিগের জাল ছিঁড়িয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ বরদান ও সেই একরূপ অভিসম্পাতের কথা লিখিত হইয়াছে। ইহাতেই কি বোধ হইতেছে না যে, এই সকল গল্প কল্পিত ও শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত। পরশুরাম প্রথমে যখন কোকণস্থ ব্রাহ্মণগণকে বরদান করিয়া ঠকিলেন, তখন আবার জালজীবী কৈবর্ত্তগণকে ব্রাহ্মণ করিয়া তদ্রূপ বরদান করা ভার্গবের পক্ষে কতদূর সম্ভব, তাহা পাঠক মহাশয় বিবেচনা করুন। এই শ্লোকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত নহে, তাহার নিশ্চয়তা কি? পরশুরাম কি ব্রাহ্মণপ্রস্তুতকারী বিধাতা?

পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত তাঁহার “দক্ষিণাপথ ভ্রমণ” নামক পুস্তকের ২১০ পৃষ্ঠায় স্কন্দ পুরাণের পরশুরামের অভিসম্পাত-ব্যঞ্জক শ্লোক-গুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—

“প্রত্যেক দেশেই কোন না কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ২।৪টী বিরুদ্ধ বচন দেখিতে পাওয়া যায়, উহা সাম্প্রদায়িক ঈর্ষার ফল ভিন্ন কিছুই নহে। পরাধীনতার ফলে পুরুষকার বিহীন হইলেই মানুষের কাপুরুষতা

ও বিদ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হয়, তজ্জন্যই এই সকল বচন উৎপত্তি লাভ করে।”

বাস্তবিক কোকনস্থ চিৎপাবন ব্রাহ্মণকুলে মহামহোপাধ্যায় বাপুদেব শাস্ত্রী ও বালশাস্ত্রীর ন্যায় জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ৺গোপীচন্দ্র, ৺বংশীবদন উথাসিনী, মহিষাদল রাজ-পণ্ডিত ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ ও তৎপুত্র রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন, গড়-ভবানিপুরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত ৺রামজীবন স্মার্ত্ত-বাগীশ প্রভৃতি কত কত কৃতবিদ্য ও ক্ষমতাশালী পণ্ডিত দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহারা প্রত্যেকে স্কন্দ-পুরাণের ন্যায় এক একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিতেন।

যখন ক্ষত্রিয়-রাজ বাসুদেব বঙ্গে এবং বীর ভগদত্ত আসামে (প্রাগ্-জ্যোতিষপুরে) শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন মহাভারতীয় যুগ। অতএব মহাভারতের সময়ে গৌড়ে যে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। যে গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্রে বঙ্গভূমি একসময়ে মুখরিত ছিল, যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যতেজে আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে মহারাজ জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রাহ্মণ-সমাজ এখন কাল-মাহাত্ম্যে মুহ্যমান ও নিষ্প্রভ। এখনও দিল্লী অঞ্চলে গৌড়-ব্রাহ্মণের সংখ্যা যথেষ্ট আছে। ইহাদের সামাজিক নিত্য-নৈমিত্তিক-আচার ব্যবহারে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সামাজিক পদ্ধতির সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। জাতকর্ম্ম—বিবাহ ও ঔর্দ্ধদেহিক সংস্কারাদি কার্য্যে বড় একটা প্রভেদ নাই। বিবাহের অঙ্গ গাত্রহরিদ্রা, আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যন্ন, অধিবাস, নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, বরযাত্রা, জামাতৃবরণ, স্ত্রী-আচার, মাল্যদান, সম্প্রদান, বাসর, কুশণ্ডিকা, সপ্তপদীগমন, ফুলসজ্জা ও পাকস্পর্শ প্রভৃতি বৈবাহিক ব্যাপারগুলি পশ্চিমাঞ্চলের গৌড়ীয় ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। উক্ত গৌড়-ব্রাহ্মণ হইতে গৌড়ত্যা

নামে এক সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ সমাজ আছে। তাঁহারা বলেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাজ জন্মেঞ্জয়ের নিকট প্রভূত ভূম্যাদি দান পাইয়া চিরকালের জন্য গৌড় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহাদের 'গৌড়তগা" নাম হয়। "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" প্রণেতা বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার পুস্তকের ৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত বৃত্তান্ত লিখিয়া উপসংহারে বলিতেছেন যে, "সপ্তশতী প্রভৃতি এখানকার আদি ব্রাহ্মণগণই প্রাচীনতম গৌড় ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া অনুমিত হয়।" এক্ষণে নগেন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাঁহার ব্যবহৃত "প্রভৃতি" শব্দে সপ্তশতী ছাড়া কোন্ ব্রাহ্মণসমাজকে বুঝাইতেছে? পাঠকগণ ৪র্থ অধ্যায়ে প্রমাণ পাইয়াছেন যে, রাঢ়ীয় কুলঞ্জ নুলোপঞ্চানন ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন যে,—

পঞ্চ গোত্র ছাপ্পান্ন গাঁই
তা ছাড়া বামণ নাই—
যদি থাকে দু' এক ঘর
সাতশতী আর পরাশর।

বোধ হয়, বিদ্বেষবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া নগেন্দ্রবাবু পরাশরের নাম গুপ্ত রাখিলেন। নতুবা তাঁহার বিশ্বকোষে স্কন্দ-পুরাণের কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপাইয়া গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের প্রতি অযথা গালিবর্ষণ করিবার সুবিধা পাইবেন কেন?

নবম অধ্যায়।

আত্মকথা।

এ পর্য্যন্ত আত্মকথা কিছুই বলা হয় নাই। গৌড়াদ্য বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিশুদ্ধতা রাঢ়ীয় ঘটকঠাকুরগণের কারিকা হইতেই প্রমাণ করিয়া আসিয়াছি। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানসপুত্র বোঢ়ু ঋষি হইতেই এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি—

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চ সুরীশ্চৈব বোঢ়ুপঞ্চশিখস্তথা"।

আহ্নিকাচার-তত্ত্বম্।

এই বোঢ়ুর বোচু ও অন্যান্য ঋষিপুত্রগণ ভগবান জৈমিনির নিকট সামবেদ শিক্ষা করেন। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, বোঢ়ুপুত্র ও অন্যান্য ঋষিকুমার ব্যাসের নিকট সামবেদ শিক্ষা করেন।

শৃণু বৎস! বোঢ়ুপুত্র বোচু স্ত্বংকৃতী কুশলী।
বেদভেদঞ্চ জ্ঞাতোঽসি গচ্ছ গৃহম্ যথা সুখম্" ॥—গীতার্ণব।

হে বৎস! শ্রবণ কর। বোঢ়ুপুত্র বোচু তুমি সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী এবং বেদের ভেদ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছ; অতএব পরমসুখে গৃহে গমন কর।

মাহিষ্যবীর-বাহিনী নর্ম্মদাতটস্থ দেশ হইতে বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্য ভারত ভেদ করিয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত, বালিসীতা, তুর্গ তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতপপুর—এই পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। বোঢ়্ মহর্ষির বংশধরগণই সঙ্কীর্ণ ক্ষত্রিয় মাহিষ্য কৈবর্ত্তের যাজনকার্য্যে ব্রতী হন। ময়নাগড় বিজয়ী গোবর্দ্ধনান্দ বাহুবলীন্দ্র রাজাধিরাজের পৌষীয় পূর্ণিমায় রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে দ্রাবিড় হইতে বোঢ়্‌বংশীয় ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করা হইয়াছিল। পরে জানুখণ্ডী মহাশয় কাশীযোড়া পরগণার অন্তর্গত জানুখণ্ডী দীঘি প্রতিষ্ঠাকালে দ্রাবিড় হইতে বোঢ়্‌বংশজ সাগ্নিক বিপ্রগণকে আনয়ন করিয়াছিলেন। ঐ সকল বেদবিদ্ সাগ্নিক বিপ্রগণ স্ব স্ব দেশে প্রত্যাগমন না করিয়া মাহিষ্য রাজাধিরাজগণের আশ্রয়ে বসবাস করিতে থাকিলেন। কালে গৌড়ীয় আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া গৌড়াদ্য দ্রাবিড় বৈদিক বলিয়া পরিচিত হইতে লাগিলেন। যে সময় আহম্মদ সা দুরানি ভারতবর্ষের রাজছত্র ধারণ করিয়া অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে, সেই সময় তাহার দৌর্জ্জন্যের কারণ নিজ নিজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়সহ মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণ দক্ষিণ দেশ হইতে উত্তর দেশে সুশোভন গঙ্গাতীরে মেট্যারী নামক গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। শ্রীমৎ গদাধর ভট্ট দ্রাবিড়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজের বৃহৎ কুলঞ্জী লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্বে মহাপণ্ডিত হাণ্টার সাহেব এই কুলঞ্জীর কথা তাঁহার ষ্টাটিষ্টিকেল্ একাউণ্টে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মান্দ্রাজদেশীয় প্রথিতনামা জগদ্বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত, মান্দ্রাজের মহামান্য হাইকোর্টের উকিল ও মান্দ্রাজের বৈদিক-ধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার সম্পাদক ৬ পার্থসারথী আয়াঙ্গারের নিকট হইতে বহুকষ্টে মাহিষ্যকুল প্রদীপ কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান্ প্রকাশচন্দ্র সরকার উহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা স্থানান্তরে উদ্ধৃত হইল। বঙ্গের শেষ রাজা লক্ষ্মণ

সেনের রাজসভায় উমাপতিধর, গীতগোবিন্দ রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী, ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য সভাসদ ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে পণ্ডিতাগ্রগণ্য গোবর্দ্ধনাচার্য্য দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি মাহিষ্য ও মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত কারিকাকারে লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচয় বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্ত-সমুদ্র" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন; কিন্তু সম্বন্ধনির্ণয়-কর্ত্তা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি বলিয়াছেন যে, পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-প্রণেতা লিখিয়াছেন, তিনি মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কি দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহার প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলে, অগ্রে দেখিতে হইবে যে, রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের যে সমস্ত মেল-রহস্য মেল চন্দ্রিকা, মেল কাণ্ড প্রভৃতি যে সমস্ত কুলকারিকা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের প্রণয়নকর্ত্তা কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ? পাঠক মহাশয় দেখিবেন যে, এই সমস্ত কুলপঞ্জিকার প্রণয়নকর্ত্তা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; বারেন্দ্র অথবা অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজের কুলপঞ্জিকা প্রস্তুত করিয়া যান নাই। স্বশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত না লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিবার আবশ্যকতা অসম্ভব। সেইরূপ বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ-সমাজের কুলপঞ্জিকা-প্রণয়নকর্ত্তা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি রাঢ়ী বা অন্য কোন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না। পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ হইয়া মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড়শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের ইতিবৃত্ত কারিকাকারে লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা কতদূর সম্ভবপর, তাহা পাঠক মহাশয় বিচার করিবেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, যদি ইহাও তর্কস্থলে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ সমাজের গৌরবের কথা যে রাঢ়ীয় শ্রেণীর পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্য মাহিষ্যযাজী দ্রাবিড় বৈদিক শ্রেণীর

ব্রাহ্মণ সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন—ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর কি আছে? পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের কারিকা প্রকাশবাবু প্রকাশ করিতেছেন।

কথিত হইয়াছে যে, প্রজাপতি ব্রহ্মার মানস পুত্র বোঢ়ু ঋষির বংশধরগণ দ্রাবিড় দেশ হইতে মাহিষ্য রাজাধিরাজগণের দ্বারা সমাদরে আনীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারাই পরে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণের সহিত যৌন সম্বন্ধে মিলিত হইয়া গৌড়ের দ্রাবিড় বৈদিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" লক্ষ্মীর শান্তি নিকেতন রূপা বঙ্গভূমির এমনই মহীয়সী মোহিনী শক্তি যে, যাঁহারা একবার এই লীলা-ক্ষেত্রের বিলাস-বিলসিত জলবায়ুর আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাঁহারা বঙ্গভূমি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বঙ্গে ষড়ঋতু সমভাবে রাজত্ব করিতেছে। নিদাঘের তাপাতিশয্যে, প্রাবৃটের প্রবল ধারাবর্ষী মেঘমালার সহাস্য গর্জ্জনে, শরতের কৌমুদীশোভিত শারদীয় সৌন্দর্য্যে, শীতের শিশিরসিক্ত হিমানী-বিধৌত শস্য-ক্ষেত্রের মোহনীয় দৃশ্যে, বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় প্রবাহে উচ্ছ্বসিত স্বভাব সুন্দরীর প্রাণোন্মাদকারী বেশ-পারিপাট্যে বঙ্গবাসিগণের দেহ, প্রাণ ও মন সদাই উৎফুল্ল এবং উন্নতি-পথে অগ্রসর। যে বঙ্গভূমি একসময়ে (মনুসংহিতা রচনাকালে) আর্য্যগণের আবাসের অযোগ্য ছিল, সেই বঙ্গভূমিকে আর্য্যগণ জন সংখ্যার বাহুল্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণসহ ন্যূনাধিক ৫০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিংস্রজন্তু সমাকীর্ণ অরণ্যানী বিদূরিত করিয়া সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন, পূজনীয় ঋষিগণ বৈদিক মন্ত্রে বঙ্গদেশকে সঞ্জীবিত করিয়া বঙ্গের আকাশ মণ্ডল যজ্ঞীয় গিরিধূমে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। মহাভারতে গৌড়ীয় বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্য তেজের কথা বর্ণিত আছে।

মহারাজ যুধিষ্ঠির তীর্থ-ভ্রমণ সময়ে বঙ্গদেশে শুভাগমন পূর্ব্বক গঙ্গা-

সাগর-সঙ্গমে স্নান করিয়া উড়িষ্যার একাম্রকানন (বর্ত্তমান ৺ভুবনেশ্বর দেব) দর্শন মানসে কলিঙ্গদেশের বৈতরণী নদী পার হইয়া গিয়াছিলেন। বর্ত্তমান আসানসোল মহকুমার অন্তর্গত অণ্ডাল সাঁইথিয়া রেল লাইনের উখরা ষ্টেসনের নিকট অজয় নদের তীরে কিছুসময় অতিবাহিত করেন। তিনি যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজা করিতেন, এখনও সেই শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছে। পাণ্ডবেশ্বর নামেই তিনি পূজিত হইয়া থাকেন। স্থানটী পাণ্ডবেশ্বর নামে অভিহিত, নিকটেই রেলষ্টেশন; ইহারও নাম পাণ্ডবেশ্বর রেল ষ্টেশন। স্থানটী দেখিলেই বনবাসের উপযোগী শান্তি নিকেতন বলিয়া অনুভব হয়। নিকটে অজয়তীরে ছোট ছোট পাহাড়গুলির স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোহর। দেবসেবার জন্য বহুতর নিষ্কর জমি প্রদত্ত হইয়াছে। উখরার মহান্ত রাজের হস্তে দেব সেবার ভার অর্পিত আছে; নিকটেই অজয়পারে ভীমগড় বলিয়া স্থান রহিয়াছে। মধ্যম পাণ্ডবের শুভাগমন স্মরণার্থ ভীম একাদশীর দিবস এখনও মেলা বসিয়া থাকে। সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে যে, পাণ্ডবগণ যখন বন ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা এইস্থানে কিছুদিন ছিলেন। স্থানীয় লোকে পুণ্য কামনায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া আইসেন! বন ভ্রমণের সময় বঙ্গদেশে মহারাজ যুধিষ্টির যে শুভাগমন করিয়াছিলেন পাণ্ডবেশ্বরের মঠ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি দেখিয়ছিলেন, বঙ্গের আদিবৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদমন্ত্রে বঙ্গের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইত।

সূর্য্যকুলধুরন্ধর মহারাজ রঘুর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন।

"স সেনাং মহতীং কর্ষণ্ পূর্ব্বসাগরগামিণীম্।
বভৌ হরজটাভ্রষ্টাং গঙ্গামিব ভগীরথঃ॥ ৩৪
পৌরস্ত্যানেবমাক্রামং স্তাং স্তান জনপদান জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৬

বঙ্গানুৎখায় তরসানেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ ৩৭
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইবতে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত প্রতিরোপিতাঃ॥ ৩৯
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধ-দ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকল দর্শিত পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥ ৪০

রঘুবংশ ৪র্থ সর্গঃ।

অর্থাৎ—"মহারাজ রঘু, বিপুল সৈন্য বাহিনী লইয়া তালবন বিটপী শোভিত পূর্ব্ব সাগরের শ্যামবর্ণ উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে, বঙ্গীয় রাজগণ রণতরি সাহায্যে যুদ্ধে উপস্থিত হইলে, তিনি রাজগণকে পরাস্ত করিয়া গঙ্গাগর্ভে দ্বীপপুঞ্জে জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। পরিশেষে রাজগণ বিপুল ধন দিয়া বশ্যতা স্বীকার করিলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে নিজ নিজ পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া হস্তি সেতু দ্বারা কপিশা (কাঁসাই) নদী উত্তীর্ণ হইয়া উৎকল কলিঙ্গ দেশাভিমুখে যাত্রা করেন।"

রাজা রঘু বঙ্গদেশ জয় করিলেও তিনি নিজে কোন রাজ্যস্থাপন করেন নাই, কিন্তু আর্য্য মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ সরযূনদীর তটদেশ হইতে বিজয় যাত্রায় বহির্গত হইয়া মধ্যভারত ভেদপূর্ব্বক কর্ণাট হইয়া মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অঞ্চলে তাম্রলিপ্ত বালিসীতা, তুর্কা, সুজামুঠা ও কুতপপুর এই পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।

"The Kaibarttas are probably an offshoot of a race or tribe whose original seat was in the up-country. They say that their ancestors lived on the banks of the Saraju or Gogri in Oudh* * * When the forefathers of the present Kaibarttas migrated from their original home on the bank of the Saraju, their route probably lay along the Eastern limit of the tableland in Central India

and tradition assigns their first appearance in the district of Midnapore to Sakabda 882. They were led by five chiefs who established as many separate chieftaincies in the district :—1 Tamralipta or Tamluk, 2 Balisita, 3 Turka, 4 Sujamutha, 5 Kutabpur.

Gobardhananda was the founder of the Mayna family. He defeated Sridhar Hui and took possession of his post.

The Sujamutha family is now extinct. Its last representative died a pauper some time ago. The Tamluk and Kutabpur families, though not extinct, have been reduced to indigence. Babu Kali Prosanna Gajendra Mahapatra of Khandrui is the lineal descendant of the Kaibartta Chief who found his head quarter at Turka."

District Census Report, Midnapore 1891. P—4.

হাণ্টার সাহেবও তাঁহার ষ্ট্যাটিসটিকেল একাউণ্টে সরযূনদীর তটদেশ হইতে মাহিষ্য ভূপালগণের বিজয় যাত্রার কথা উল্লেখ করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলে উক্ত ৫টী রাজ্য স্থাপনের কথা লিখিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আগমন [illegible] সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তীর কল্পনা করিয়াছেন তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তমলুক রাজবাটীতে রক্ষিত বংশলতা অনুসারে দেখা যায় যে, মাহিষ্য বীরগণ পৌরাণিক কালেই রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীমৎসেবানন্দ ভারতী মহাশয় তাঁহার "তমলুকের ইতিহাস" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে,— মহাভারতীয় যুদ্ধের অবসানে মাহিষ্য বীর-বাহিনী নর্ম্মদা নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ হইতে অগ্রসর হইয়া তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত রাজের প্রতাপ নর্ম্মদা তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমগ্র দক্ষিণ বাঙ্গালা তাম্রলিপ্ত রাজ্যের

কেবল মাত্র দক্ষিণ বঙ্গেই মাহিষ্য বীরগণ রাজ্য-স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে, উত্তর বঙ্গেও নদীয়া জেলার মেহেরপুর হইতে ফরিদপুর জেলার পূর্ব্ব সীমানা পর্য্যন্ত বিশাল ভূমিখণ্ডের উত্তরাংশের প্রায় বার আনা ভূমি মাহিষ্য রাজগণের হস্তগত ছিল। লাট ও কচ্ছ দ্বীপের অধীশ্বরগণ সেন নরপতিগণের বিলাস কাননতুল্য প্রদেশে বল্লাল সেনের সম সময়ে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলাচার্য্য ধ্রুবানন্দ ভট্টাচার্য্য, নগন্ত ও চিরাত্যন্তরূপে গালাগালির পাত্র, পরাশর দাস বা হালিক নামে পরিচিত এই মাহিষ্য রাজগণের রাজ্য বিবরণ কাহিনী তাঁহার গোষ্ঠী কথায় বিবৃত করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্ববঙ্গেও মাহিষ্য রাজগণের প্রতাপ প্রভুত্ব বড় অল্প ছিল না। জঙ্গল বাড়ীর দেওয়ান বংশের মর্য্যাদা এখনও কোন রাজবংশ অপেক্ষা হীন নহে। "প্রেমের স্বপন" প্রণেতা উৎকলে ও দক্ষিণ বঙ্গে মাহিষ্য-রাজগণের প্রভাব বর্ণন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্য রাজগণের কীর্ত্তি কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন :—

"বঙ্গের ঈশান কোণে চল অতঃপর
ময়মনসিংহ দেশে রাজা নবরঙ্গ পশে
স্থাপিল সুন্দর এক রাজ্য মনোহর ;
সঙ্গী চারি বীর তার বহুস্থান অধিকার
করি বাড়াইল সেই রাজ্য পরিসর
জঙ্গলবাড়ীর রাজা যার ধ্বংশকর।
"সঙ্গী চারিবীর "ভূঞ্যা" নামে সুপ্রকাশ
কমলাবাড়ী, তেলি চারা, উলুকান্দি ভোগপাড়া
গ্রামেতে বসতি কৈলা নির্ম্মিয়ে আবাস।"
"নবরঙ্গ নৃপবর ধার্ম্মিক সুজন,
তাঁর যত্নে প্রতিষ্ঠিত বেতালেতে সংস্থাপিত

গোপবেশী গোপীনাথ বিরাজে এখন ;
রাজার দানের বলে এবে তাঁর সেবাচলে
পঞ্চাশ শতেক যার আয়ের প্রমাণ,
তাম্রপত্রে এ ভূমির রয়েছে প্রমাণ।

"বিনষ্ট মাহিষ্য রাজ্য ছিল কত আর—
বয়াক্কিয়া রাজবংশ মাহিষ্যের অবতংশ
অতীত গৌরব সাক্ষী দেখ একবার।
গঙ্গাসিংহ বীরবর এ বংশের প্রভাকর
দুর্দ্দান্ত খাশিয়া জাতি দমি' ভুজবলে,
দ্বাবিংশতি পুঞ্জিপতি হ'ল অবহেলে।

"বংশীকুণ্ডা অধিপতি চৌধুরি সকল
নিজ নিজ বাহুবলে বিনাশি' অরাতি কুলে
করেছিল সংস্থাপন রাজত্ব প্রবল ;
পশ্চিমে সুযুঙ্গ যার, খাশিয়া উত্তরে তার,
পূরবে লাউর নামে বিশাল পর্গণা
দক্ষিণেও বহুক্রোশ যাহার সীমানা।"

এই সকল মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় বংশ প্রবল প্রতাপে শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র মেদিনীপুর হাওড়া এবং সুন্দরবন সহ ২৪ পরগণা ও খুলনার দক্ষিণার্দ্ধ সহ সাগর তটবর্ত্তী দেশ এই মাহিষ্য জাতির ভুজবলে শাসিত ও রক্ষিত হইয়াছিল। তজ্জন্যই রিজলী সাহেব লিখিয়াছেন,—their position was a commanding one.

ভারতের উজ্জ্বলতম রত্ন সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন যে, সমগ্র বাঙ্গলাদেশ পূর্ব্বকালে পাঁচটী স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়, তাম্রলিপ্ত বা দক্ষিণ বাঙ্গলা তাহার একতম রাজ্য। অতএব তাঁহার মতে সমগ্র দক্ষিণ

বাঙ্গলা অর্থাৎ সুবর্ণরেখা হইতে বরিশাল জেলার প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত সমগ্র দেশ তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

তমোলুক রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণের পূর্ব্বপুরুষগণের হস্তে কেবলমাত্র যে দক্ষিণ বঙ্গের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত তাহা নহে। তাঁহাদের অধীনে এককালে সমগ্র বঙ্গোপসাগর শাসিত হইত। তাম্রলিপ্ত নগর তখন সমুদ্রতীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ বন্দর বলিয়া বিখ্যাত ছিল। তমলুক-রাজের আশ্রয় না লইয়া সমুদ্রযাত্রা করিলে জলদস্যুর হস্ত হইতে কেহই উদ্ধার পাইতেন না।

"As is proved historically by the mention of Tamralipta, 600 years before our Era as one of the most freqnented port of Eastern India."

Ancient India as described by Ptolemy. P.—173.

বালি ও যবদ্বীপ এখনও মাহিষ্য রাজবংশ আছে শুনা যায়। (vide Journal of Royal Asiatic Society—Great Britain and Ireland—N. S. Vol VIII to X of 1877) সমুদ্র যাত্রায় ও সামুদ্রিক রাজ্য জয়ে বাঙ্গালীর মধ্যে মাহিষ্য জাতি যেমন যোগ্যতা দেখাইয়াছে, ভারতবর্ষে আর কোন জাতি দেখাইতে পারে নাই। মাহিষ্য-গণের বীরদর্পে এককালে ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে 'বাঙ্গালী জাতির' বিজয় নিশান উড়িয়াছিল। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় সিদ্ধান্ত-সমুদ্রের একস্থলে লিখিয়াছেন—"ভারতীয় ইতিহাসের যেটুকু এখনও নষ্ট হয় নাই, তদ্দারাই দেখান যাইতে পারে যে, প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পারস্য-দেশাধিপতি সম্রাট্ দরায়স এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্কাইলাকৃস্ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন তাঁহারা মাহিষ্য-কৈবর্ত্তদিগকে ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিতে দেখিয়াছিলেন (History of central Asia 163) খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ৩২৭ অব্দে সম্রাট্ সেকন্দর ভারত

আক্রমণ করেন। তিনি কৈবর্ত্তদিগের ঐশ্বর্য্য, প্রভুত্ব ও রাজত্ব দর্শন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ অবস্থিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীক জাতির প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হিরাডোটস লিখিয়াছেন, ইহাঁরা রাজনীতি শাস্ত্রে বিশেষ পটু।" (১২২ পৃষ্ঠা)।—"বিশ্ব-বিখ্যাত আলেকজাণ্ডার বাদসাহ ভারত আক্রমণ-কালে মাহিষ্যগণকে সাহসী রণদক্ষ ও নৌযুদ্ধ-বিশারদ দেখিয়া প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।"

"প্রাচীন বাঙ্গলায় যে সকল নগরী বাণিজ্য দ্বারা বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে তাম্রলিপ্ত সুবর্ণগ্রামই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সে সময় বঙ্গীয় নাবিকগণের অর্ণবতরি গুলি তাম্রলিপ্ত ও হইতেই ভারত সাগরের প্রবমান দ্বীপপুঞ্জে ও চীন প্রভৃতি দেশে যাতায়াত করিত"।—

ভারতী, ষষ্ঠভাগ, ৩১৫ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধ চৈনিক ভ্রমণকারী হিউয়েন সাঙ ৬২৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিতে আইসেন। তিনি তুর্কিস্থান হইয়া পাঞ্জাব, কপিলবাস্তু, গয়া প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে তমলুকে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তমলুক বন্দরে জাহাজে উঠিয়া সিংহলে যাত্রা করেন। (Vide Elphinstone History of India)

অতএব তাম্রলিপ্ত নগর সমুদ্র যাত্রায় প্রধান বন্দর ছিল। এই সামুদ্রিক নগর ধ্বংশ হওয়াতেই বাঙ্গালীদের সমুদ্র যাত্রা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন :—

"The ruins of Tamluk as a seat of maritim commerce affords an explanation of how the Bengalees ceased to be seagoing peeple. In the Buddhist era they sent warlike fleets to the east and, west and colonized fine islands of Archipelago."

Hunter's Orissa, Vol. I, Page 314—15.

রাজর্ষি ময়ূরধ্বজ হইতে অতন্ত্র-শোণিত-ধারায় প্রবাহিত বংশলতায় বর্ত্তমান ৬০তম রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ জগতে কোনরূপে সজীবতা দেখাইতেছেন। অষ্টত্রিংশ রাজা কালুভূয়া রায়কে হাণ্টার সাহেব অনার্য্য ধীবর জাতীয় রাজা বলিয়াছেন, কিন্তু সেইরূপ কোন কারণ দেখাইতে পারেন নাই। কাহু ভূঁয়াকে কালুভূয়া বলিয়াছেন। কাহুভূঁয়া যে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যা রাণী চন্দ্রাদেইর পুত্র তাহা রাজবংশের কোর্ষিনামায় স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তখন "ভূয়া" উপাধি অত্যন্ত গৌরবের ছিল। ভূঁয়া বা ভূমিয়া উপাধি বিশিষ্ট রাজাকে প্রবল ক্ষমতাপন্ন সার্ব্বভৌম রাজ চক্রবর্ত্তীকে বুঝাইত।

আইনি আকবরিতে লিখিত আছে যে, বাঙ্গালা দেশ ১২ ভূয়ার রাজ্য ছিল। রাজা গণেশ ভূয়া তাহাদের অন্যতম। তিনি গৌড়ের শেষ হিন্দু-নরপতি। তৎকালে তমলুকের সিংহাসনে ৪৩শ পুরুষ রাজা খিতাই ভূয়া রায় বর্ত্তমান ছিলেন। খৃঃ ১৪০৪—১৪৫৫। ইঁহারই পিতা রাজা ভাঙ্গড় ভূয়া রায়ের সমকালীন গৌড়ের বাদসা সুলতান গায়সুদ্দিন ছিলেন। রাজা ভাঙ্গড় ভূয়া রায় ১৪০৪ খৃ অব্দে মৃত হইয়াছিলেন। ইহাদের ৫৮ পুরুষবর্ত্তী রাজা কেশবরায় মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হন। উড়িষ্যার কমিশনার বাহাদুরের রিপোর্টে উল্লিখিত আছে—"The 42nd king of this dynasty died in 1404 A. D. and the 48th king was deposed in 1654 by the moghul Govt"—এই বংশের অধস্তন ৪২ পুরুষ খৃষ্টীয় ১৪০৪ সালে পরলোক গমন করেন এবং ৪৮ পুরুষবর্ত্তী রাজা মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক সিংহাসন চ্যুত হন। অতএব তমলুকের পূর্ব্ব রাজবংশের শোণিতধারা যে রাজা কাহুভূয়ায় প্রবাহিত ছিল, তাহার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। মাহিষ্য জাতির গৌরব খর্ব্ব করিবার জন্য নিশ্চয়ই কোন বিদ্বেষী ব্যক্তি হাণ্টার সাহেবকে চালিত করিয়াছিলেন। যদি কটমট নামের জন্য কাহু ভূয়া কালু ভূয়া হইয়া পূর্ব্ববংশের সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হন,

তবে মনুর টীকাকার "কুল্লুক ভট্ট", ময়মনসিংহের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর পূর্ব্বপুরুষ "ভল্লুকাচার্য্য প্রভৃতি মনীষী ব্যক্তিগণের গৌরব কোথায়? হাণ্টার সাহেব কেবলমাত্র অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে—"ময়ূর বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজবংশ নিশঙ্কনারায়ণে শেষ হইয়াছিল। অনার্য্য ধীবর জাতীয় কালু ভূঞ্যা তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া কৈবর্ত্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি"—

আবার কোন কোন মহাত্মা লিখিতেছেন যে, তমলুকের সিংহাসনে সর্ব্বশুদ্ধ তিন বংশীয় রাজা, রাজত্ব করিয়াছেন। প্রথম চারিজন ময়ূরধ্বজ হইতে গরুড়ধ্বজ পর্য্যন্ত ময়ূরবংশীয় রাজগণ রাজ্য করিয়া গিয়াছেন! কারণ ধ্বজান্তক নামগুলি প্রাচীন কালের নাম তাহার পরেই রায়বংশীয় দিগের রাজত্ব আরম্ভ হয়। এই বংশের ২৭ জন রাজার রাজ্য শেষ হইলে কৈবর্ত্ত বংশীয়গণের রাজত্ব আরম্ভ হয় এবং তাহাদের বংশধরেরা এখন এখানকার ভূস্বামী।

তমলুক রাজবাটীতে রক্ষিত বংশ-তালিকায় দেখা যায়, বর্ত্তমান রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ ময়ূরবংশোদ্ভব। এই বংশতালিকা অবিশ্বাস করিতে হইলে কেবল মাত্র অনুমানের উপরনির্ভর করিলে চলিবে না। সেই অবিশ্বস্ততার দৃঢ় প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যক।

ধ্বজান্তক নাম দেখিয়াই মহাভারতীয় কালের নাম ও ক্ষত্রিয় স্থির করা যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ কুচবিহারের রাজা বিশু সিংহের পুত্র শুক্লধ্বজ (হাণ্টার, রংপুর, ৩১৫ পৃষ্ঠা) হোসেন সাহার সমকালীন খ্যান জাতীয় রাজা নীলধ্বজ ও তৎপুত্র চক্রধ্বজ রংপুর দেশের রাজা হয় (হাণ্টার, রংপুর, ৩১৪ পৃষ্ঠ) ১৬শ শতাব্দীতে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পুত্র ঘটোৎকচ-বংশীয় কাছাড়ের প্রসিদ্ধ রাজারা গরুড়ধ্বজ, হংসধ্বজ প্রভৃতি নাম গ্রহণ করিয়া রাজ্য করিয়া গিয়াছেন (হাণ্টার) চটুমন্ন

সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া জয়ধ্বজসিংহ নাম গ্রহণ করেন" (আসামের ইতিহাস ৩৭ পৃষ্ঠা।) জয়ধ্বজ সিংহ নয় বৎসর রাজ্য শাসন করিয়া ১৬৬৩ খৃঃ অব্দে পরলোক গমন করিলে চক্রধ্বজ সিংহ (ইহার আর এক নাম চুসংমং) রাজা হইলেন। (আসামের ইতিহাস ৪২ পৃষ্ঠা) অতএব এই সমস্ত ধ্বজান্তক নাম যখন আধুনিককালে দেখা যাইতেছে, তখন ময়ূরধ্বজাদির প্রাচীন নাম উল্লেখে তাঁহাদিগের তমলুকের বর্ত্তমান রাজবংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা কখনই যুক্তিযুক্ত নহে। তমলুকের বর্ত্তমান রাজগণ মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যা ভার্য্যার সন্তান সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের ক্ষত্রাচার থাকা আশ্চর্য্য নহে। ইহাদের মধ্যে অদ্যাপি গজপতি, গজেন্দ্র, বাহুবলীন্দ্র, সেনাপতি, সামন্ত প্রভৃতি উপাধি সেই ক্ষাত্রতেজোব্যঞ্জক।

গরুড়ধ্বজের পর বিদ্যাধর রায় হইতে রাণী মৃগয়াদেই (দেবি) পর্য্যন্ত ৩৬শজন রাজা ও রাণীকে বর্ত্তমান রাজবংশ হইতে পৃথক করা হইয়াছে। এই পার্থক্যের কারণ পরবর্ত্তী রাজার কটমট নাম কালুভুঞা। রাজবাটীর কোষ্ঠি নামায় কানুভূঞা লিখিত আছে। প্রাচীন বাঙ্গলা হস্তাক্ষরে "ন" ও" লয়ের প্রভেদ নাই"। ন অক্ষরের নিম্নে • দিলেই 'ল' হয়। আচ্ছা কালুই স্বীকার করিলাম কালু হইলেই যে, সেই ব্যক্তি অনার্য্য হইবে তাহা কিরূপে প্রতিপন্ন হইল ? কালীনাথ কালাচাঁদ প্রভৃতির আদরের নাম যে কালু। শ্রীকৃষ্ণের একটী হিন্দি নাম কালিয়াজী, দিনাজপুরের রাজবাটীতে অদ্যাপি কালিয়াজীর সেবা চলিতেছে, তবে কি শ্রীকৃষ্ণের অনার্য্য নাম কালিয়া ? সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়কুলে বাবা নানক জন্ম পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল "কালুবেদী"। বেদশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া তিনি বেদী উপাধি লাভ করেন। "কালু নামের জন্য বেদজ্ঞ ক্ষত্রিয়কে কি অনার্য্য বলিব ? তমলুকের ৩৮শ সংখ্যক রাজার ধাঙ্গড় ভূঞা রায়। দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন যে, প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশে এইরূপ

কটমট নাম থাকিতে পারে না—বুদ্ধির কি বলিহারি! এই ধাঙ্গর নামের অনুরূপ নাম আর্য্যশ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবংশেও দেখা যায় যথা—

হবিসুত অষ্ট বলাইত শ্রেষ্ঠ
তৎপুত্র ধেঁয়ো বাগছী মানেতে গরিষ্ঠ ॥"

বারেন্দ্র বংশাবলী সম্বন্ধ-নির্ণয় ৫১৭ পৃষ্ঠা।

বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণের মধ্যে ধেঁয়ো বাগছী শ্রেষ্ঠ কুলীন। তাঁহার নাম শ্রুতিসুখকর না হওয়ায় কি তিনি অনার্য্য হইবেন?

তমলুকের রাজবংশের ৪১শ পুরুষ রাজা ভাঙ্গর ভূঞ্যার নাম শ্রবণ করিয়া কোন কোন সূক্ষ্মবুদ্ধি পণ্ডিত তাঁহাকে অনার্য্য স্থির করিয়াছেন। ভাঙ্গর নামটী পিনাকী মহাদেবের নাম। ভাঙ্ ভক্ষণে নিপুণ বলিয়া তাঁহার আর একটী নাম ভাঙ্গর। অন্নদা মঙ্গলের শিবনিন্দায় দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ প্রবন্ধে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন।—

যবনে ব্রাহ্মণে, কুক্কুর আপনে, শ্মশানে স্বরগ সম।
গরল খাইল, তবু না মরিল, ভাঙ্গরের নাহি যম ॥

অপর কোন্দল ও শিবনিন্দা প্রস্তাবে—

কেমন করে ওমা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা, মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ঐ না বুড়া ॥

ভবভয়হারী ভাঙ্গড়ের পবিত্র নাম আজ নিন্দুকের জিহ্বায় অনার্য্যের ঘৃণিত নামে পরিণত হইল!

তমলুকের অধস্তন রাজবংশধর গণের মধ্যে ২।১টী কট মট নামের দোষে যদি তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে খারিজ হন এবং অনার্য্য বলিয়া নিন্দিত হন তবে নিম্নলিখিত ভূদেব ব্রাহ্মণগণ কোথায় স্থান পান?

(ক) দক্ষবংশে পতো, ধনো, মনো, আনাই, জনাই, নাথাই, লথাই প্রভৃতি নাম আছে। (সম্বন্ধ-নির্ণয় ৪১৪ পৃষ্ঠা)। (খ) ঘোষালবংশে কোঁচ, গেঁথো, পুয়ো প্রভৃতি। (সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৪১৪ পৃষ্ঠা।)

এইরূপে বহুবংশে এই প্রকার অপভ্রষ্ট ও বিকৃতনামের আধিক্য দেখা যায় (সম্বন্ধে নির্ণয়ের ব্রাহ্মণ বংশাবলী দ্রষ্টব্য)

মণিপুরের বর্ত্তমান রাজগণ যেমন বভ্রুবাহনের বংশধর, কাছাড়ের রাজগণ যেমন ঘটোৎকচের বংশধর বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত, সেইরূপ তমলুকের বর্ত্তমান রাজগণ পরম বৈষ্ণব ময়ূরধ্বজের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক্ষণে বর্ত্তমান রাজগণকে—ময়ূরধ্বজবংশীয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে অবিশ্বাস রুচির উপর নির্ভর করে। পাবনার সুলেখক বাবু সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস নব্যভারতে তমলুক-ইতিহাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ রক্ষিত মহাশয়ের প্রবন্ধের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিয়াছেন।

বর্ত্তমান রাজবাটী পূর্ব্বমুখী, চতুর্দ্দিকে যথেষ্ট স্থান থাকিতেও জিষ্ণু হরির মন্দির পশ্চিমমুখী। জিষ্ণুহরি (নরনারায়ণ কৃষ্ণার্জ্জুন) বিগ্রহও পশ্চিমমুখে আছেন। এইরূপে মন্দির ও বিগ্রহের অবস্থান সর্ব্বদাই ময়ূরধ্বজ ও তদ্বংশীয়দিগের প্রতি অনুকুলতা প্রদর্শন প্রকাশ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের ভক্তিতে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে দর্শন দিতে সর্ব্বদাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। এই মূর্ত্তি তাহারই নিদর্শন। সুতরাং বর্ত্তমান রাজবাটী ও রাজগণের সঙ্গে জিষ্ণুহরি বিগ্রহের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। এই বিগ্রহের সেবার জন্য মন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তি আদি সকলই তমলুক রাজবংশের প্রদত্ত। অদ্যাপি রাজগণ পরম বৈষ্ণব ও জিষ্ণুহরির পরমভক্ত।

তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের ও রূপনারায়ণ তীরে থাকায় সর্ব্বদা বহিঃ শত্রুর ভয় ছিল। এজন্য রাজগণ তাম্রলিপ্ত হইতে ৭ মাইল দূরে বৈচিবেড়ে নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গটী সম অষ্ট ভুজাকার ছিল, চতুঃপার্শ্বে পরিখা ও প্রাচীর ছিল। প্রাচীরগুলি মৃত্তিকাসাৎ হইয়া গিয়াছে, পরিখার চিহ্নস্বরূপ খাদ বর্ত্তমান আছে। এই গড়টী বাজার৷

দুর্গাপূজার বাড়ী বলেন। এখানে চতুর্ভুজা মূর্ত্তি সুশিল্প-নৈপুণ্যবিশিষ্ট মন্দির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। পাষাণমূর্ত্তি রাধাবল্লভ জীউ পিত্তলমূর্ত্তি গোপীনাথ প্রভৃতি বিগ্রহ ও তৎ তৎ মন্দিরগুলি দর্শকের চিত্তাকর্ষক। রাধাবল্লভজীউর মূর্ত্তি অতি সুঠাম গঠন। ইহাঁর পাদপদ্মে রাজা কেশবনারায়ণের নাম অঙ্কিত আছে। বৈঁচিবেড়ের গড়টী দেখিলে রাজগণের পূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে ৪০টী কামানে গড় রক্ষিত ছিল। এক্ষণে সমস্তগুলিই গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন ৬ইটীমাত্র কামান পূর্ব্ব শক্তির নিদর্শন স্বরূপে আছে। রাজগণ গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে দুর্গোৎসব রথযাত্রা প্রভৃতি পর্ব্বের সময়ে ঐ দুইটী কামান অদ্যাপি ব্যবহার করিতেছেন। যে কামান এক সময়ে দিক্‌দাহকারী কালানাল উগ্দীরণ করিত, আজি তাহা দোল দুর্গোৎসবের ব্যর্থ শব্দ ঘোষণে নিযুক্ত। রাজগণের ক্রমাবনতিতে এই হৃদয়বিদারক অবস্থা হইয়াছে। কালের কঠোর করস্পর্শে গড় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইলেও অতীতের ইতিহাস বক্ষে লইয়া প্রাচীন কীর্ত্তি কাহিনীর সাক্ষ্য দিতেছে! যে স্থান একসময়ে নানা জনপদে বেষ্টিত ছিল, বীরের তূর্য্যনিনাদে ধ্বনিত হইত আজ তাহা গভীর নীরবতায় সমহিত! গড়ে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ এক্ষণে হতশ্রীক অবস্থায় ভাগ্য বিপর্য্যয় গণনা করিতেছেন। অহো কাল-মহাত্ম্য !!

ঢাকা মাহিষ্য-সমিতির লেখক হাণ্টার সাহেবের সমগ্র মত সমালোচনাপূর্ব্বক তাঁহাকে যে সবিস্তর পত্র লেখেন, ঐ পত্রের উত্তরে মহাত্মা স্বকীয় উচ্চ হৃদয়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি অক্সফোর্ড অকেনহল্ট হইতে লিখেন যে, "বাঙ্গালার মাহিষ্য বা চাষি-দাস (Mahishyas or Haliks of Bengal) জাতির বিবরণ অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সহিত (with much interest) পাঠ করিয়াছেন এবং

উহাতে প্রাসঙ্গিক যুক্তিগুলি এতই প্রবল ও পরিষ্কার (the arguments are so clear and forcible) যে জাতিতত্ত্বলিপ্সু কোন ব্যক্তি তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না। যখন হণ্টার সাহেব স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তাঁহার ষ্ট্যাটিস্‌ষ্টিকেল একাউণ্ট লিখিয়াছিলেন, তখন যদি তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করা হইত, তাহা হইলে তমলুক রাজবংশের এই অকীর্ত্তিকর কথা প্রচারিত হইত না।

তমলুকে যে সমস্ত দেবকীর্ত্তি আছে তাহার সকল গুলিই বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তি। রাজা ময়ূরধ্বজের আমল হইতে জিষ্ণু হরি (নারায়ণ মূর্ত্তি) এবং রাজা তাম্রধ্বজের আমল হইতে বর্গভীমা দেবী বিরাজিত আছেন। শ্রীজগন্নাথের মন্দির ও রঘুনাথ জীউর মন্দিরও তমলুকরাজগণের কীর্ত্তি। রাজগণের প্রদত্ত বহু পরিমাণ নিষ্কর সম্পত্তির আয় হইতে দেবসেবা সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান রাজার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার দুঃসময়েও রঘুনাথজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য নিষ্কর সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যে সময়ে চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করিয়া প্রেমামৃতে ভারত মাতাইতেছিলেন, তখন তমলুকের সিংহাসনে মহারাজাধিরাজ রাম ভূঁয়ারায়, গৌড়ের সিংহাসনে বাদসা হোসেন সাহ, উৎকল-সিংহাসনে গজপতি প্রতাপরুদ্র দেব আসীন ছিলেন। প্রতাপ রুদ্র দেবের মৃত্যুর পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উড়িষ্যা-বিজয় বাসনায় তমলুকে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি দেবমন্দির ভগ্ন করিতে অগ্রসর না হইয়া দেবীমাহাত্ম্যে মোহিত হইয়া পূজা দিয়াছিলেন।

যে কালাপাহাড় উড়িষ্যা বিজয় করিয়া গজপতি মুকুন্দদেবকে নিহত করিয়া জগন্নাথবিগ্রহকে দগ্ধ করিলেন, বহুসংখ্যক পাণ্ডাকে মুসলমান করিলেন, যিনি যাবতীয় দেবমূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া বিষ্ঠায় ফেলিতেন সেই কালাপাহাড় (কালাচাঁদ ভাদুড়ী) বর্গভীমা দেবীর চরণে

প্রণত হইয়া বাদসাহী পঞ্জ-সহ পারসী ভাষায় লিখিত দলীল করিয়া দিয়া দেব সেবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

যে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গদেশ লুণ্ঠন করিয়া নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বঙ্গদেশের চৌথ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যে নর পিশাচগণ শ্যামল শস্য ক্ষেত্র দগ্ধ করিয়া শান্ত প্রজাগণকে উৎসন্ন দিতেছিল, গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর ধ্বংশ করিয়া এখনও প্রজাগণের আতঙ্কস্থল হইয়া আছে, সেই দুর্দ্দান্ত নিষ্ঠুর মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন তমলুকে উপস্থিত হইল, তখন তমলুকের কোন অনিষ্ট করা দূরে থাকুক, ভীমাদেবীর চরণে ষোড়শোপচারে ও বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে পূজা দিয়াছিল। এখনও রূপনারায়ণ নদের ভীষণ বান দেবী মন্দিরে, নিকট আসিলেই মস্তক নত করিয়া চলিয়া যায়।

তমলুক রাজের বর্ত্তমান অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তমলুক জমিদারী অন্যের সম্পত্তি হইলেও আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিবস রাজবাটী হইতে দেবীর খড়্গ আনিয়া রাজার নামে সংকল্প হইয়া সর্ব্ব প্রথম প্রধান বলি-প্রদান হয়।

এইরূপ ময়নাগড়ের গড়জাত রাজবংশও মহা প্রাচীন।

"The family of the Rajas of mayna is a very old one."

Hunter's Statistical Account of Bengal.

রাজা প্রেমানন্দ বাহুবলীন্দ্র লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ অস্মরণীয় কাল হইতে রাজ্য করিতেছিলেন, উড়িষ্যার গজপতিগণকে সার্ব্বভৌম স্বীকার করিয়া সামন্তরাজরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ১১৩২ খৃঃ অব্দে গজপতি বংশীয় চুড়ঙ্গদেব উৎকলে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। রাজা কালিন্দীরাম সামন্ত তাহার একজন প্রধান সামন্ত ছিলেন এবং বর্ত্তমান রাজবংশের একজন পূর্ব্বতন প্রসিদ্ধ বীরেন্দ্রকেশরী রাজা ছিলেন। ইহাঁরই অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্র

জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রাজ্যের অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, সেতুবন্ধন করিয়া কৃষিকার্য্যের সুবিধা করিয়া দেন, শত শত ব্রাহ্মণ গণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া গিয়াছেন। ইনি উৎকলের দেবরাজকে নিয়মিত রাজস্ব প্রেরণ না করায় তিনি ইঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিয়া (শৌর্য্য ও বীর্য্য প্রদর্শন করিলেও) যুদ্ধে গোবর্দ্ধনকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন ধৃত হইয়া উৎকলেশ্বর সমীপে অনীত হইলেন। উৎকল সম্রাটের সেনাপতিগণ রাজা গোবর্দ্ধনের অদ্ভুত বীর্য্য কাহিনী বর্ণনা করিলে তিনি রাজাকে দেখিবার জন্য উৎসুক হইলেন। দেবরাজ সমীপে রাজা গোবর্দ্ধন মল্লযুদ্ধে খড়্গাদি অস্ত্র চালনায় বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় দেবরাজ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করেন এবং সিংহাসন ছত্র উপবীত বাণ ডঙ্কা ধ্বজাদি সমূহ রাজচিহ্ন ও 'বাহুবলীন্দ্র' উপাধি প্রদান করেন। এই সময় তমলুকের পশ্চিম সবঙ্গ পরগনায় বালিসীতা গড়ে তাঁহার রাজধানী ছিল। ময়নার রাজা শ্রীধর হুই রাজকর প্রদান না করিয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করায় রাজা গোবর্দ্ধন তাঁহাকে শাসন সহ ময়না পরগণা অধিকার করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যুদ্ধে শ্রীধর হুইকে পরাজিত করিয়া ময়না গড় অধিকার করিলেন।

উক্ত ময়নাগড় গৌড়রাজের শ্যালিকাপতি রাজা কর্ণসেনের রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র লাউসেন ও তৎপুত্র রাজা চিত্রসেন রাজত্ব করেন। গৌড়েশ্বরের সহিত লাউসেনের প্রবল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বরের সেনাপতিরূপে কার্য্য করেন। বর্দ্ধমান জেলায় আসানসোল মহকুমায় গৌরাঙ্গবাজারের নিকটবর্ত্তী সেনপাহাড়ী নামক স্থানে শ্যামরূপার গড়ে ইছাই ঘোষের নির্ম্মিত দেবী-ভগবতীর মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। দেবীর কৃপায় ইছাই ঘোষ লাউসেনের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতেছিলেন, কিন্তু শেষদিনে অগ্রে দেবী পূজা না

করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় ইছাই ঘোষ পরাজিত ও নিহত হন (ঘনরামের ধর্ম্ম-পুরাণে ও রূপরাম চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মায়ণে ইহার বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে)। দেবীও স্থান চ্যুত হইয়া বরাকরের নিকট বরাকর নদীর তীরে কল্যাণেশ্বরী নামে পূজিতা হইতেছেন। অত্যুচ্চ শৈল-মালা-মণ্ডিত নির্জ্জন স্থানে কল্যাণেশ্বরী দেবীর মন্দির বিরাজিত আছে। পঞ্চকোটের রাজা কল্যাণ সিংহ দেবীর সেবার জন্য যথেষ্ট ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছেন। রাজা কল্যাণ সিংহ লাউসেনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কন্যা দেবীপ্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী ছিলেন। দেবী স্বপ্নাদেশে রাজাকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মন্দির নির্ম্মাণের ও সেবার বন্দোবস্তের আদেশ করেন। প্রবাদ আছে যে, স্বপ্নপুরের রোহিনী ভট্টাচার্য্যের কন্যা সাজিয়া বর্ত্তমান মন্দির পার্শ্বে যে স্থানে শাঁখারীর নিকট শাঁখা পরিয়াছিলেন, সেই স্থানে মায়ের পদচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। সেই পাদ পদ্মের উপর শিব চৈতন্য ব্রহ্মচারী নদীমধ্যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। দেবী নদীর যে স্থানে স্নান করিয়া ছিলেন সেই স্থানকে এক্ষণে স্নানদহ বলে। শাঁখারী দেবীর (ব্রাহ্মণ কন্যার) নিকট হইতে শাঁখার মূল্য চাহিলে, তাঁহার পিতা রোহিনী ভট্টাচার্য্যের নিকট কৌটায় ৫. পঞ্চ মুদ্রা আছে, লইয়া আসিতে বলেন। কিন্তু রোহিনী ভট্টাচর্য্যের সত্য সত্যই কোন কন্যা ছিল না। শাঁখারীর নিকট ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, কৌটা মধ্যে মুদ্রা দেখিতে পাইয়া শাঁখারীকে বলিলেন যে, আমার কন্যা কোথায় দেখাইয়া দিলে শাঁখার মূল্য দিব। নদীতীরে আসিয়া কন্যাকে দেখিতে না পাইয়া শাঁখারী দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকায়, দেবী স্নানদহ হইতে হস্তোত্তলন করিয়া শাঁখা দেখাইয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছিলেন। পরে রাত্রিতে কল্যাণ সিংহকে স্বপ্নাদেশে মন্দির নির্ম্মাণ ও সেবার বন্দোবস্ত করিতে বলায় রাজা অতি সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং সেবারও বন্দোবস্ত করিয়া রোহিনী ভট্টাচার্য্যকে পূজার ভার অর্পণ করিয়া

ছিলেন। রোহিণী ভট্টাচার্য্যের বংশই দেবীর সেবাইত। ইঁহাদের উপাধি দেওঘরিয়া। বন্ধ্যানারী সন্তান কামনায় দেবীর মন্দিরে উপাসনা করিতে আসেন এবং বহুতর যাত্রী কল্যাণেশ্বরী দেবীর মন্দিরে আগমন করিয়া থাকেন।

"Four miles north of Barakar under the Hadla hill, there is a beautiful stone-shrine to Kalyaneswari, the Lady of fulfilment, a place of pilgrimage for barren women, which is said to be 400 or 500 years old. According to tradition, the shrine and the group of temples attached, were erected by an ancestor of the Panchete Raja, who is said to have married the daughter of Raja Lau Sen of Senpahari. The story is that a Rohini Deoghar Brahmin once saw a jewelled arm risen out of the waters in the adjacent nala. He went and informed Raja Kalyna Singha of Kasipur of Panchet, who came himself and saw the prodigy. At night the Goddess himself appeared to him in a dream and pointing to an irregular stone, somewhat like a rude argha, said,—'This is my murti, worship it." The Raja built the temple and the stone having been duly inscribed was installed in it."

Bengal Dist. Gazetteer, Burdwan

by Mr. J. C. K. Peterson. Page 147.

যে স্থানে শ্রীশ্রী৺কল্যাণেশ্বরীর মন্দির দণ্ডায়মান আছে, সেই স্থানটী দর্শন করিলেই বোধ হইবে, যেন পর্ব্বতরাজ তাহার শৃঙ্গ অবনত করিয়া দেবীর পদতলে প্রণত হইতেছেন।

গৌড়রাজের অবসানে লাউ সেনের গড়—শ্রীধর হুইএর হস্তগত হয়। সবঙ্গরাজ গোবর্দ্ধন উৎকলের সার্ব্বভৌম ভূপতির আদেশে শ্রীধর হুই-পরিরক্ষিত রাজা লাউ সেনের পুরাতন দুর্গ অবরোধ করেন। বীর শ্রীধর হুই কিছুতে গড় রক্ষা করিতে পারিলেন না। লাউ সেনের পুরাতন গড় রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের হস্তগত হইল। রাজা গোবর্দ্ধন ঐ গড় অধিকার করিয়া তাহার জীর্ণ সংস্কার করিলেন। পুরাতন গড় ভাঙ্গিয়া গভীর পরিখাদিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য নূতন বর্ত্তমান গড় নির্ম্মাণ করিলেন।* অন্তর্দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রথম পরিখার পার্শ্ব দিয়া

---

* "Even in the quieter and more civilised parts of the (Midnapur) District, the country contained many forts or strongholds to retreat on the occasion of the incursion of the Maharathas or their jungle neighbours. "Killa Mayana Chowera" is a well known place of this kind. It is surrounded by two ditches one wet and one (now) dry, both formerly very deep and broad and filled with alligators. Within its inner ditch was another defence of closely planted bamboos so intertwisted with each other as to be impervious to an arrow and unapproachable by cavalry which formed the main-part of the Maharatha invaders. The ground thus enclosed is wide and contains many houses."

Report of the Commissioner of Orissa as quoted in Hunter's Statistical Act.

পার্ব্বত্য বাঁশের ঝাড় এরূপ নিরন্ধ্রভাবে পরস্পর সংলগ্ন ও জড়িত যে, উহার মধ্য দিয়া কোন অস্ত্রই প্রবেশ করিতে পারে না। অশ্বারোহী সৈন্যও অতিক্রম করিতে পারে না। রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ কিরূপ রণবিদ্ ছিলেন, তাহা তাঁহার গড় নির্ম্মাণেই প্রকাশ পায়। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য বার বার আক্রমণ করিতে আসিয়া বিফলমনোরথ হইয়া গিয়াছিল। বর্গী হাঙ্গামার সময় ভারতের রাজা প্রজা জমিদারবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিল, কিন্তু গড় ময়নার নির্ম্মাণ-কৌশলে গড় ময়নার অধীশ্বরগণ গড়ের ফটক বন্ধ করিয়া নিশ্চিন্তমনে কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। ইংরাজের আমলে দশশালা বন্দোবস্তের সময় গড় ময়নার রাজাকে বন্দোবস্তে আনিতে কোম্পানী বাহাদুরকে অল্প বেগ পাইতে হয় নাই।* যখনই রাজাকে বন্দোবস্তে আনিতে চেষ্টা হইয়াছিল তখনই রাজাবাহাদুর গড়ের কবাট বন্ধ করিয়া ভিতরে থাকিতেন এবং ইংরাজ-রাজ কিরূপ অধ্যবসায়ী শক্তিসম্পন্ন তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। যাঁহাদের কৃপায় কাশ্মীরের ন্যায় ভূস্বর্গ গোলাপ সিং পাইয়াছিলেন, যাঁহাদের কৃপায় রাজপুতানার রাজন্যবর্গ এখনও সসম্মানে অধিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগের কর্ণে টড্ সাহেবের ন্যায় কোন মহাত্মা যদি ময়নার যশোগীত গাহিতেন তাহা হইলে আজ ময়নারাজকে সামান্য জমিদাররূপে পরিণত হইতে হইত না। ময়নাগড়ের বর্ত্তমান রাজা সচ্চিদানন্দ বাহুবলীন্দ্র, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কুমার জ্ঞানানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও কুমার নিরঞ্জনানন্দ বাহুবলীন্দ্র।

---

* ময়নাগড়ের রাজগণ দুর্দ্দিনেও কিরূপ তেজস্বী ছিলেন তাহার পরিচয়ও গবর্ণমেন্ট-রিপোর্টে আছে—"The Raja of Mayna Chowra was not then, as now, a peaceful subject and used to shut himself up in his fort whenever called upon to settle for his lands or to pay his revenue."

বিগত (১৩১৭) ২৫শে অগ্রহায়ণ তারিখে তমলুকের রাজবাটীতে স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে যে সভা হইয়াছিল তাহার সভাপতি হইয়াছিলেন, কুমার জ্ঞানানন্দ বাহুবলীন্দ্র। ইহাঁদের দুই সহোদরের ক্ষত্রিয় ব্যঞ্জক আকৃতি প্রকৃতি দেখিলেই বোধ হইবে যে, ইহাঁরা বিশিষ্ট-রাজবংশ-সম্ভূত। ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলী-ন্দ্রের সুখ্যাতি করিয়া হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—"The Raja was a superior man" অর্থাৎ রাজা একজন অপ্রাকৃত মানব। অতএব তাঁহার বংশে কুমার জ্ঞানানন্দ বাহুবলীন্দ্র ও নিরঞ্জনানন্দ বাহুবলীন্দ্র যে উপযুক্ত সন্তান হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি?

পৌরাণিক যুগ হইতেই মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়গণ বাঙ্গালার শাসনদণ্ড পরি-চালনা করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুচুড়ামণি রাজাধিরাজগণের প্রয়োজন বশতঃই বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণাবাস হইয়াছিল। হিন্দু রাজগণের বৈদিক কার্য্য গুলিই গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণই সম্পাদন করিতেন। কাল-ক্রমে বৌদ্ধ-বিপ্লবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায় হইলে ভারতের ভিন্ন অঞ্চল হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইল। বীরেন্দ্রকেশরী ময়নাগড় বিজয়ী রাজা গোবর্দ্ধনানন্দ বাহুবলীন্দ্রের রাজ্যাভিষেক যজ্ঞে এবং কাশীযোড়া পরগণার "জাম্ব" দিঘি প্রতিষ্ঠার সময় দ্রাবিড় দেশ হইতে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের ঘটনা ৺গদাধর ভট্টের কুলঞ্জীতে বিবৃত আছে।

গদাধর ভট্টের কুলঞ্জী।

* * * *

"সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সতাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখ স্তথা॥
অভবন্ ব্রাহ্মণঃ সপ্ত ব্যাসেন পূজিতা দ্বিজাঃ।
ব্রহ্মপুত্রোহি যো বোঢ়ুর্দ্রাবিড়েচ মহাতপাঃ॥

বোঢ়ু পুত্রানবেহ্যেতে ধূর্য্যাদ্যাশ্চত্রয়োমুনে।
সামবেদাধ্যায়িনশ্চ শিষ্যাঃ সর্ব্বে চ জৈমিনেঃ
কুথুমি শাখিনস্তে চ বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
ভবেয়ুর্বিধিবাক্যেন কৃষি মাহিষ্য যাজকাঃ॥
সরযূপুলিনং জগ্মুর্মাহিষ্যাহলবৃত্তয়ঃ।
কেচিৎ কেচিদ্ভুত্তরস্যাং বসেয়ুর্ব্বাপরান্তকে॥
তেষাং মধ্যে কলেরাদৌ দক্ষিণস্যাং দিশিস্থিতাঃ।
উৎকলখণ্ডপূর্ব্বস্য প্রান্তর্ভাগং প্রতিষ্ঠিতাঃ॥
অষ্টশত দ্বাবিংশতি শকাব্দাদ্যা ক্রমাদিদং।
আদ্যং মহাভারতোক্তং স্থানন্তু তাম্রলিপ্তকং।
স্বর্গদ্বার সমং যত্র হরির্জিষ্ণুবিরাজতে!
রাজা তাম্রধ্বজোরাজ্যং চকার যত্র নিশ্চলং।
দ্বিতীয়ং বালিসীতাখ্যদুর্গ সবঙ্গসজ্ঞকম্।
তৃতীয়ং তুর্কারাজ্যঞ্চ চতুর্থঞ্চ সুজামুঠা।
তৎসকাশং কুতপ্‌পুরং রাজ্যন্তু পঞ্চমং স্মৃতং।
দুর্গং নিশ্চিন্তপুরস্য যত্র কংশাবতী নদী॥
তস্যাধিকারী তৈলঙ্গী খ্যাতং তৈলঙ্গদুর্গকম্!
তত্র স বাসয়াঞ্চক্রে ঋত্বিজোবোঢ়ুবংশজান্
আগতান্ দক্ষিণ দিশি দেশ উৎকলকে স্থিতান্।
দালভাস্ গোত্র ধাঁন্ধুঞ্চ বাৎস্য গোত্র ত্রিবিক্রমম্॥
ধূরীবংশ সমুদ্ভুতম্ ধৌম্যং শাণ্ডিল্যগোত্রকম্।
কাশ্যপ গোত্র বিড়টং লোচনস্য যশোধরম্॥
পৌলবংশ সমুদ্ভূতং বঙ্কটং গোত্র গৌতমম্!
পঞ্চ গোত্রানিমান্ সর্ব্বান্ সামবিদ্‌দ্বিজ পঞ্চকান্॥
তেষাং মধ্যে বালিসীতা-দুর্গাধিকারী হালিকঃ।

গোবর্দ্ধনানন্দোনাম্না ধর্ম্মশীলো মহোদয়ঃ ॥
মল্লবিদ্যাসু নৈপুণ্যাৎ তথা সঙ্গীতশাস্ত্রকে।
সন্তোষাদ্দেবভূপস্য দিশি য উৎকলাধিপঃ।
ইন্দ্রদুর্গাধিকারীচ মহারাষ্ট্রাধিপো মহান্ ॥
লাউসেনভূপরাজ্যং দেবদত্তং মনোহরং।
ময়না দুর্গকং নাম বিখ্যাতং ধরণীতলে ॥
রাজা বাহুবলেন্দ্রেতি খ্যাতিঞ্চ প্রাপ্তবান্ পুনঃ।
ছত্র চামর বাদ্যাদি ডঙ্কা যজ্ঞোপবীতকং ॥
সর্ব্বোচ্চ রাজ মর্য্যাদাং মহাত্মা সোহলভত্তদা।
ময়নাধিপং শ্রীধরাখ্যং হৃহিং পরিবভূবহ ॥
পৌষীয় পৌর্ণমাস্যাস্তু ভূতং রাজ্যাভিষেচনং
ঋত্বিজো বৈ সমনীয় বিপ্রান্বৈ বোঢ়ুবংশজান্ ॥
সংপূজ্য বিধিবদ্রাজা প্রণম্য পদপঙ্কজে।
পাদ্যার্ঘাদি-প্রদানেন বস্ত্র মাল্যৈঃ স্বতোষিতান্ ॥
যৎকর্ম্ম যোগ্যা যে বিপ্রাস্তত্র তান্ সংন্যযোজয়ৎ।
রাজ্ঞঃসভাসদো ধৌম্য আচার্য্যো বিড়টোহভবৎ ॥
পৌরাণিকো বঙ্কটশ্চ নানা-বিদ্যা-বিশারদঃ।
বেদবিদ্ যাজ্ঞিকো ধাঁকুরভবৎ কর্ম্মনিষ্ঠকঃ ॥
এতান্ কর্ম্মসু সংযোজ্য স্বামাত্যৈঃ সহ বান্ধবৈঃ।
মহাভাগো নরপতিঃ পালয়ামাসবৈ প্রজাঃ ॥
বহুরত্নদানাদিনা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
দেবার্চ্চনা দক্ষিণাভির্বর্দ্ধয়ামাস তান্ দ্বিজান্ ॥
কর্ম্মণা তস্য তদ্রারাজ্যমভবৎ নাক সন্নিভম্।
আদরাদ্বহুতুষ্টাব দ্রাবিড়াখ্যান্ দ্বিজান্ পুনঃ ॥
তচ্ছ্রুত্বা হালিকাঃ সর্ব্বেঋত্বিগ্ভিঃ সহসঙ্গতাঃ।

তদ্দেশ কৃতসংবাসাঃ কৃষিকর্ম্মরতাঃ সদা ॥
দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিখ্যাতা বৈদিকা উৎকলস্থিতাঃ।
সামবেদাধিকারৈশ্চ সার্দ্ধং হালিক ভূসুরৈঃ ॥
প্রদানাদান যাজনৈঃ গৌড়াদ্যৈঃ সহ ভোজনৈঃ।
সামর্গ্যজুর্বেদ বিজ্ঞা দ্রাবিড়াখ্যাং প্রপেদিরে ॥
রাজেশ্বরো নৃসিংহশ্চ শাণ্ডিল্যো ধৌম্যবংশজঃ।

* * * *

রাজবল্লভ নামাতু গৌতমোবঙ্কটাত্মজঃ ॥
বাৎস্যগোত্রো বৃহৎভানু হংসঋষিঃ সনাতনঃ।
কৌশিকা দেবচন্দ্রশ্চ রঘুঋষি শুকদেবকঃ ॥
সাবর্ণি কামদেবশ্চ দালভ্যসস্তু বামনঃ।
তিলকস্তু কর্ণঋষির্ণাম্না যঃ শ্যামসুন্দরঃ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষগোত্রঃ স ভরদ্বাজস্তু শঙ্করঃ।
কাত্যায়নো বীরবাহুঃ মৌদগল্যো চরলালকঃ ॥
আলম্ব্যায়ন গোত্রস্তু পুরুষোত্তম নামকঃ।
এবং বিপ্রাঃ সপ্তদশ দেশ উৎকল সংস্থিতাঃ ॥

* * * *

ততঃ কতি দিনান্তেতু কশ্চিত্তু জানুখণ্ডিকঃ।
বাণিজ্য কর্ম্ম নিরতঃ মাহিষ্যঃ কৃষিকারকঃ ॥
গোমনুষ্য হিতার্থায় পরলোক সুখায় চ।
উৎকলস্য তু পূর্ব্বান্তে কাশীযোড়ান্তরালকে ॥
ধনধান্যযুক্ত শ্রীমান্ রম্যাং বাপীং চখানবৈ।
অধিকারে ক্ষত্রিয়স্য নৃপতের্জ্জনশূন্যকে ॥
যাং জানুখণ্ডীমধুনা তস্মিন্ দেশেজনোঽব্রবীৎ।
একদা তু প্রতিষ্ঠার্থং চিন্তয়ামাস ধর্ম্মবিৎ ॥

স্থিত্বা নিজালয়ে বিপ্রানানীয় বেদপারগান্
বিনয়েনাব্রবীৎ বিজ্ঞঃ ফলভূয়স্ত্বলিপ্সয়া ॥
ক্রিয়মাণং সাগ্নিকেন ব্রাহ্মণেন তু কর্ম্ম যৎ।
ধ্রুবং তৎ কর্ম্মভবিতা শাস্ত্রপ্রোক্তফলপ্রদং ॥
অত আনয়ত বিপ্রাঃ সাগ্নিকান্ দ্বিজসত্তমান্।
ইতি শ্রুত্বা দ্বিজাঃ সর্ব্বে চিন্তয়া ক্ষুণ্ণমানসাঃ
অক্ষুণ্ণা স্তেবয়ং কর্ত্তুমুচুস্তে কৃষকাগ্রতঃ।
নাস্মাসু সাগ্নিকঃ কশ্চিদ্বিদ্যতে হুব্রকুবিক।
হালিকো বচসাতেষাং চিন্তাযুক্তো মহামতিঃ
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি চিন্তয়ামাস নিত্যশঃ ॥
ততস্তু দ্রাবিড়ং দেশং প্রেরয়ামাস ঋত্বিজং।
কর্ম্মজ্ঞ বেদবিদ্বিপ্রাণানেতুং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
সাগ্নিকঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ নাম্না পঞ্চাননোদ্বিজঃ।
শিবাগ্নিনা তনয়েন সহ স্নেহাৎ সমাগতঃ।
সন্ধিবিগ্রহ্যুপাধিয়ো বেদবেদান্ত পারগঃ।
দ্রাবিড়িনৌ বেদবিজ্ঞৌ সমানীয়র্ত্তি জাতুসঃ।
প্রতিষ্ঠাং কারয়ামাস দীর্ঘিকায়াং মহামনাঃ ॥
সুদর্শনঃ শিবাগ্নী চ হোতৃকার্য্যেবৃতোঽভবৎ।
তৌ বিনিস্কাশ্য বক্ত্রাত্তু বহ্নিং বহ্নিসমপ্রভৌ।
বহ্নিং সংরোপ্য বিধিনা কারয়ামাসতুঃ ক্রিয়াং।
নির্বৃত্তায়াং প্রতিষ্ঠায়াং জানুপণ্ডী মহামতিঃ ॥
দক্ষিণাঞ্চ দদৌ ভূমিং কাঞ্চনং গাং পয়স্বিনীং।
বিবিধ ধনরত্নানি দ্বিজেভ্যো হালিকাত্মজঃ ॥
তেষাং তেজঃ ক্ষমাং বিদ্যাং কর্ম্মকাণ্ডসু নিষ্ঠতাং।
দৃষ্ট্বা দ্রাবিড়ি ভূদেবা তুষ্টুবুর্বিনয়ান্বিতাঃ ॥

পাদ্যার্ঘ্যাসন মাল্যৈস্তান্ সংপূজ্য বিধিবম্মুদা।
অগ্রমান্যমগ্রপূজ্যং গুণদোষ বিচারকম্ ॥
শিবায়ি সন্ধিগ্রহিণং চক্রুর্বহু গুণান্বিতং।
স শিবায়ী মহাবিজ্ঞঃ পিতরৌ বান্ধবাংস্তথা ॥
কলত্রঞ্চ সমানীয় তত্র বাসং মুদাকরোৎ।
বহবস্তৎ সুতাজাতা নানা-দেশ-নিবাসিনঃ ॥
পঞ্চাননসুতা পঞ্চ শিবায়ী প্রথমঃ স্মৃতঃ।
মহামান্যো মহাপূজ্যো গৌড়াদ্য কুলমধ্যতঃ ॥
সারঙ্গ শ্রীনাথ রামচন্দ্র সাধুকরাঃ ক্রমাৎ।
পঞ্চাননাত্মজা জন্ম লেভিরেঽস্মিন্ প্রদেশকে ॥
অর্থাৎ পঞ্চাননোঽস্মিন্নাগত্য চতুরঃ সুতান্।
দেশে সংজনয়ামাস নানাশাস্ত্র-বিশারদঃ ॥
তচ্চতুর্থো রামচন্দ্রো গজেন্দ্রখ্যাতি মাগতঃ।
শিবায়ীতু বহুপুত্রাঞ্জনয়ামাস তত্ত্ববিৎ ॥
শোপানন্দ চতুর্থ পরমানন্দ দীঠলান্।
পঞ্চমং তু শ্রীনাথঞ্চ নানাগুণসমন্বিতং ॥
শোপানন্দ পৌত্রস্তু রাজেন্দ্রো বহুশাস্ত্রবিৎ।
মন্ত্রসিদ্ধিং গতঃপুত্রস্তৎপুত্রস্তু সুবুদ্ধিমান্ ॥
পুণ্ডরীকাক্ষ নাম্না স মান্যঃ পূজ্যোদ্বিজাতিভিঃ।
গৌড়ীয়াণাং ব্রাহ্মণানাং দুর্ব্বাসা ইব চাগ্রভুক্ ॥
গৌরবস্যাতু পুত্রৌ দ্বৌগুণযুক্তৌ বভূবতুঃ।
জ্যেষ্ঠোহলাযুধো নাম্না মিশ্রোপাধিসমন্বিতঃ ॥
রাজপণ্ডিতো বিখ্যাতঃ শ্রীবাসাস্তু কনিষ্ঠকঃ।
রাজ্ঞঃ সভাসদত্বাৎ স পণ্ডিতখ্যাতিমাপ্তবান্ ॥
সুদর্শন সুতঃ শ্রীমান্ ভবানন্দাখ্য ভৌমিকঃ।

সতু কাশ্যপ গোত্রেণ সমাজে পরিগীয়তে ॥
রাজবল্লব ভট্টস্য তনয়ো হরিভট্টক:।
সবৈ শাণ্ডিল্যগোত্রেণ বিখ্যাতোহ ভূম্মহীতলে ॥
রাজেশ্বরপুত্রঃ শ্রীমান্ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদঃ।
গোয়ীচন্দ্রাভিধঃ খ্যাত উত্থাসনিক এবচ ॥
সংক্ষিপ্তসারস্য টীকাং চক্রে সতু সুনির্ম্মলাং।
পঠন্তি যত্নতস্তাংবৈ বৈয়াকরণিকা জনাঃ ॥
তদবংশ্যো বংশীবদনো ভট্টাচার্য্যাভিধো মহান্।
সংক্ষিপ্তসার টীকায়াষ্টীপ্পনীং কৃতবান্ সুধীঃ ॥
কুতুব্‌পুর প্রদেশান্তর্গতো গ্রামো মনোহরঃ।
তালবাঁদীতি বিখ্যাতস্তত্র বাসং চকার সঃ ॥
তদ্দেশাধিপতে রাজ্ঞো বভূব স সভাসদঃ।
দ্রাবিড়ীনাং ব্রাহ্মণানাং ত্রয়আসন্ সমাজকাঃ ॥
ধর্ম্মসাগর এবৈকঃ শিবায়ী তত্র সংস্থিতঃ।
বৃন্দাবনপুরস্থশ্রীভবানন্দাখ্য ভৌমিকঃ ॥
স্বরস্বতীতি বিখ্যাতঃ সমাজো দ্বিতীয়োহভবৎ।
বাঁকাকুলস্তৃতীয়স্ত সমাজঃ খ্যাতিমানভূৎ ॥
ভাগীরথীতীরাসন্নবাসেন বিখ্যাতাস্ত্যস্তে।
দক্ষিণোত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দেশেন ক্রমতঃ ॥
তত্র সংবসতিং চক্রে গোয়ীচন্দ্রোবিদাম্বরঃ।
অন্যান্য দেশেষ্ববসন্ বংশামনুগতা জনাঃ ॥
স্বজাতীয় দোষ গুনান্ বুদ্ধিপূর্ব্বং বিচারকাঃ।
মিশ্রোথসিন সারঙ্গ আচার্য্যারাজপণ্ডিতাঃ ॥
করোদণ্ড পাঠকশ্চ স্বদেশে ধর্ম্মরক্ষকাঃ।
এবং হালিক কৈবর্ত্ত দোষাদিকং বিবিচ্যতে ॥

রক্ষকা দণ্ড কর্ত্তারো গুণদোষানুক্রমাৎ সদা।
বড়টশ্চ হংসঋষি ইণ্ডি মুণ্ডিশ্চটল্লকঃ॥
দ্রাবিড় বৈদিকা এতে নানাদেশ নিবাসিনঃ।
মিশ্রো কণ্ঠাভরণশ্চ উত্থাসনিক এবচ॥
ভট্টাচার্য্য হালদার ঘটক চক্রবর্ত্তিনঃ।
এতে উপাধয়োদত্তা রাজ্ঞা মানানুসারতঃ॥
কেচিদুৎকলদেশীয়া যুজর্ব্বেদদ্বিজাতয়ঃ।
কেচিদ্ দ্রাবিড়দেশস্থাঃ সামবিদো দ্বিজাতয়ঃ॥
তেঽপি বৈদিক সংসর্গাৎ বৈদিকাখ্যাং প্রলেভিরে।
যদাহম্মদ সাহাখ্যো নৃপতির্যবনোঽভবৎ॥
তদাতু তস্য দৌর্জন্যাৎ কৈবর্ত্তাঃ কৃষিকারকাঃ।
উত্তরদ্দেশাদাগত্য গঙ্গাতীরে সুশোভনে॥
মেটাারি নামকে গ্রামেঽবসন্ সার্দ্ধং পুরোহিতৈঃ॥

* * * *

কুলঞ্জীর বঙ্গানুবাদ।

সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, অসুরি, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ এই সাত জন ব্রহ্মার পুত্র ব্যাসদেব কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। হে মুনে, ধূরী প্রভৃতি তিন জন সেই বোঢ়ুর পুত্র। তাঁহারা সকলেই জৈমিনির শিষ্য, সামবেদাধ্যায়ী, কুথুমশাখী এবং বেদবেদাঙ্গপারগ হইয়াছিলেন। হলজীবিমাহিষ্যগণ প্রথমে সরযূপুলিনে গমন করেন। দ্বাপরের শেষভাগে তাঁহাদের অনেকে উত্তর দিকে বাস করিলেন এবং কলির প্রথমে কতক দক্ষিণ দিকে যাইয়া উৎকল খণ্ডের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন ৮২২ শকাব্দ চলিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ বর্ত্তমান তমলুক মহাভারতোক্ত আদিম স্থান উহা স্বর্গদ্বার সম। এখানে এখনও জিষ্ণুহরি বিরাজমান আছেন। এই

স্থলে তাম্রধ্বজ নরপতি নিশ্চল ভাবে রাজ্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় রাজা সবঙ্গ, বালীসীতা ইহার দুর্গ ছিল। তৃতীয় রাজা তুর্কা এবং চতুর্থ- রাজা সুজামুঠা। ইহার নিকটে কুতব্‌পুর নামে পঞ্চম রাজ্য ছিল। কংশাবতী নদীর তীরে নিশ্চিন্তপুরের দুর্গ। তৈলঙ্গীদেব অধিপতি হওয়ায় উহা তৈলঙ্গ দুর্গ নামে অভিহিত হইয়াছিল। তথায় তৈলঙ্গী মহারাজ দক্ষিণ দিক্‌ স্থিত উৎকলবাসী বোঢ়ু বংশজাত ঋত্বিজ সকলকে আনাইয়া বাস করাইয়া ছিলেন।

যথা—দালভ্যস্‌ গোত্র ধাঁন্ধু, বাৎস্যগোত্র ত্রিবিক্রম, ধূরীবংশসম্ভূত শাণ্ডিলগোত্রজ ধৌম্য, লোচনের যশোধর কাশ্যপগোত্রজ বিড়ট, পৌলবংশজ গৌতমগোত্রীয় বঙ্কট। এই পঞ্চ গোত্রীয় দ্বিজগণ সকলেই সাম-বেদজ্ঞ।

পূর্ব্বোক্ত রাজা পঞ্চকের মধ্যে বালিসীতা দুর্গের অধিকারী হালিক গোবর্দ্ধনানন্দ অতিশয় ধর্ম্মশীল ও মহানুভব ছিলেন। তিনি মল্লবিদ্যা ও সঙ্গীত শাস্ত্রে নিপুণ; ইন্দ্রদুর্গাধিকারী, মহারাষ্ট্রাধিপ, উৎকল-পতি দেব ভূপের সন্তোষ বিধান করিয়া ধরণীখ্যাত মনোহর দেবদত্ত লাউসেন রাজার রাজ্য ময়না নামক দুর্গ; রাজা বাহুবলেন্দ্র আখ্যা এবং ছত্র চামর, বাণ, ডঙ্কা ও যজ্ঞোপবীতাদি সহ সর্ব্বোচ্চ রাজমর্যাদা লাভ করিলেন। ময়নার তাৎকালিক রাজা শ্রীধর হুইকে তিনি যুদ্ধে পরাজিত করেন। পৌষীয় পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয়। রাজা বোঢ়ু বংশজাত ঋত্বিজদিগকে আনয়ন করিয়া প্রণামান্তর বিধিবৎ পূজা পূর্ব্বক পাদ্য অর্ঘ্য বস্ত্র মাল্যাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।

যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত, রাজা তাঁহাকে তাহাতে নিযুক্ত করিলেন। ধৌম্য সভাসদ ও বিড়ট আচার্য্য হইলেন। নানা বিদ্যা বিশারদ বঙ্কট-পুরাণ পাঠক এবং বেদবিৎ ও কর্ম্মনিষ্ঠ ধাঁন্ধু যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সকল ব্রাহ্মণকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া বন্ধু-বান্ধব ও আমত্যগণের সহিত মহাভাগ নরপতি প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। বহু রত্ন দান,দেবার্চ্চনায়

নিযুক্ত এবং ভোজন ও দক্ষিণাদ্বারা তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিলেন। রাজার এই কার্য্য দ্বারা সেই রাজ্য স্বর্গতুল্য হইল। তিনি সাদরে দ্রাবিড় দ্বিজগণকে বহু স্তব করিতে লাগিলেন। তাহা শুনিয়া হালিকগণ ঋত্বিক্‌দিগের সহিত মিলিত হইয়া সেই দেশে বাস করতঃ কৃষিকার্য্যে রত হইলেন। উৎকল দেশবাসী সামবেদাধ্যায়ী বিখ্যাত বৈদিক পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণ হালিক ভূসুরবর্গের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। গৌড়াদ্য বৈদিকগণের সহিত আদান প্রদান যাজন ও ভোজন দ্বারা সাম ঋক্ যজুর্ব্বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ গৌড়াদ্য বৈদিকাখ্যা বা দ্রাবিড়াখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজেশ্বর ধৌম্যবংশজাত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নৃসিংহ, বাৎস্য গোত্রীয় বঙ্কটাত্মজ বৃহদ্‌ভানু, গৌতম গোত্রজ রাজবল্লভ, সনাতন হংসঋষি, কৌশিক বেদচন্দ্র, রঘুঋষি শুকদেব, সাবর্ণি গোত্রীয় কামদেব, দালভ্য গোত্রীয় বামন, তিলক, পুণ্ডরীকাক্ষ গোত্রজ কর্ণঋষি (যিনি শ্যামসুন্দর নামে অভিহিত) ভরদ্বাজ গোত্রীয় শঙ্কর, কাত্যায়ন, বীরবাহু, মৌদ্‌গল্য হরলাল ও আলম্ব্যায়ন গোত্রজ পুরুষোত্তম, এই সপ্তদশ ব্রাহ্মণ উৎকলে বাস করিতেন।

তাহার পর কয়দিন গত হইলে কৃষিবাণিজ্য রত, ধন ধান্যযুক্ত জানু খণ্ডিক নামক কোন মাহিষ্য, গো মনুষ্যের হিত এবং পরলোকে সুখের জন্য উৎকলের পূর্ব্ব সীমায় কাশীযোড়ার অন্তরাল প্রদেশে ক্ষত্রিয় রাজার অধিকারস্থ জনশূন্য প্রদেশে একটী মনোহর বাপী অর্থাৎ বৃহৎ জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। তদ্দেশ বাসীরা এখন সেই বাপীকে জানুখণ্ড বলে।

সেই ধর্ম্মজ্ঞ বিজ্ঞ জানুখণ্ডিক একদা ঐ দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠার জন্য চিন্তিত হইয়া বেদ পারগ পুরোহিত বিপ্রগণকে নিজালয় আনয়ন পূর্ব্বক বিনয় বচনে বলিলেন ;—"সাগ্নিক ব্রাহ্মণদ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহা নিশ্চয়ই শাস্ত্রোক্ত ফলপ্রদ হয়, অতএব হে বিপ্রগণ আপনারা সাগ্নিক দ্বিজ আনয়ন করুন।" ইহা শুনিয়া সকল বৈদিক ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকটে বলিলেন,—

"হে কুষিক আমাদের মধ্যে কেহই সাগ্নিক নহেন।" তখন মহামতি তাঁহাদের বাক্যে চিন্তান্বিত হইয়া কি করি? কোথায় যাই! বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তৎপরে স্বকার্য্য সিদ্ধিহেতু বেদবিৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইবার জন্য নিজ পুরোহিতকে দ্রাবিড়দেশে পাঠাইলেন!

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় সাগ্নিক পঞ্চানন নামে দ্বিজ, শিবায়ী নামক পুত্রের সহিত স্নেহ বশতঃ আগমন করিলেন। তিনি সন্ধি বিগ্রহী উপাধিযুক্ত এবং বেদবেদান্ত পারগ ছিলেন। জানুখণ্ডীক পুরোহিত দ্বারা বেদ বিজ্ঞ দুইজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুদর্শন শিবায়ী হোতৃকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বহ্নিসম প্রভা বিশিষ্ঠ তাঁহারা দুইজন মুখ হইতে অগ্নি বহিস্কৃত করিয়া, বিধিপূর্ব্বক অগ্নি সংরোপণ পুরঃসর প্রতিষ্ঠাক্রিয়া সমাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণগণ হালিকাত্মজ মহামতি জানুখন্তী ভূমি স্বর্ণ, বিবিধরত্ন ও দুগ্ধবতী গাভি প্রভৃত দক্ষিণা প্রদান করিলেন। তাঁহাদের তেজঃ ক্ষমা, বিদ্যা এবং কর্ম্ম কাণ্ডনিষ্ঠা দেখিয়া দ্রাবিড়গণ (গৌড়াদ্য বৈদিক) বিনয়ান্বিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন! পাদ্য, অর্ঘ্য আসন মাল্য সানন্দে প্রদান ও যথাবিধি পূজা করণান্তর বহুগুণান্বিত শিবায়ী সন্ধি গ্রহীকে অগ্রমান্য, অগ্রপূজ্য ও দোষগুণ বিচারক করিলেন। মহাবিজ্ঞ শিবায়ী—পিতা মাতা বান্ধবগণ ও কলত্রাদি আনয়ন করিয়া তথায় বাস করিলেন। তাঁহার অনেক সন্তান উৎপন্ন হইয়া অনেক দেশে বাস করিতে লাগিলেন। পঞ্চাননের পাঁচ পুত্র, তন্মধ্যে শিবায়ী প্রথম। তিনি গৌড়াদ্য কুলের মধ্যে মহামান্য ও মহাপূজ্য ছিলেন। পঞ্চাননের সারঙ্গ, শ্রীনাথ, রামচন্দ্র ও সাধুকর নামক পুত্রগণ ক্রমে এ প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিলেন। অর্থাৎ নানাশাস্ত্র বিশারদ পঞ্চানন এদেশে আসিয়া চারিটী পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। চতুর্থ রামচন্দ্র গজেন্দ্র খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তত্ত্ববিৎ শিবায়ী বহুপুত্র উৎপাদন করিলেন।

শোপানন্দের বহুশাস্ত্রবিৎ পৌত্র রাজেন্দ্র মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র অতি বুদ্ধিমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ দ্বিজাতিগণের মান্য ও পূজ্য ছিলেন। গৌরবশালী তাঁহার দুইটী গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ মিশ্রোপাধিক হলায়ুধ; তিনি রাজপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। কনিষ্ঠ শ্রীবাস রাজার সভাসদ্ হেতু পণ্ডিত আখ্যা পাইয়াছিলেন।

সুদর্শনসুত শ্রীমান্ ভবানন্দ ভৌমিক সমাজে কাশ্যপ গোত্রজ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রাজবল্লভ ভট্টের পুত্র হরিভট্ট পৃথিবীতে শাণ্ডিল্য গোত্রজ বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

রাজেশ্বরের পুত্র সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ শ্রীমান গোয়িচন্দ্র উত্থাসনিক উপাধিতে খ্যাত হইলেন। তিনি সংক্ষিপ্তসারের সুনির্ম্মলা টীকা প্রস্তুত করেন। বৈয়াকরণিকেরা তাহা যত্নপূর্ব্বক পাঠ করেন। তাঁহার বংশে বংশীবদন 'ভট্টাচার্য্য' আখ্যা ধারণ করেন। ইনি সংক্ষিপ্তসারের টীপ্পনী করেন। কুতুবপুর প্রদেশান্তর্গত বিখ্যাত ভালবাদী গ্রামে বাস করিতেন, সেই দেশের রাজার সভাসদ হইয়াছিলেন। দ্রাবিড়ি (গৌড়াদ্য বৈদিক) ব্রাহ্মণগণের তিনটী সমাজ ছিল। প্রথম ধর্ম্মসাগর। তথায় শিবায়ী অবস্থান করিতেন। দ্বিতীয় সমাজ বৃন্দাবনপুর। সরস্বতী উপাধিধারী ভবানন্দ ভৌমিক তথায় বাস করিতেন। বাঁকাকুলে বিখ্যাত তৃতীয় সমাজ ছিল। ভাগীরথী তীরে অবস্থিতিহেতু তাঁহারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বিদাম্বর গোয়ীচন্দ্র ক্রমে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশে বাস করিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অপরাপর দেশে বাস করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং স্বজাতির দোষগুণ বিচারক হইলেন। মিশ্র, উত্থাসনিক, সারঙ্গ আচার্য্য, ইঁহারা রাজপণ্ডিত ছিলেন। কর, দণ্ড পাঠক স্বদেশে ধর্ম্মরক্ষক হইলেন। এবং তাঁহারা হালিক কৈবর্ত্তগণের দোষগুণ বিচারপূর্ব্বক রক্ষাকর্ত্তা ও দণ্ডদাতা হইলেন। বড়ট হংসঋষি, হণ্ডি, মুণ্ডি, চল্লক, প্রভৃতি দ্রাবিড় বৈদিকেরা নানাদেশে বাস করিতে লাগিলেন। মিশ্র,

উথাসনিক, ভট্টাচার্য্য, হালদার, ঘটক, চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি উপাধি মর্য্যাদা অনুসারে রাজকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। উৎকলদেশীয় যজুর্ব্বেদীয় কতক ব্রাহ্মণ এবং দ্রাবিড়দেশস্থ সামবেদীয় কতক ব্রাহ্মণ বৈদিকগণের সংস্পর্শে বৈদিক আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। যে সময়ে আহম্মদ নামক যবন রাজা হইয়াছিলেন সে সময়ে তাঁহার দৌর্জ্জন্যে কৃষিকারক কৈবর্ত্তগণ উত্তর দেশ হইতে সপুরোহিত আসিয়া গঙ্গাতীরে সুশোভন মেট্যারি নামক গ্রামে বাস করিলেন।

* * * *

দশম অধ্যায়।

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ আর্য্যজাতির পুরোহিত।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ মাহিষ্য জাতির পুরোহিত বলিয়া বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন। বর্ণ ব্রাহ্মণ মাত্রেই শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশ হইতে বহির্গত হইয়া নীচ অন্ত্যজ জাতির যাজন করিতেছেন। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণের* যাজ্য মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যা পত্নীর গর্ত্তজ সন্তান। অনুলোম বিবাহে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

এক্ষণে যাজ্য জাতি* বিশুদ্ধ আর্য্যজাতি কি না তাহাই বিবেচ্য। হিন্দু সমাজের বর্ণ সঙ্করের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা বর্ণ সঙ্কর হইতে পৃথক রাখিবার উদ্দেশ্যে ও হিন্দু সমাজের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য উচ্চবর্ণ পুরুষের সহিত নিম্ন বর্ণের কন্যার বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যথা—

ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভার্য্যা ভবন্তি।১
তিস্র ক্ষত্রিয়স্য ।২
দ্বে বৈশ্যস্য ।৩
একা শূদ্রস্য ।৪

বিষ্ণু-সংহিতা, ২৪ অধ্যায়।

---

*যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ এই ষটকর্ম্ম ব্রাহ্মণের আচরণীয়। যাজ্য জাতির যাজন করিলে ব্রাহ্মণ পতিত হইবেন না।

মনু বলিয়াছেন—

শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সাচ স্বাচ বিশঃ স্মৃতঃ।
তেচ স্বাচৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বাচাগ্র জন্মনঃ॥

শূদ্র কেবল শূদ্রাকে বিবাহ করিবে, ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যাকে নহে। বৈশ্য, শূদ্রা ও বৈশ্যাকে বিবাহ কবিবে; ব্রাহ্মণী বা ক্ষত্রিয়াকে নহে। ক্ষত্রিয়, শূদ্রা বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবে; ব্রাহ্মণীকে নহে। ব্রাহ্মণ, শূদ্রা বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণীকে বিবাহ করিতে পারিবে।

এইরূপ অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র-সিদ্ধ। এবম্প্রকার বিবাহের সন্তান সন্ততি শাস্ত্রমতে শুদ্ধ এবং তাহারা বর্ণ সঙ্কর বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হয় নাই। কিন্তু নিম্ন বর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চ বর্ণের কন্যার প্রতিলোম বিবাহ দিবার শাস্ত্রে বিধি নাই। প্রতিলোমজাত সন্তানগণই বর্ণ সঙ্কর যথা—

আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধি স্মৃতঃ।
প্রতিলোম্যেন যজ্জন্ম সজ্ঞেয়ো বর্ণসঙ্করঃ॥

—নারদ সংহিতা।

মনু আরও বলিয়াছেন—

স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষ বিগর্হিতান্॥ ১০।৬
পুত্রা যেঽনন্তর স্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।
তানন্তর নাম্নাস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে॥ ১০।১৪

কুল্লুকভট্ট উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকা করিয়াছেন—"অত্র সদৃশান পিতৃ সদৃশান নতু সজাতীয়ান, মাতৃহীন জাতীয়ত্ব দোষেণ গর্হিতান। পিতৃ সদৃশ গ্রহনাৎ মাতৃজাতেরুৎকৃষ্টাঃ পিতৃজাতিতো নিকৃষ্টাঃ।"

"অনন্তর গ্রহণং অনন্তর বচ্চকান্তর দ্ব্যন্তর প্রদর্শনার্থম্। যে দ্বিজাতীনামনন্তরৈকান্তর দ্ব্যন্তর জাতি স্ত্রীষু আনুলোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্বমুক্তাঃ পুত্রাস্তান হীনজাতি মাতৃদোষান্মাতৃজাতি ব্যপদেশ্যানাচক্ষতে। মাতা পিতা ব্যতিরিক্ত সঙ্কীর্ণ জাতিত্বেঽপি এষাং মাতৃজাতি ব্যপদেশ কথনং মাতৃজাতি সংস্কারাদি ধর্ম্ম প্রাপ্ত্যর্থং।"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়ের "অনন্তরজ" সন্তানগণ মাতৃজাতির হীনত্বাৎ পিতার সজাতীয় নহে পিতৃতুল্য এবং মাতৃজাতি হইতে উৎকৃষ্ট।

ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়াতে একান্তর জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত, দ্ব্যন্তর জাত অম্বষ্ঠ। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাতি মাহিষ্য, দ্ব্যন্তর জাতি উগ্র। ইহারা যদ্যপি মাতৃদোষে হীনতর তথাপি মাতৃজাতির ন্যায়। এতদ্বারা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে একান্তর জাত মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতি; সুতরাং শাস্ত্রানুসারে মাতৃজাতি বৈশ্যের তুল্য।

সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সমানবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্ম বিগর্হিতাঃ।

—বিষ্ণুসংহিতা।

যে সকল পুত্র সমান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহারা সমান বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহারা অনুলোম-ক্রমে জাত তাহারা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রতিলোম-ক্রমে জন্মিয়াছে তাহারা আর্য্য ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে।

মনু আরও বলিয়াছেন—

সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজ-ধর্ম্মিণঃ

মনু ১০ম অধ্যায়, ৪১ শ্লোকার্দ্ধ।

নৃসিংহ পুরাণের ৭ম অধ্যায়ের পরিশিষ্টের অনুবাদস্থলে পণ্ডিত অদ্বৈত রাম ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

"বৈশ্যের দুহিতা (যার ক্ষত্র বর্ণ পতি)
কৈবর্ত্তের মাতা হয় শাস্ত্র মতে সতী।"

বল্লালসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের দলপতি সেন মহারাজার প্রধান সভাপণ্ডিত রায় রামসেবক মিশ্র বঙ্গদেশের কতিপয় জাতি সম্বন্ধে শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটী শ্লোকের অনুবাদ এই—

ক্ষত্রিয় নামেতে দ্বিতীয় বর্ণের পিতা
হালিকের জন্ম হয় বৈশ্যা যার মাতা।

সুপ্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের সময়ে চট্টগ্রামের জলধর পণ্ডিত মহাশয় কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ করিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"জালিকের ভবনেতে অন্ন-জল-দান।
গ্রহণ করিলে হয় চণ্ডাল সমান॥
হালিকের ভবনেতে অন্নপাক চলে।
শাস্ত্র মতে হালিকেরে বৈশ্য জাতি বলে॥
হালিকের পিতা হয় ক্ষত্র শাস্ত্র-ধারী।
জননী যাহার হয় বৈশ্যা শুদ্ধা নারী॥"

তিন শত বৎসর পূর্ব্বে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,

"দুই জাতি করে বাস, মৎস্য ধরে করে চাষ"

কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

এই সমস্ত অকাট্য প্রমাণ সত্বেও ক্ষত্রিয়-বিবাহিতা বৈশ্যাজাত দ্বিজ-ধর্ম্মী মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতিকে "অন্ত্যজ" মধ্যে পরিগণিত করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

"অন্ত্যজ" শব্দের অর্থ অন্তে (শেষে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। অর্থাৎ সবর্ণ বিবাহের পরে শাস্ত্রকারগণ অসবর্ণ বিবাহের অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া কামোপহতচেতন ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবিধি, সামাজিক প্রথা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিল। এই নিয়মশূন্য বিধিব্যবস্থাশূন্য শুদ্ধতা-সংযম-শূন্য ভ্রষ্ট সংশ্রবের অপত্যগণ অন্ত্যজ বলিয়া পরিগণিত হইল। রাজা বেনের সময়ে অধম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ; যথা—বেন কারিত সঙ্কর প্রমাণং নবম অধ্যায়ে মনুনোক্তং

"অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশু ধর্ম্মো বিগর্হিতঃ।
মনুষ্যানমপি প্রোক্তো বেনে রাজ্যং প্রশাসতি॥
স মহিমখিলাং ভূঞ্জন্ রাজর্ষি প্রবরাঃ পুরা।
বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ॥"

মাহিষ্য জাতি অন্তে জন্মগ্রহণ করে নাই। বৈদিকযুগে ক্ষত্রিয়ের অনুলোম বিবাহে পরিণীতা বৈশ্য কন্যার গর্ভে মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি।

এক্ষণে অন্ত্যজ শব্দ সমাযুক্ত শ্লোকের আলোচনা আবশ্যক।

রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বড়ূর এবচ
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতা।

যমবচন।

অর্থাৎ ধোবা, চামার, নট, বড়ূর কৈবর্ত্ত মেদ এবং ভিল্ল এই সপ্তজাতি "অন্ত্যজ"।

উক্ত শ্লোকের মধ্যে যে কৈবর্ত্ত জাতির উল্লেখ আছে, তাহা মনূক্ত নৌজীবী মৎস্য ব্যবসায়ী প্রতিলোমজাত জালিক দাশ কৈবর্ত্ত, যাহাদিগের জল অস্পর্শনীয় ও যাহারা আবহমানকাল "অন্ত্যজ" মধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।

"নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্ম-জীবিনং।
কৈবর্ত্ত মিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্ত-নিবাসিনঃ॥"

কুল্লুকভট্টের টীকা—"ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ প্রকৃতায়ামায়োগোব্যাং মার্গবং দাশাপর নামানং নৌব্যবহারজীবিনং জনয়তি। যমার্য্যাবর্ত্তদেশবাসিনঃ কৈবর্ত্ত শব্দেন কীর্ত্তয়ন্তী।"

এই কৈবর্ত্তজাতি ধীবর নামে খ্যাত, মৎস্যজীবী ও পতিত। যমসংহিতার পরবর্ত্তী শ্লোকেই উক্ত আছে,—

"চর্ম্মারং রজকং বেনং ধীবরং নটমেবচ
এতান স্পৃষ্ট্বা দ্বিজোমোহাদাচমেৎ প্রযতোঽপিসন্।"

কোন প্রাচীন শাস্ত্রে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তকে অন্ত্যজ বলা হয় নাই। যদি বলপূর্ব্বক ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বৈষ্ণধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণকে মৎস্যজীবী ধীবর, জালিক, মালা কিম্বা মেছো কৈবর্ত্তের সামিল করা হয়, তাহা হইলে কোন সৎশূদ্রই সমাজে তিষ্ঠিতে পারেন না;—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ
বণিক কিরাত কায়স্থ মালাকার কুটম্বিনঃ।
বরটো মেদ চাণ্ডাল দাশ স্বপচ কোনকাঃ
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যেচ গবাসনা
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্।"

ব্যাস সংহিতা ১ম অঃ। ১০ম শ্লোক।

অতএব অন্ত্যজ কে নহে? সকলেই ত অধম শূদ্র। আরও কৈবর্ত্ত জাতির "অন্ত্যজ" ব্যঞ্জক শ্লোকটা যে কৃত্রিম এবং প্রক্ষিপ্ত তাহা অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা হাতিবাগানের তৎকালীন সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক চিরস্মরণীয় ৺ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, ৺সর্ব্বানন্দ ন্যায় বাগীশ এবং সংস্কৃত

কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ৺ মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বলেন,—

"কেবলং লোকান্ বঞ্চয়িতুম্ তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহোপি সংগৃহীত এব। সচ যথার্থ শাস্ত্র বিপরীতঃ। স চাপি প্রাগুক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র ক্ষেত্র প্রাগ্‌দেশাদ্য বিদিতপ্রযুক্ত নিঃসন্দেহং প্রতারণার্থং প্রচারিত স্বকপোলকল্পিত এব জ্ঞায়তে"।

"অর্থাৎ কেবল লোক সকলকে বঞ্চনা করিবার জন্য তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সকল সংগ্রহ করা হইয়াছে। সেই সকল জাতিমালা যথার্থ শাস্ত্রের বিপরীত কেবল প্রতারণার জন্য ইহা প্রচারিত এবং স্বকপোলকল্পিত।" (সিদ্ধান্ত-সমুদ্র—২৬—২৭ পৃষ্ঠা)।

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, হালিক কৈবর্ত্তগণ যে বিশুদ্ধ মাহিষ্য জাতি তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ যথেষ্ট বাহির হইয়াছে; ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির জ্যোতিকে কেহ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। বল্লাল সেন ও তদনুগৃহীত জাতির অত্যাচারে মাহিষ্য-সমাজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল; পরে মুসলমানগণ অনেকদিন ধরিয়া হিন্দু সমাজকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। স্থিরচিত্তে এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিবার সুবিধাও ছিল না। সুতরাং কাল মাহাত্ম্যে রাজজাতি দাসজাতির আসন পাইতেছে, উচ্চ মন্দিরের স্বর্ণচূড়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে, সিংহশিশু মেষশাবকের আজ্ঞাবাহী হইয়াছে। এক্ষণে ন্যায়বান ইংরাজের আমলে হাতে লিখিবার মুখে বলিবার স্বাধীনতা হইয়াছে। লুক্কায়িত শাস্ত্র গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে প্রকাশিত হইয়া লোকের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিয়া দিতেছে। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিবেন যে বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্তজাতিই শাস্ত্রোক্ত মাহিষ্যজাতি।

১ম। পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের মন্দিরে রক্ষিত তাল

পত্রে লিখিত মাদলা-পঞ্জিকা (Palm leaf records of the temple of Jagannath) নামক অতি প্রাচীন পুস্তকে হালিক কৈবর্ত্তগণ 'মাহিষ্য' বলিয়া উল্লিখিত আছে।

২য়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মালাবার উপকূলে খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে খৃষ্টীয় যাজকেরা তাহাদের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন। পাদ্রীরা এদেশের হিন্দুজাতির সমগ্র সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া অভিধানাকারে লাটিন ভাষায় এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। লাটিন হইতে নানাভাষায় ঐ পুস্তক অনুবাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে উহা অভিধান বলিয়া খ্যাত। লাটিন ভাষা হইতে উহা সর্ব্ব প্রথমে ইটালি ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল ইংরাজীতে উহার নাম "The Hundu caste Lexicon (Lexicography) compiled under the auspices of the Hindu king of Zamorine territory দক্ষিণাবর্ত্ত সমুদ্রকূলে অবস্থিত এই জন্য সেইস্থানে ধীবরদিগের সংখ্যার আধিক্য সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত অভিধান প্রণেতা মৎস্যধারী ও মৎস্য ব্যবসায়ীর বর্ণনা করিতে গিয়া লিখিতেছেন—

"এতদঞ্চলের কৈবর্ত্তগণ যে সকল কার্য্য করে তাহাতে তাহাদিগকে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হিন্দু বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তগণ কৃষিকার্য্য করে, বাণিজ্য ও ব্যবসা এবং রাজকীয় কার্য্যদ্বারা তাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের অনেকে রাজত্ব করে এরূপ শুনা গিয়াছে। এই সকল উচ্চশ্রেণীর কৈবর্ত্তরা মাহিষ্য উপাধি সমাযুক্ত হইয়া থাকে, কারণ—মাহিষ্য ইহাদের নামান্তর।"

৩য়। পণ্ডিত কমলাকর ভট্টের বিরচিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা দেখাইয়াছেন যে "ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যা"। কমলাকর ভট্ট বহুশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। অমর-

কোষকারও মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "ক্ষত্রিয়াবৈশ্যায়াং জাত"
সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধান সর্ব্ব প্রথম জর্ম্মাণি-ভাষায় আচার্য্য বুলহার
কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তিনি বহু শাস্ত্র আলোড়ন
করিয়া অমরকোষের ব্যাখ্যা (Commentary) শেষ করিয়াছেন। তিনি
মাহিষ্য শব্দের ব্যাখ্যায় অতি স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—"বঙ্গদেশের
উচ্চশ্রেণীর আর্য্য (হালিক) কৈবর্ত্তেরা এবং প্রাচীন মাহিষ্যজাতি একই
বর্ণভুক্ত। গৌড়দেশে "মাহিষ্য" শব্দ অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু
আর্য্য কৈবর্ত্তেরাই প্রাচীন মাহিষ্যের বংশধর। (Bulhar's commentary on Amarkosh quoted in the Calcutta Review Vol. XIV.

৪র্থ। অমরকোষকার লিখিয়াছেন—"মাহিষ্যা অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়ো"।
অমরকোষের প্রায় ৫৬ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহরি মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পাণিনী
ব্যাকরণের টীকায় লিখিয়াছেন—

"কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়ো"

অর্থাৎ হালিক কৈবর্ত্তকুল মাহিষ্য, কারণ ক্ষত্রিয় ঔরসে এবং অর্য্যা
গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছে। অর্য্যা শব্দের অর্থ বৈশ্যা ;—

বিশঃ উরুব্যাঃ উরুজা অর্য্যা বৈশ্যা ভূমিস্পৃশো।

৫ম। উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি জগন্নাথ দাসের পূর্ব্ব পুরুষ
মাধবদাস কবিভট্ট উড়িয়া ভাষায় 'শ্রীশ্রীক্ষেত্র-মাহাত্ম্যম্' নামক কাব্যে
লিখিয়াছেন :—

"গৌড় বাঙ্গালায় কৈবৰ্ত্ত মাহিষা
বিক্রমে যেমতি হয় সমুদ্রের অশ্ব।"

৬ষ্ঠ। বামন সংহিতা ও বামন পুরাণ পাঠ করিলে অবগত হওয়া
যায় যে, বলী রাজার দান পরীক্ষার জন্য শ্রীভগবান বামনরূপ ধারণ করিয়া

তাঁহার যজ্ঞস্থলে গমন করিতেছিলেন, পথিমধ্যে যাইবার সময়ে কৈবর্ত্তকে কখনও কৈবর্ত্ত বলিয়াছেন কখনও মাহিষ্য বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। পণ্ডিত রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ প্রণীত ১২৭০ সালে কলিকাতা বটতলা দিক্‌নির্ণয় যন্ত্রে প্রকাশিত বাঙ্গালাভাষায় "বলীর পরীক্ষা" নামক প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে ঃ—

"অতঃপর ভগবান ডাক দিয়া বলে।
মাহিষ্য বৈশ্যের তুমি অতি সাধু ছেলে॥
কৃষিকর্ম্মে শস্য কার্য্যে হইলা প্রবৃত্ত।
তোমাদের জাতি হয় হালিক কৈবর্ত্ত॥"

সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

রঘুরাম বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ ছিলেন না—তখন এইরূপ মাহিষ্য আন্দোলনের অস্তিত্বও ছিল না। বিদ্যাবাগীশ মহাশয় কৈবর্ত্তের দিকে টানিয়া এইরূপ মিথ্যা গল্প লিখিয়া গিয়াছেন ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না।

৭ম। রাঢ় দেশের স্থানে স্থানে দুইশত বা ততোধিক বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রাহ্মণাধ্যাপকদিগের হস্ত লিখিত এবং বিরচিত জন্মকোষ্ঠী সমূহে কৈবর্ত্তদিগকে মাহিষ্য বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অতি প্রাচীন-কাল হইতে হালিক কৈবর্ত্তগণ মাহিষ্য নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৭১ পৃষ্ঠা।

৮ম। জেলা ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী জামালপুর থানার এলথাভুক্ত জগন্নাথগঞ্জ গ্রাম হইতে বাঁশিবানগালি গ্রাম পর্য্যন্ত এবং বাঁশিবানগালি রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে দিকপাহিত গ্রাম পর্য্যন্ত যত হালিক কৈবর্ত্ত বাস করে, তাহাদের অনেকের গৃহে সম্রাট্ আকবর এবং রাজা মানসিংহের সমসাময়িক ছাড়পত্র (ফারখতে) আজ পর্য্যন্ত রক্ষিত আছে। ঐ সকল

ারখতে স্ত্রীলোকের নামোল্লেখ স্থলে লিখিত আছে "অমুকের পত্নী ীমত্যা রাজেশ্বরী মাহিষ্যা দেব্যা।" "অমুকের সহোদরা শ্রীমতী যমুনার্মাণ াহিষ্যা দেব্যা ইত্যাদি।" এই ফারখতে দুইটী বিষয় প্রতিপন্ন ইতেছে ;—

(ক) হালিক কৈবর্ত্তের মাহিষ্য উপাধি অর্থাৎ মাহিষ্য ও হালিক কবর্ত্তের অভিন্নতা।

(খ) মাহিষ্য স্ত্রীলোকের "দেবী" উপাধি ব্যবহার। মাহিষ্যেরা দ্র হইলে এত প্রাচীনকাল হইতে ইহাদের স্ত্রীলোকেরা দেবী উপাধি াবহার করিতে অধিকারিণী হইতেন না। তমলুকরাজরাণীগণ দেবী ব্দের অপভ্রংশ "দেই" উপাধিতে ভূষিতা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের াাদিলীলা ভাগের ১০ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

> মাধবী দেবী শিখি মাইতির ভগিনী
> শ্রীরাধার দাসী মধ্যে যাঁর নাম গণি।"

শিখি মাইতি মাহিষ্যের সহোদরা মাধবীকে দেবী বলিয়া বৈষ্ণব াস্থে উল্লেখ করায় হালিক কৈবর্ত্তের বৈশ্যত্ব ও মাহিষ্যত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, যদি কৈবর্ত্ত শব্দের পরিভাষা মাহিষ্য শব্দ ইত, তাহা হইলেই কাব্যাদিতে হালিক অর্থে কৈবর্ত্ত শব্দের প্রয়োগ থাকিত না। তদুত্তরে একটু সবিস্তারে আলোচনা করিতে হইবে। কথা এই যে, স্মৃতি ও পুরাণে যে দ্রব্যের যে যে পরিভাষা করা হইয়াছে, সেই সেই পরিভাষা আভিধানিক শব্দ দ্বারা সার্টিফিকেটযুক্ত হওয়া আবশ্যক কিনা? সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, শব্দের শক্তিগ্রহ কিরূপে হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারিলেই বিরুদ্ধবাদিগণ নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। শব্দ, উপমান, কোষ, ও আপ্তবাক্য ব্যবহার দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে

শব্দের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে, এতন্মতে কোষ ও ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কোষও প্রধানতঃ ব্যবহারের উপর স্থাপিত। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাসাদিতে যে শব্দ যাহার পর্য্যায়রূপে পরিভাষিত হইয়াছে, তাহা ব্যবহারে সর্ব্বত্র অনুমোদিত না হইলে কোষে গৃহীত হয় না। ব্যাকরণের কৃৎ তদ্ধিতাদি সঙ্কেতদ্বারা কোন শব্দের কোন অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইলেও ব্যবহার তাহা ভালরূপে পোষণ না করিলে কোষকার তাহা সেই অর্থে গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু আপ্তবাক্যরূপেই তাহা প্রমাণ হয়। স্মৃতির বিচারে ব্যবহার হইতে শাস্ত্র বলবৎ; কিন্তু কোষকারের চক্ষুতে ব্যবহারই বলবৎ। অধিকাংশ লোক যে শব্দে যে অর্থ বুঝে, তাহাকেই সেই শব্দের মুখ্যার্থ বা প্রধান অর্থ বলিয়া ধরিয়া লয়। অধিকাংশ লোকেই অজ্ঞান; কাজেই বলিতে হইবে যে, অজ্ঞবহুল লোকের গৃহীত অর্থই সেই সেই শব্দের মুখ্যার্থ সাধারণে প্রচারিত। অহং শব্দে অজ্ঞগণ চেতনাযুক্ত দেহকে বুঝে, উহাই অহং শব্দের মুখ্যার্থ। কিন্তু পণ্ডিতগণ বুদ্ধিস্থ কূট চৈতন্যকে অহং শব্দে বুঝিয়া থাকেন। জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সংখ্যা অতি অল্প, এজন্য পণ্ডিতগণের গৃহীত অর্থটী ঐ শব্দের গৌণ অর্থ। কোষকারশ্রেষ্ঠ অমর সিংহ পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যা (অর্য্যা) গর্ত্তজাত কৈবর্ত্ত জাতিকে আর্য্যজাতি বুঝিয়াই "মাহিষ্যা অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ" বলিয়া লিখিয়াছেন। অমর সিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্রীহরি মিশ্র সুপ্রসিদ্ধ পাণিণী ব্যাকরণের টীকাতেও লিখিয়াছেন,—

"কৈবর্ত্ত মাহিষ্যো অর্য্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ"

পূর্ব্বেও বিশদভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হালিক কৈবর্ত্তজাতিই মাহিষ্যজাতি। ইহাতেও যদি প্রমাণ না হয়, তবে প্রতিবাদিগণের সম্মুখে অমরসিংহ যাজ্ঞ্যবল্ক্য, পরশুরাম, বৃদ্ধহারীত, গৌতম, উশনা বেদব্যাস স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উত্তর না দিলে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। কারণ

যাজ্ঞ্যবল্ক্য, বৃদ্ধহারীত, পরশুরাম, গৌতম, উশনা, যে জাতিকে 'মাহিষ্য' আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন সেই জাতিকে বেদব্যাস পদ্মপুরাণে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে "কৈবর্ত্ত" বলিয়াছেন যথা :—

১। বৈশ্যা শূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।

যাজ্ঞবল্ক্য।

২। রাজন্যাৎ বৈশ্যা শূদ্র্যেস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ ভুতৌ স্মৃতৌ।

বৃদ্ধহারীত সংহিতা।

৩। ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্য কন্যায়াং মাহিষ্যস্য চ সম্ভবঃ।

পরশুরাম।

৪। তেভ্য এব বৈশ্যা ভূর্জ্জকণ্ঠ মাহিষ্য বৈশ্য বৈদেহান।

গৌতম সংহিতা।

৫। বৈশ্যা ক্ষত্রিয়য়ো পুত্রো মাহিষ্যো।

ঔশনস।

৬। ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পদ্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

৭। ক্ষত্রিয়াৎ বৈশ্যকন্যায়াং কৈবর্ত্তনাম জায়তে।

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব।

অমরসিংহ স্মৃতি পুরাণকে উপেক্ষা করিয়া যেটী খুব ব্যবহারসিদ্ধ তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাতে শাস্ত্রীয় পরিভাষা সহ কোষের কোন বিরোধ হয় নাই। কোষে শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত শাস্ত্রীয় পরিভাষা গৃহীত না হইলে তাহা পচিয়া অপ্রমাণ হয় না। এই কথাটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনু বলিয়াছেন—

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্ম-জীবিনম্‌
কৈবর্ত্তং ইতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ ॥

এই মনুবচনে জালজীবী মার্গব, দাশ ও কৈবর্ত্ত এই তিনটী নাম দৃষ্ট হয়। ঐ তিনটী নামের মধ্যে দাশ এবং মার্গব এই দুইটী নাম মনু স্বয়ং নির্দ্দেশ করিয়াছেন কৈবর্ত্ত শব্দটী আর্য্যাবর্ত্ত বাসীদের উপর বরাত দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"মার্গবের দ্বিতীয় নাম দাশ, কিন্তু আর্য্যাবর্ত্ত বাসীরা উহাদিগকে কৈবর্ত্ত এইরূপ একটা নামেও আহ্বান করিয়া থাকে। এস্থলে মনু মার্গব শব্দকে দাশ শব্দের পর্য্যায় বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিলেও কোষ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে মনুকেও অগ্রাহ্য করিয়া অমরসিংহ ধীবর অর্থে মার্গব শব্দটী পরিত্যাগ করিলেন এবং দাশ ও কৈবর্ত্ত মাত্র এই দুইটী শব্দকে পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রকারগণ কোন পদার্থের নানাবিধ পরিভাষা করিলেও কোষকার তাঁহার সকলগুলি গ্রহণ করেন নাই, এবং কোষকার গ্রহণ করেন নাই বলিয়া শাস্ত্রীয় পরিভাষা পচিয়া যায় না বা অপ্রমাণ হয় না। ব্যাসাদি মহর্ষিগণ মাহিষ্যের কৈবর্ত্তরূপ পরিভাষান্তর গ্রহণ করিলেও অজ্ঞবহুল সাধারণ লোকে তাহা ভালরূপ সর্ব্বত্র গ্রহণ করে নাই; এই জন্য মাহিষ্যের পয্যায়ে অমরসিংহ কৈবর্ত্ত শব্দ লিপিবদ্ধ করেন নাই সুতরাং কোষমূলক কাব্যাদিতে মাহিষ্যার্থে কৈবর্ত্ত শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায় না। এইজন্য স্মৃতিসিদ্ধ হইলেও অমরকোষে অম্বষ্ঠ পর্য্যায়ে বৈদ্য শব্দ লিখিত হয় নাই। শাস্ত্রে ভূজ্জকণ্ঠ ও অম্বষ্ঠ একই জাতির নাম হইলেও কোষকার তাহা গ্রহণ করেন নাই। যবন ও করণ শব্দ এবং নিষাদ ও পারশব শব্দ স্মৃত্যুক্ত পর্য্যায় হইলেও অমরকোষে তাহা পর্য্যায়রূপে গ্রাহ্য হয় নাই। এইরূপে স্মৃত্যাদিতে দ্রব্য গুণ ধর্ম্ম ও জাতির অনেক নাম প্রসিদ্ধ আছে, কোষকারগণ তাহা একেবারেই গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে শাস্ত্রোক্ত তত্তৎ সংজ্ঞা অপ্রমাণ

হয় না। বস্তুতঃ কোষের পর্য্যায় দ্বারা স্মৃতি-পুরাণোক্ত পরিভাষা বা পর্য্যায়ের পরীক্ষা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যাহাদের বিদ্যা কেবল অমরকোষ দ্বারা সীমাবিশিষ্ট, তাঁহারা শাস্ত্রীয় পরিভাষার শক্তি না বুঝিয়া কেবল অমরকোষ প্রামাণ্যে ক্ষত্র-বৈশ্যা-জাত মাহিষ্যাপর-নামা কৈবর্ত্তকেও মনূক্ত কৈবর্ত্ত বলিয়া ভ্রম করেন। অমরসিংহের কোষাবলম্বী পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ভ্রম নিরাস করিবার জন্য মাহিষ্যজাতির একমাত্র মাহিষ্য নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত হওয়া আবশ্যক।

কৈবর্ত্ত বলিলে কেবল জালিক বুঝাইবে, এরূপ কথনই নহে। **ক** অক্ষরের কেবলমাত্র জলবাচক অর্থ করিলে চলিবে না জর্ম্মাণ পণ্ডিত লাসেন (Lassen) বলিয়াছেন যে,—'ক' অক্ষরের জল ব্যাখ্যা করিয়া ব্যুৎপত্তি দেওয়া উচিত নহে, কারণ "the use of 'Ka' in the sense of water, is very unusual in ancient Sanskrit literature" অর্থাৎ প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে জল অর্থে '**ক**' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। কিন্তু ছান্দোগ্যাদিতে কং ব্রহ্ম ইত্যাদি স্থলে সুখার্থে সুবহুল **ক** প্রয়োগ আছে। **ক** অর্থে বিষ্ণু, সুখ, ধন বুঝায়। পুরাণের মতে '**ক**' শব্দে বিষ্ণু অর্থ করিলে কৈবর্ত্ত জাতিকে বিষ্ণুভক্ত বুঝা যায়। মহামাননীয় শ্রীযুক্ত এচ্ এচ্ উইলসন্ সাহেব কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"The entire caste belongs to the Vaisnaba sect" ...

(Religious sects of the Hindus.)

বৈষ্ণব কবিগণও লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
বৈষ্ণব চিনিলে হয় গৌরপদে মতি॥
বৈষ্ণব চিনিতে পারে সাধু আর সতী।
বৈষ্ণবেতে ভক্ত হয় কৈবর্ত্তের জাতি।"

হালিক কৈবর্ত্তগণের শতকরা ৯৪ জন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী; ইহাদিগের বাটীতে একাদশীব্রত, হরিসঙ্কীর্ত্তন ব্রতপূজাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

ক অক্ষরের সুখ ও ধন অর্থ করিলেও 'কৈবর্ত্ত' শব্দের ব্যুৎপত্তির গোলযোগ হয় না। কারণ—

"ন সুখং কৃষিতোঽন্যত্র যদি ধর্ম্মেণ কর্ষতি।
অবস্ত্রত্বং নিরন্নত্বং কৃষিতোনৈব জায়তে।"

সুখ কাহাকে বলে?

"সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখম্"

ধর্ম্মানুসারে কৃষিকর্ম্ম করিলে কৃষিকর্ম্ম হইতে অধিকতর সুখকরী বৃত্তি দুর্ল্লভ। যিনি কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করেন, তাঁহার কখনও অন্নবস্ত্রের অভাব হয় না। আরও—

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব চ নৈব চ॥

আর—কে (সুখে, বৈষয়িক অধিকরণ যেমন "ব্রহ্মণিং ব্রহ্মণি স্থিতঃ") বর্ত্ততে কৈ বর্ত্ত—ব্যুৎপত্তি-লব্ধ অর্থ হইতে জানা যায় যে, কৃষিধর্ম্মাবলম্বী মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণ শ্রীভগবানের নিজোক্তি "কৃষি-গোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্" মর্ম্মানুসারে আজ পর্য্যন্ত কৃষ্যাদি বৈশ্যজনোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব কৈবর্ত্ত শব্দের কেবলমাত্র জালিক অর্থ করিলে চলিবে না। উহা শব্দার্থবোধক মাত্র, কর্ম্মস্থলে বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। যেমন—

অবদাতঃ সিতো গৌরো হবলক্ষো ধবলঽর্জ্জুনঃ।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

পীত গৌর হরিদ্রাভ পলাসো হরিতো হরিৎ।

ঐ, ঐ।

এস্থলে গৌরবর্ণটী একবার শ্বেতবর্ণের পর্য্যায়ে, একবার হরিদ্রাবর্ণের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া গৌরবর্ণ বলিলেই যে শ্বেতবর্ণ হইবে পীতবর্ণ হইবে না, এমত নহে। ভাবার্থ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে।

রামং লক্ষণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিসুন্দরং।

রামায়ণ।

কলঙ্কাঙ্কৌ লাঞ্ছণঞ্চ চিহ্নং লক্ষ্মণ চ লক্ষণং।

অমরকোষ, স্বর্গবর্গ।

পূর্ব্বপাদের লক্ষন শব্দটী রামকনিষ্ঠ অর্থ, পর শ্লোকের লক্ষণ শব্দটী চিহ্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

বিশম্ভরঃ কৈটভজিদ্ বিধুঃ শ্রীবৎস লাঞ্ছনঃ।

অমরকোষ স্বর্গবর্গ।

বিধুঃ সুধাংশু শুভ্রাংশু রোষধীশো নিশাপতিঃ।

ঐ ঐ

পূর্ব্বের বিধু শব্দটীকে শ্রীকৃষ্ণ, পর বিধু শব্দটীকে চন্দ্র বুঝাইতেছে। বিধু বলিলেই কৃষ্ণ বুঝাইবে, চন্দ্র বুঝাইবে না—এরূপ সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ।

সিংহো মৃগেন্দ্রঃ পঞ্চাস্যোহর্য্যাক্ষর কেশরী হরিঃ।

অমরকোষ সিংহাদিবর্গ।

শ্রবণা মাধবো বিষ্ণুরচ্যুতঃ কেশবো হরিঃ।

নক্ষত্রাভিধান।

এস্থলে পূর্ব্ব হরি শব্দটী সিংহ ও পরের হরি শব্দটী শ্রীকৃষ্ণাখ্য শ্রবণা-নক্ষত্র বোধক হইয়াছে। এইরূপ

১। ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

পদ্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ।

অথবা—

২। "নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥—মনু।

৩। কৈবর্ত্তমেদভিল্লশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাস্মৃতাঃ।—যমবচন।

প্রথম শ্লোকের কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থের সহিত শেষের দুইটী শ্লোকের কৈবর্ত্ত শব্দের অর্থ বিভিন্ন হইবে। কারণ প্রথম শ্লোকের কৈবর্ত্ত ক্ষত্রিয় ঔরসে বৈশ্যাভার্য্যার গর্ভে জাত এবং তাহাদের মাতৃধর্ম্ম অর্থাৎ বৈশ্যক্রিয়া কৃষি গোরক্ষণাদি দ্বারা খ্যাত। আর শেষের দুইটী শ্লোকের কৈবর্ত্ত নিষাদের ঔরসে অয়োগোবী গর্ভজাত মৎস্যঘাতী বা মৎস্যব্যবসায়ী নৌকর্ম্মজীবী অন্ত্যজ অস্পর্শনীয় জাতি বলিয়া আবহমান কাল সমাজে পতিত রহিয়াছে। শব্দের সাদৃশ্যে কখন অর্থ সমান বা এক হইতে পারে না—ইহা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত। শাস্ত্রে যে শব্দ যে অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে তাহা তদর্থ প্রকাশক হইবে। যেমন ঃ—

তৃষ্ণা তরঙ্গ দুস্তর সংসারাম্ভোধি লঙ্ঘনে তরণিঃ।
উদয় বসুধা ধরারুণ মুকুটমণিঃ পাতুবস্তরণি॥

শুদ্ধিদীপিকা। ১

"ইচ্ছারূপ অতি দুস্তর তরঙ্গ সংসার সমুদ্র পার হইতে তরণি (নৌকা) উদয় পর্ব্বতের মুকুটমণি ধরণী প্রদীপ্তকারী তরণি (সূর্য্য) তোমাদিগকে রক্ষা করুন। এস্থলে ১ম পদের তরণি নৌকা অর্থ, ২য় পদের তরণি সূর্য্য অর্থ প্রকাশ করিতেছে।" আকৃতির পৃথকতা দেখাইতেছে না সত্য, কিন্তু অর্থের বিভিন্নতা প্রকাশ করিতেছে। এইরূপে একশব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক বহুতর দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

অতএব বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইল যে, মাহিষ্য কৈবর্ত্তজাতি আর্য্য ক্ষত্রিয়-সন্তান মাতৃধর্ম্মে বৈশ্যজাতি এবং সুব্রাহ্মণের যাজ্য। ইহারা দ্বিজধর্ম্মী;

ইহাদের বৈশ্যোচিত পক্ষাশৌচ গ্রহণের ব্যবস্থা ভারতের ভিন্ন অঞ্চলের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন; যাহারা বৈজিক শক্তিতে বলদৃপ্ত হইয়া বঙ্গের স্থানে স্থানে অপ্রতিহত-প্রভাবে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া ক্ষাত্রবীর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছিল (১) যাহারা এখনও প্রদেশ-বিশেষে "উচ্চতমস্তরের" (২) লোক বলিয়া গণ্য, যাহারা একদিন "প্রভুর ন্যায় আদেশ করিবার" পদারূঢ় থাকিয়া বঙ্গের অন্যান্য জাতিকে অঙ্গুলি সঞ্চালনে ফিরাইতেন ও ঘুরাইতেন, আজ তাহারা অন্ত্যজশ্রেণীভুক্ত! আর তাহাদের 'পুরোহিতগণ সকলের নিকট অসম্মানিত!!—ইহা কেবল অধঃপতিত বঙ্গদেশেই শোভা পায়!!! প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি দেখিতেছেন, ভারতবাসিগণ "দুর্ভিক্ষাৎ যান্তি দুর্ভিক্ষং ক্লেশাৎ ক্লেশো ভয়াৎ ভয়ং" অর্থাৎ দুর্ভিক্ষ হইতে ভীষণতর

---

(১) *** Lastly there was the Kingdom of Tamralipta or Sumha comprising what now constitutes the Districts of Midnapure and Howrah. The rulers of the country seem to have been Kaibarttas.

—Page 20 of *History of Bengal quoted in the Imperial Gazetteer of India Published in 1909, vol. I.*

(২) "The clean agricultural castes"—The Chashee Kaibarttas of Bengal form an *important section* of its rural population. In the District of Midnapure they may be reckoned among the *local aristocracy.* In the other districts where they are found, their position is only next to that of the Ka yasthas"

"In the Tamluk and Contai sub Divisons of the Midnapore District, the Kaibarttas may be said to form the *upper layer of the local population.* A great many of them are Zamendare and holders of substantial tenures. They were a very well-to-do class recently." —*Hindu castes and sects, Part XIII. PP, 279-281* by Jogendra Nath Bhattacharjee Smarta sirornani M. A. D. L., President of the College of Pandits Nadia, Author of commentaries on Hindu Law.

দুর্ভিক্ষে, ক্লেশ হইতে অসহনীয় ক্লেশে এবং ভয় হইতে মহাভয়ের অভিমুখে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চালিত হইতেছে। এ সময়ে আর কতদিন মিথ্যা, ভ্রান্তি হৃদয়মধ্যে পোষণ করিয়া, প্রায় ২০ লক্ষ নরনারী বেষ্টিত এমন একটী বিশাল সমাজের অন্তরে আঘাত প্রদান করতঃ সমাজের অঙ্গে ক্ষত বৃদ্ধি করিতে চাও? শাস্ত্র, ইতিহাস, অতীত কীর্ত্তিস্মৃতি ও প্রভুত্ব প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক ভ্রান্তি আপনোদন করিয়া সত্যের ছবি দেখাইয়া দিতেছে। সমস্ত সম্প্রদায় লইয়াই ত সমাজ-মহীরুহ শাখা প্রশাখায় বঙ্গের আকাশ ছাইয়া রাখিয়াছে? যদি তাহার কোন শাখা কর্ত্তন করা যায়, তবে সমস্ত বৃক্ষটীর কি ক্ষতি করা হয় না?

যে দিন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন রাজন্যকুলকে ও তদ্‌পুরোধা ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন, যে দিন আত্মম্ভরিতায় ও আভ্যন্তরিক হিংসা বিদ্বেষের ফলে ঘৃণার তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। সামাজিক অন্তর্বিপ্লবে বাঙ্গালী জাতির হৃদয় হইতে বিশ্বপ্রেমের সার্ব্বজনীন মহানুভবতা দূরে পলায়ন করিয়াছে—জাতীয় জীবন সমাজ-বিপ্লবের ভীম তরঙ্গাঘাতে দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে! হায়, আবার কবে সেই প্রাচীন আর্য্য আদর্শে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ পুনর্গঠিত হইবে—কবে আবার বাঙ্গালী হিন্দুগণ আর্য্য ঋষিকুলের পবিত্র শাস্ত্রনীতির মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র পথে বিচরণ করিবে!!

'সম' পূর্ব্বক 'অজ্' ধাতুর উত্তর ঘঞ' প্রত্যয় করিয়া সমাজ পদটী সম্পন্ন হইয়াছে। 'সম' অর্থে 'সমান' ঐক্য বা সহিত, আর অজ্ ধাতুর অর্থ গতি (Motion); সুতরাং 'সমাজ' শব্দটীর ব্যুৎপত্তি হইতেছে—সমূহ, সংহতি, সমিতি। পশ্বাদি জাতি ভিন্ন মনুষ্যাদি শ্রেষ্ঠজীববৃন্দের সংহতিকেই সমাজ বলে এবং পশুদিগের সমূহকে 'সমাজ' বলে না। উৎকৃষ্ট জীবগণের সম প্রয়োজনে বা সমানার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত একীভূত

ভাবের নামই 'সমাজ'। সুতরাং 'সমাজ' একটি বৃহৎ শরীর। শরীর যেমন ইতরেতরাশ্রয়ী, ক্ষুদ্র, বৃহৎ নানাপ্রকার যন্ত্র সমষ্টি দ্বারা পরিচালিত হইয়া রক্ষিত হইতেছে, সমাজও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বিশিষ্ট মনুষ্যযন্ত্র সমূহ দ্বারা পরিচালিত ও রক্ষিত। প্রত্যেক শরীর-যন্ত্রই যেমন পরস্পর আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধে সম্বন্ধ, একের অভাবে অন্যের চলে না, সমাজ-শরীরও সেইরূপে আশ্রয়াশ্রয়ী সম্বন্ধে সম্বদ্ধ না হইলে কোন প্রকারে চলিতে পারে না। সমাজ-শরীর-যন্ত্র সকল সেইরূপ পরস্পর অধীন। সকলেই যখন অন্যোন্যাশ্রয়ী, একের অভাবে অন্যের চলে না, তখন কোন যন্ত্রেরই "অমুক আমার—অধীন," 'আমি সকলের বড়', 'আমার অপেক্ষা কেহ শ্রেষ্ঠ নহে', মনে করিয়া গর্ব্বিত হইবার উপায় নাই। ভগবান এমন সুন্দররূপে জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, কোন সম্প্রদায়েরই গর্ব্বিত হওয়া সম্ভব নহে। যখন সামান্য ভৃত্য হইতে ধনকুবের পর্য্যন্ত সকলেই পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ, তখন নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে গর্ব্ব আসিবে কেন? এই গর্ব্বের জন্যই বিশ্বজনীন প্রেম বিকাশের পথ রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। পরশ্রীকাতর ও দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া 'সভ্য' সমাজের মনিষিগণ আত্মহত্যা করিতেছেন।

যে জাতি আর্য্য মাতাপিতার সন্তান তাঁহাদের ধমনীতে যে পবিত্র আর্য্য শোণিত এখনও প্রবাহিত হইতেছে, তাহার আর স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যকতা নাই। মাহিষ্যজাতির মাতা ও পিতা উভয়ই দ্বিজাতি ও আর্য্য; সুতরাং তাঁহাদের সন্তানও দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী ও আর্য্য এবং সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য। দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণ কখনই পতিত হইতে পারেন না। যজন যাজন ইত্যাদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া যাজ্যজাতির যাজন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

আর্য্যত্ব লইয়া বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের আর অভিমান করা চলে না। আর্য্যগণ বহু প্রাচীন কাল হইতে যে রূপে অনার্য্য জাতির সহিত শোণিত-

সংস্রবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়েরও ধমনীতে পবিত্র আর্য্য শোণিতের অস্তিত্ব আছে কি না সন্দেহ। মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারু যে দিন অনার্য্যরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, দাশরাজকন্যার গর্ভে যে দিন আর্য্যশ্রেষ্ঠ পরাশর ঋষির ঔরসে ব্রাহ্মণকুল-গৌরব ব্যাসদেবের আবির্ভাব হইয়াছে, সেই দিন—শুধু সেইদিন কেন? তাহারও পূর্ব্ব—হইতে আর্য্য অনার্য্যে শোণিত সংস্রব ঘটিয়াছে। এই রূপ বহু প্রমাণ আমাদের হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। এই সমস্ত যদিও বহু প্রাচীন কালের কথা, কিন্তু তাহার পর বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল বন্যায় যে দিন ভারতবর্ষ নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছিল, সে দিন কি আর্য্য অনার্য্য মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই? ভগবান শঙ্করাচার্য্য সেবার পতিত হিন্দুজাতিকে রক্ষা করিয়াছেন—আর্য্য অনার্য্যের শোণিত সংস্রব বন্ধ করিয়া অধঃপতিত হিন্দুজাতিকে আর্য্যত্বের কূলে টানিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও অন্ধ সমাজের চৈতন্য হয় নাই! কিয়ৎকাল পরে আবার আর্য্যাভিমানী প্রবল বঙ্গভূপাল বল্লাল সেনের সময়ে কৌলীন্য প্রথার বিষে হিন্দুজাতির পবিত্র ব্রাহ্মণ সমাজকে জর্জ্জরীভূত করিবার সূচনা হয়। "বহু-বিবাহ" রূপ মহানিষ্টকর কু-প্রথার দাবাগ্নিতে রাঢ়ীয় ঠাকুর সমাজের আর্য্যত্ব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতে থাকে!! বহু-বিবাহের ফলে আর্য্য শোণিতের বিশুদ্ধতা কিরূপে রক্ষা পাইয়াছে, তাহা সমাজ-তত্বজ্ঞগণ অবগত আছেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের ৩৬ মেলের জঘন্য অশ্রাব্য কাহিনী তাহার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। দেবীবর ঘটক বড় গৌরবান্বিত আর্য্য সমাজের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজেই উপলব্ধি হয়। ১২শ অধ্যায়ে ৩৬ মেলের দুই চারিটীর বৃত্তান্ত পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব।

একাদশ অধ্যায়।

বর্ণযাজী কে?

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশেষ রূপেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, কেবল মাত্র বল্লাল-অত্যাচারেই গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মুহ্যমান হইয়াছিলেন; কারণ রাজশক্তির কৃপায় কত নীচ জাতি উন্নত হইয়াছে, কত উচ্চ জাতিকে নিম্নস্তরে নামিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর সম্পূর্ণ বল্লালী প্রথায় সমাজ চলিতেছে না। বল্লালের পর লক্ষ্মণ সেনও সমাজ-সংস্করণে হস্তক্ষেপ করিয়া পিতৃ প্রচলিত প্রথার আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেনের পরেও বৈদ্য বংশের শেষ বংশধর দনৌজ মাধব কুলীন সমাজের মেলের সমীকরণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে যেরূপে ইংরাজ রাজ ক্রমে ক্রমে ভারতের সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছেন 'কে বড়, কে ছোট' তাহার নির্ণয় করিতেছেন, মুসলমান নবাবী আমলেও সেইরূপ হিন্দুদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার মীমাংসার জন্য এক একটী জাতিমালা কাছারী থাকিত। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—

"দত্তখাস মহাশয় এইরূপ জাতিমালা কাছারীর প্রধান বিচারপতি ছিলেন, সুতরাং তৎকালে হিন্দু সমাজের উপর তাঁহার অনেকটা প্রভুত্ব চলিত। প্রধান প্রধান রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ এই দত্তখাসের সভায় উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলবিচারের জন্য

তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। কুলাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন, এই দত্তখাস সভায় ৫৭ম সমীকরণ হইয়াছিল। ধ্রুবানন্দ মিশ্রও উক্ত সমীকরণ করিবার কালে দত্তখাসের সভায় ঘটকগণ কর্তৃক কুল বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন।”

রাঢ়ীয় ঠাকুর সমাজের কুলপ্রথার সংস্করণের এই শেষ ব্যবস্থা।

ভারতের ভাগ্য বিধাতা ইংরাজরাজের সুবিচারে ন্যায়দৃষ্টিতে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় গত সেন্সাসে “বর্ণবিপ্রের” আখ্যা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। সুযোগ্য সেন্সাস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহামতি ওমালি (L. S. S. O'mally Esqr. I. C. S.) সাহেব বাহাদুর বিশেষ গবেষণার পর চাষীকৈবর্ত্ত জাতিকে ‘মাহিষ্য’ আখ্যায় এবং তদ্‌পুরোধা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে কেবল মাত্র “ব্রাহ্মণ” আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন।

বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের দরখাস্ত পত্র ও মৎ প্রণীত “ব্রাহ্মণ-বিচারে ভ্রান্তি-বিজয়” সাদরে গ্রহণ করিয়া সাহেব বাহাদুর তল্লিখিত অকাট্য যুক্তি অনুসারে ১৯১০খৃঃ ৩রা জানুয়ারি তারিখে বঙ্গের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় তাঁহার হুকুম জারি করিলেন। এমন কি, সত্যের খাতিরে, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সাহেব বহাদুর ‘বঙ্গের শোভা’ রাঢ়ীয় ঠাকুরগণকে বর্ত্তমানে বহু শূদ্রযাজী দেখিয়া, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে পতিত নিকৃষ্ট বর্ণযাজী ব্রাহ্মণকেও গত সেন্সাসে “বর্ণ বিপ্র” বলিয়া অভিহিত করেন নাই। বহু ভাগ্য ফলেই ইংরাজরাজ ভারতের ভাগ্য বিধাতা হইয়াছেন। জাতিনির্ব্বিশেষে তাঁহাদের অপক্ষপাত বিচার গুণেই তাঁহাদের রাজ্য ভিত্তি চিরদিন আমূল প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। ইংরাজ রাজের কোন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী শাসন সৌকার্য্যার্থে কোন অন্যায় কর্ম্ম দ্বারা কাহাকে বিপদগ্রস্থ করিলে গবর্ণমেণ্টের নিকট ক্ষতিপূরণ

পাইতে পারে, এরূপ সুনিয়ম, ভূতপূর্ব্ব অন্য কোন রাজার শাসনবিধি ছিল, ইহা শুনা যায় নাই। মেদিনীপুরের বোমাঘটিত মোকদ্দমায় দেশের গণ্যমান্য লোক পুলিশ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইলে হাইকোর্টের সুবিচারে ক্ষতিপূরণের ডিক্রী—ইংরাজরাজের সুনীতি ঘোষণা করিতেছে। ইংরাজরাজ ন্যায়বিচার-ফলেই ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট হইয়া কোটী কোটী প্রজার প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য নরেন্দ্র বাবুর স্বাক্ষরিত দরখাস্তের ও ওমালি সাহেব বাহাদুরের হুকুমের অবিকল নকল পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল।

এক্ষণে অবিচারে রামকে বড় শ্যামকে ছোট করিবার দিন নাই। মহামহিমান্বিত ইংরাজ-রাজের শাসন সুশৃঙ্খলায় সর্ব্বত্রই শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুর জাতিতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিতেছে। বল্লালী আমলে রাজশক্তি একদেশদর্শী হইয়া সমাজশক্তিকে বলবান করিয়াছিল। যে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী বল্লালের অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই নিম্নস্তরে নামিতে হইয়াছে। এমন কি, ডোমনীকে উপপত্নী রাখিলে পুত্র লক্ষ্মণ সেন বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সেন পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে ভিন্নসমাজ করিয়াছিলেন। এখনও বৈদ্যগণের মধ্যে বল্লালপক্ষীয় ও লক্ষ্মণপক্ষীয় দুই থাক বিদ্যমান আছে।

বর্ত্তমানে রাজশক্তি ও সমাজশক্তি একত্রে বদ্ধ নাই, তজ্জন্যই সুবিচারের আশা আছে। বিচারকের জেদের বশবর্ত্তী হইয়া কোন জাতি নিম্নস্তরে নামিবে না। রাজশক্তি ও সমাজশক্তির মিলনের ফল কিরূপ হইয়াছিল, নুলোপঞ্চানন তাঁহার কারিকায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, যথা :—

"সমাজের শক্তি দেখ রাজশক্তি মাথে (মস্তকে)।
অতি উচ্চ নাহি চলে প্রভুশক্তি সাথে ॥
শাস্ত্রের বিশেষ যুক্তি নাহি চায়।

সমাজ-শক্তি দেখ হে প্রবলা ধরায়॥
বর্ণযাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট।
শূদ্রের পিণ্ডভোজী, পাতকী নিকৃষ্ট॥
পুরোধা যজ্ঞ-যাজী, পিণ্ডভোজী নয়।
আধুনিক অজ্ঞ দ্বিজ ভোজ্যমাত্র লয়॥
শ্রাদ্ধের সঙ্কল্প মৃতের স্বর্গোদ্দেশে দান।
নিমন্ত্রিত বিপ্রে দেয়, পুরোধা না খান॥
শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রিত কুশময় দ্বিজ।
পিণ্ড-পাত্রান্ন-ভোক্তা দৌহিত্র গো বা অজ॥
বর্ণ-যাজী পুরোহিত ব্যাস সাতশতী।
একজাতি পুরোধা নহে ব্যাসের জ্ঞাতি॥
ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞানহীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

সম্বন্ধনির্ণয়—পরিশিষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ে কায়স্থ ও নবশায়কের পুরোহিত রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ তাঁহাদের যজমানের শ্রাদ্ধের পাত্রান্নভোজী লইয়া সমাজে সচল রহিয়াছেন। এক সময়ে খানার আঘ্রাণে বা সামান্য অপবাদে "পিরালী" ঠাকুরগণ সমাজচ্যুত হইয়াছেন', এক্ষণে উইলসনের হোটেলে সাহেবের পরিত্যক্ত "ডিসে" উচ্ছিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করিয়াও 'জাতি' যায় না। উচ্চ সমাজের ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে পঞ্চযজ্ঞ উঠিয়া গিয়াছে, শ্রাদ্ধ তর্পণ অতিথিসেবা প্রভৃতি আর কিছুই নাই। ব্রাহ্মণগৃহে অনুষ্ঠিত হয় না এমন পাপই নাই। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণের চিত্ত বিলাসের লীলাভূমি হইয়াছে। সতী সাধ্বী ব্রাহ্মণের পত্নী এয়োতী রক্ষায় হাতের লালসূত্র মাত্র দেখাইয়া নবদ্বীপের রাজরাণীকে একদিন অপদস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে ব্রাহ্মণগৃহে স্ত্রীগণ নর্ত্তকীর ন্যায় সাজসজ্জায় সজ্জিত থাকিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবতী মনে করেন।

উচ্চসমাজের ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী পান-ভোজন পরায়ণ, কতক প্রকাশ্যে কতক সঙ্গোপনে শাস্ত্র-বিরুদ্ধ সমাজ-বিরুদ্ধ কোন্ অপকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিতেছেন? বেশ ভূষায় ব্রাহ্মণত্বের কোন চিহ্ন নাই। কথায়-বার্ত্তায় আর সেই বৈরাগ্যসূচক যুক্তি শ্রুত হয়না।

"বিদ্যাগর্ব্বী মহামূর্খ মানব পিশাচ
সমাজের শীর্ষস্থান করি অধিকার,
করিতেছে নরকের রাজত্ব প্রচার"—

ব্রাহ্মণ হীন হইয়াছে! যত বড় ছিল তত ছোট হইয়াছে—সে কি কখনও তাহা মনে করে? যে পঞ্চ মহর্ষির আশীর্ব্বাদী অর্ঘ্য পাইয়া গজাড়ী মল্লবৃক্ষ জীবিত হইয়া আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ্যতেজের মহিমা ঘোষণা করিতেছে, আজ তাহাদের সন্তান সন্ততিগণ পাচক সাজিয়াছেন, হোটেল খুলিয়াছেন গোলামী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন, তথাপি তাঁহারা সমাজে উচ্চ আসন লাভ করিতেছেন, ইহাই কাল-মাহাত্ম্য!

নুলোপঞ্চানন নানাজাতির দান গ্রহণকারী অগ্রদানীকে বর্ণযাজী বলিয়াছিলেন—

"বর্ণযাজী অগ্রদানী দ্বিজ অপভ্রষ্ট"।

আবার একজাতি পুরোধা ব্যাস ব্রাহ্মণকেও বর্ণযাজী বলিয়াছেন:—

"বর্ণযাজী পুরোহিত ব্যাস সাতশতী
একজাতি পুরোধা, নহে ব্যাসের জ্ঞাতি"

এই কথার সামঞ্জস্য কে করিবে? যিনি কারিকা প্রস্তুত করিয়াছেন তিনিই জানেন—অন্যের অসম্ভব।

নুলোপঞ্চানন ব্যাসকে 'বর্ণযাজী' বলিয়া সমাজে তাঁহাদের অসম্মানের কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তাহারা কেবল মাত্র বেদজ্ঞান-হীন যথা:—

ব্যাস আর সাতশতী বেদজ্ঞান হীন।
তাই তারা সমাজে এতাদৃশ ক্ষীণ॥"

বৈশ্যভাবাপন্ন একমাত্র মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-যাজী ব্রাহ্মণকে একজাতি পুরোধা বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন তাহাদের উপাধি 'ব্যাস', কিন্তু ব্যাসের জাতি নহে।

ব্যাস ব্রাহ্মণ কাহারা? তাহার আভাষ ৫ম অধ্যায়ে ৭৫ পৃষ্ঠায় দিয়াছি; এক্ষণে একটু বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিব। দেবী ভাগবতে, গরুড়পুরাণে, কূর্ম্মপুরাণে, বিষ্ণুপুরাণে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণাদিতে অষ্টাবিংশতি মহাত্মা বেদ বিভাগ করিয়া ব্যাস আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। যথা, দেবী ভাগবতে—

দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুঃ ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা বেদমেকং সবহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া।

"অল্পায়ুষোহল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বাকলাবথ।
পুরাণ সংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেহসৌ যুগে যুগে।
স্ত্রীশূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং নবেদ শ্রবণং মতম্॥
তেষামেব হিতার্থায় পুরাণানি কৃতানি চ।
মন্বন্তরে সপ্তমেহত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে॥
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ।
ব্যাসঃ সত্যবতী সূনুগুরু র্মেম ধর্ম্মা ধৃত্তমঃ॥
একোনত্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি।
অতীতাস্তু তথা ব্যাসং সপ্তবিংশতিরেব চ॥
পুরাণ সংহিতাস্তৈস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে।
ঋষয় উচুঃ—ব্রুহি সূত! মহাভাগা ব্যাসাঃ পূর্ব্বযুগোদ্ভবাঃ॥
বক্তারস্তু পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে।
সূত উবাচ—দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাস্বয়ম্ভুবা॥
প্রজাপতি দ্বিতীয়েতু দ্বাপরে ব্যাস কার্য্যকৃৎ।

তৃতীয়ে চোশনা ব্যাসশ্চতুর্থে তু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তদাপরে॥
মঘবা সপ্তমে ব্যাসো বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্তু নবমে ত্রিধামা দশমে তথা॥
একদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে॥
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতীহ্যষ্টাদশে তথা
অত্রিরেকোনবিংশেঽথ গৌতমস্তু ততঃ পরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেঽথা হর্য্যাত্ম পরিকীর্ত্তিতঃ॥
বেণো রাজশ্রবাশ্চৈব সোমোঽমুষ্যায়নস্তথা।
তৃণবিন্দু তথা ব্যাসো ভার্গবস্তু ততঃ পরম্॥
ততং শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতি সংখ্যেয়ং কথিতায়াময়াশ্রুতা'' ॥

ব্রাহ্মণোৎপত্তি মার্ত্তণ্ডাধ্যায়ে কত শত ব্রাহ্মণের 'ব্যাস' উপাধি লিখিত আছে; বিরুদ্ধবাদিগণ উক্ত পুস্তক পাঠ করিলেই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারিবেন। অধ্যাত্ম রামায়ণে ও স্কন্দ পুরাণে ব্যাস ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে :—

"বিপ্রেভ্যো ব্যাসমুখ্যেভ্যো দত্ত্বা যৎ ফলমশ্নুতে।
তৎফলং সম্ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।"

অধ্যাত্ম রামায়ণ, ১ম সর্গ, ৪০শ শ্লোক।

আচার্য্যত্বং মহাবিষ্ণু ব্যাসরূপ নমোস্তুতে
প্রসন্নে ত্বয়ি বিপ্রেন্দ্র প্রসন্নো মে সদাশিবঃ।

শিব পুরাণ। ৬৫ অধ্যায়।

তদ্ ব্যাসেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যঃ কর্ম্মনিষ্ঠেভ্য এবচ।

স্কন্দ পুরাণ।

পাঠক মহাশয়! 'ব্যাস' আখ্যার গরিমা কি বুঝিলেন? 'ব্যাস' ব্রাহ্মণ যে ব্যাসের জ্ঞাতি নহে, নূলো পঞ্চানন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু 'ব্যাস' আখ্যার যথার্থ শাস্ত্রার্থ গোপন করিয়াছেন। 'ব্যাস' ব্রাহ্মণ যে কল্পিত অপব্রাহ্মণ নহেন, তাহা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্টে স্বীকার করিয়াও মাহিষ্য গণের পুরোধগণকে বর্ণবিপ্রের শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বিদ্যানিধি মহাশয় বহু বিতণ্ডার পর কৃষিকৈবর্ত্তকে সচ্ছূদ্র অনুপনীত মাহিষ্য স্বীকার করিয়াছেন এবং তাঁহারা আদিশূরের বহুপূর্ব্বেও ভূম্যধিকারী বলিয়া লিখিয়াছেন। আদিশূরের পূর্ব্বে, যে মাহিষ্যগণ বঙ্গদেশের একমাত্র আশাভরসার স্থল ছিলেন, যাঁহারা তপোবীজ-প্রভাবে বৈজিক শক্তিতে প্রবল হইয়া বঙ্গদেশে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের "ভূম্যধিকারী" ছিলেন, কি 'রাজরাজেশ্বর' ছিলেন, তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। কালপ্রভাবে সেনবংশের আধিপত্য জল-বিম্বের ন্যায় অদৃশ্য হইলে মুসলমান নবাব ও বাদ্‌শাগণের আমলেও বঙ্গ-দেশের ভূম্যধিকারিগণ কিরূপ প্রবল প্রতাপ-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা ইতি-হাসজ্ঞ ব্যক্তি বিশেষ অবগত আছেন। আদিশূরের বহুকাল পরে বল্লালের আমলে, অথবা শিশির বাবুর মতে বহুদিন পরে, শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণগণই কলু বাগ্দী তীয়র ধীবরাদি জাতির দান গ্রহণ করিয়া পতিত বর্ণবিপ্র হইয়া-ছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় আদিশূরের বহুপূর্ব্বে কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতির অস্তিত্ব

স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ "অনুপনীত মাহিষ্য" ও ভূম্যধিকারী বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। আর কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতির পবিত্রতা ঘোষণা করিয়া তদ্‌পুরোধা ব্রাহ্মণগণের বিশুদ্ধতা স্বীকার করিলে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ব্রহ্মহত্যার পাতক হইত না।

নুলোপঞ্চানন কায়স্থ-নবশায়কের দান গ্রহণেরও নিন্দা করিয়াছেন, যথা—

* * * *

কায়স্থ সচ্ছূদ্র, পাক-যজ্ঞ-অধিকারী।
শূদ্রের পাক-শব্দে, আজ্যপক্কাদি ধরি॥ ১৫
শূদ্রদত্ত আম বস্তু, পক্ক বলে গণ্য।
শূদ্রের পক্ক অন্ন, সে উচ্ছিষ্টে প্রামাণ্য॥ ১৬
অযাচিতে অমৃত, শাস্ত্রে আছে উক্তি।
শূদ্রে অপ্রার্থিতে আমে, নহে অসদ্‌যুক্তি॥ ১৭
শূদ্রের যজ্ঞ-শব্দে, তান্ত্রিকী দেব-সেবা।
অগ্ন্যাধান পুরোহিতে, বৃষোৎসর্গে পাবা॥ ১৮
শ্রাদ্ধাদি বৈদিক কর্ম্মে, নমো নমো মন্ত্র।
পুরোধা উচ্চারে সূক্ত, শূদ্র অস্বতন্ত্র॥ ১৯
এইরূপ ব্রাত্যমাত্রে, পিণ্ডে আম অন্ন।
পিতৃ-মাতৃ-দোষে ভ্রষ্ট, হয়োনাকো খিন্ন॥ ২০
শূদ্রান্ন শূদ্রগৃহে, বিপ্রে শোণিত তুল্য।
দ্বিজভক্ত সচ্ছূদ্রে, একথা প্রাতিকুল্য॥ ২১

* * * *

সঙ্কটে, আতিথ্যে, শূদ্রদত্ত দ্রব্য অঘৃণ্য।
সচ্ছূদ্রে তদমান্নে বিপ্র নহে অধন্য॥ ৩৭
এই সব ছল করে অজ্ঞ বিপ্রবরে।
খাইল শূদ্রের পক্ক অন্ন নিরন্তরে॥ ৩৮
ইহা দেখি সাধুগণ, করে কাণাকাণি।
ক্রমে পরস্পর সব দোষ জানাজানি॥ ৩৯
দোষী কার্য্যপ্রসঙ্গে, সমাজেতে ঠেকা।
পতিত, স্থগিত, ক্রিয়াহীন থাকে একা॥ ৪০

কিন্তু পূর্ব্বপুরুষের নামের গৌরবে।
দেশ দেশান্তরে বিভা করে নিরুপদ্রবে॥ ৪১
যখন বিপক্ষ জানিল সমুদয় তথ্য।
কুটুম্বের কুৎসা করে অশেষ অকথ্য॥ ৪২
সৎক্রিয়ায় দলে বলে, ক্রমে হল পুষ্ট।
চক্রীর চক্র ভাঙ্গে কোথা যে থাকে দুষ্ট॥ ৪৩

*　　*　　*　　*

সমাজ-গতি মন্দ হল ব্যবহার দোষে।
দুষ্ক্রিয়ায় আর কেহ কারে নাহি রোষে॥ ৪৭

সম্বন্ধ-নির্ণয়—পরিশিষ্ট ৩৪ পৃষ্ঠা।

নানা শূদ্রের দান-গ্রহণকারী অগ্রদানী যদি বর্ণযাজী আখ্যা পায়, তাহা হইলে নানা শূদ্রের পুরোধা "বর্ণযাজী" আখ্যা হইতে কিরূপে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন? যদি বলেন একবর্ণযাজী ব্রাহ্মণকেই বর্ণযাজী ব্রাহ্মণ বলে, তাহা হইলে একমাত্র ক্ষত্রিয়যাজী স্বারস্বত ব্রাহ্মণও কি বর্ণযাজী? এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করিয়া দিবে?

পাঠক মহাশয়! উল্লিখিত কারিকা মনোযোগের সহিত পাঠ করুন, বুঝিতে পারিবেন যে, বিশুদ্ধ কনোজিয়াগণ কি প্রকারে ক্রমে ক্রমে বহু শূদ্রের দান গ্রহণ করিয়া পবিত্র দুগ্ধে গোমূত্রস্পর্শের ন্যায় বিকৃত হইয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত কারিকায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—এই সকল দুষ্ক্রিয়ার জন্য আর কেহ কাহারও প্রতি রুষ্ট হন নাই। বস্তুতঃ সকলেই যখন একে একে নিন্দিত কর্ম্মে ব্রতী হইলেন তখন কাজে কাজেই পাপীর দলে এক জন সাধুর আদর থাকিতেই পারেনা; অতএব নিন্দিতকর্ম্মকারী অর্থাৎ বহু শূদ্রযাজী রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ ভাল আর বৈশ্যধর্ম্মী মাহিষ্যযাজী—গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মন্দ! এই ত কালের মাহাত্ম্য!!!

স্বেচ্ছাচারী বল্লালের অত্যাচারে গৌড়ের আদি বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রপীড়িত হইলেও লক্ষ্মণসেনের রাজ-সভায় মহাকবি হলায়ুধ মিশ্র ও

গোবর্দ্ধনাচার্য্য কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। হলায়ুধ মিশ্র লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গদাধর ভট্টের কুলজীতে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু হলায়ুধরূপ মহারত্নকে তিনি লইতে সাহস করেন নাই। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় মহাকবি গোবর্দ্ধনাচার্য্যকে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। গোবর্দ্ধনের কারিকাই তাহার প্রমাণ। মাহিষ্য-কুলধুরন্ধর প্রকাশ বাবু তাঁহার কারিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। মদীয় পূর্ব্বপুরুষ গোয়ীচন্দ্রকেও রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ কাড়িয়া লইতেছেন—যে গোয়ীচন্দ্র-বংশ দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কৌস্তুভমণি, যে গোয়ীচন্দ্রবংশের সম্মান এই ব্রাহ্মণ-সমাজে অপ্রতিহত, যাঁহাদের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে, পাণ্ডিত্যে দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজ অলঙ্কৃত, আজ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ গোয়ীচন্দ্র ভট্টাচার্য্য রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কল্পনায় তাঁহাদের ব্রাহ্মণ হইতে চলিলেন—ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য হইতে পারে? আশ্চর্য্য না হইতে পারিবে কেন? বল্লাল সেন যদি কায়স্থ হইতে পারেন, তবে গোয়ীচন্দ্রও রাঢ়ীয় ঠাকুর হইবেন না কেন? আবার বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু গোয়ীচন্দ্রকে মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন!! আরও আশ্চর্য্য!!!

রাজা সীতারাম রায় মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণকে কত ব্রহ্মত্র দিয়া পূজা করিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়কে অতি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। 'রাজা লক্ষ্মণ সেনের সভায় হলায়ুধ মিশ্র ও গোবর্দ্ধনাচার্য্য রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের সহিত একযোগে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। কতিপয় বৎসর গত হইল, কলিকাতা-জানবাজারে মাহিষ্য-রমণীরত্ন পুণ্যশ্লোকা ৺রাণী রাসমণির বাটীতে রাঢ়ীয় ও গরিফা কাটালপাড়ার বৈদিক ব্রাহ্মণগণ উক্ত রাণীজীর পুরোহিতগণের সহিত একযোগে যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিয়া গিয়াছেন। রাজা লক্ষ্মণসেনের

সভায় কে কোন বেদী বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন নুলো পঞ্চানন তাহা লিখিয়া গিয়াছেন—

"যজ্ঞে কাশ্যপীয় অধ্বর্য্যু শুচ, বহুরূপ।
হোতৃত্বে বাঙ্গাল স্পর্শে স্রুক্ স্রুব ধূপ॥
উদগাতা অরবিন্দ, হল (হলায়ুধ) হন ব্রহ্মা।
সবাই চতুর্ব্বেদী, যে যাহে কৃতকর্ম্মা॥
সত্রে বাৎস্যের হন গোবর্দ্ধন আচার্য্য।
হোতৃত্বে শিরো ঘোষাল খ্যাতি ভট্টাচার্য্য॥

*   *   *

অতএব পণ্ডিত হলায়ুধ মিশ্রকে রাজা লক্ষণ সেন যজ্ঞকার্য্যে উচ্চতম ব্রহ্মত্বে বরণ করিয়াছিলেন। বেশীদিনের কথা নহে মহিষাদলের রাজবাটীতে হাওড়া খোশালপুরের ৺রামকান্ত বিদ্যাভূষণ ও তৎপুত্র ৺রামচন্দ্র বিদ্যারত্ন সভাপণ্ডিতপদে বর্ত্তমান ছিলেন। হাওড়া-বাজেপ্রতাপের ৺রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয়ও গড়ভবানীপুরের রাজবাটীতে সভাপণ্ডিত ছিলেন। এইরূপ অনেক দ্রাবিড় বৈদিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে পূজিত হইয়াছিলেন। হে স্বশ্রেণীর ভূদেবগণ! আপনারা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করুন। যে যে ভাবেই আপনাদিগের প্রতি ব্যবহার করুন, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজ নিজ পুত্রগণকে এরূপে শিক্ষা প্রদান করুন যে, শিক্ষার বলে তাঁহারা যেন সমাজে আদরলাভ করিতে পারেন। কারণ বিদ্যা শিক্ষাই মানবের একমাত্র লক্ষণ।—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াৎ যাতি পাত্রত্বং
পাত্রত্বাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥

দ্বাদশ অধ্যায়।

রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের অতি উচ্চ মেলকাহিনী।

কোন জিনিষের বা বিষয়ের ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে অগ্রে সেই জিনিষ বা বিষয়টীর সম্বন্ধে ভালরূপে জানিতে হইবে। সাধারণের চক্ষে রাঢ়ীয় সমাজ ভাল—গৌড়াদ্য বৈদিক সমাজ মন্দ। রাঢ়ীয় সমাজের ইতিবৃত্ত বিশেষ ভাবে কিছুই লেখা হয় নাই, প্রসঙ্গচ্ছলে দুই এক কথা লেখা হইয়াছে মাত্র। যেমন কনৌজ ব্রাহ্মণ দিগের সহিত সপ্তশতী মিশিয়া আধুনিক শ্রোত্রিয় রাঢ়ীয় সমাজের গঠন হইয়াছে সেইরূপ গৌড়াদ্য বৈদিকগণের সহিত দ্রাবিড় ব্রাহ্মণগণের যোগে মিলিত-সমাজ গৌড়াদ্য দ্রাবিড় বৈদিক আখ্যা পাইয়াছে। আবার এই সম্প্রদায়ের ভূদেবগণের অশেষ শাস্ত্র জ্ঞান এবং বেদ ব্যাখ্যানে পারদর্শিতার জন্য অত্যুচ্চ সম্মানাস্পদ "ব্যাস" আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভাল কি মন্দ তাহা পাঠকগণ বিচার করিবেন। কোন যষ্টিকে ছোট বলিতে যাইলে তাহার পার্শ্বে তদপেক্ষা আর একটী বড় যষ্টিকে রাখিতে হইবে, নতুবা কোনটী বড় কোনটী ছোট তাহার বিচার করা কঠিন। বাস্তবিক রাঢ়ীয় সমাজ বিশাল সমাজ। শিক্ষা দীক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে রাঢ়ীয় সমাজ যে বঙ্গের শোভাস্বরূপ তাহা আমি শতবার স্বীকার করিতেছি। এত বড় সমাজের ইতিবৃত্ত লিখিতে যাওয়া মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির বিড়ম্বনামাত্র। যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে বঙ্গে আনিবার

জন্য আদিশূরকে কত কূট যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত কৌশল করিতে হইয়াছে, যাঁহাদের আশীর্ব্বাদী অর্ঘ্য পাইয়া শুষ্কতরু সঞ্জীবিত হইয়াছিল, যাঁহাদিগের পাদমূলে সার্ব্বভৌম বীর আদিশূর মস্তক লুণ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাদের বংশ মর্য্যাদার কথা লিখিতে যাওয়া বামনের চন্দ্র-ধারণের প্রয়াস অথবা ভেলার সাহায্যে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা বলিতে হইবে। মহাকবি কালিদাসের কথায় বলিতেছি,—

"প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ"।

* * *

ক্ব সূর্য্য প্রভবো বংশঃ ক্ব চাল্পবিষয়ামতিঃ॥
তিতীর্ষু র্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্॥

কবি মীমাংসাস্থলে আবার বলিতেছেন—

"অথবা কৃতবাগ্দ্বারে বংশেঽস্মিন পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥

অর্থাৎ পূর্ব্বকবিরা (বাল্মীকি প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তৃগণ) বর্ণনারূপে (রামায়ণাদি কাব্যরূপে) এই বংশের প্রবেশদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, অতএব হীরক সূচিদ্বারা ছিদ্রিত মণির অভ্যন্তরে যেমন সূত্রপ্রবেশ করে তেমনি এই বংশেও আমার (ক্ষুদ্র-বুদ্ধিশক্তির) প্রবেশ হইতে পারিবে।

নুলো পঞ্চানন, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, বংশীবদন বিদ্যারত্ন প্রভৃতি রাঢ়ীয় কুলাচার্য্যগণ পূর্ব্বেই মেলকারিকা, মেলকাণ্ড, মেলরহস্য, মেলচন্দ্রিকা, মেলমালা প্রভৃতি বহুতর কারিকায় গোষ্ঠীকথার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকলের সাহায্যে শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ লিখিয়াছেন, তদবলম্বনেই রাঢ়ীয় সমাজের কিঞ্চিৎ বিবরণ পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতে সাহসী হইলাম।

৫ম অধ্যায়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ঠাকুরগণের পূর্ব্বপুরুষ পঞ্চমহর্ষির আগমন বৃত্তান্ত এবং রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের সপ্তশতী কন্যার গর্ভে পুত্রোৎ-

পাদন দ্বারা বংশবিস্তারের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। সম্বন্ধ নির্ণয়ে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের সপ্তশতী কন্যাগ্রহণ বারেন্দ্র ঠাকুরগণের 'উন্মত্তের প্রলাপ' বলিয়াছেন। এই অপ্রিয় সত্য কথাকে তিনি উন্মত্তের প্রলাপ অর্থাৎ পাগলের কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহেন, কিন্তু নূলো পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য তাঁহার গোষ্ঠী-কথায় স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কাহারা তাহারও বিবরণ দিয়াছেন—

সাতশতী দ্বিজগণে, পটু শূদ্রের যাজনে, নাহি যা'তে বেদ অনুষ্ঠান।
বিধি সিদ্ধ ক্রিয়াদায়, শূদ্রেও যে গোত্র পায়, যে যার চরণে লয় স্থান॥
শতধারা শূদ্রজাতি, গোত্র পায় নানা ভাতি, চাকলা-বাজী চক্রবর্ত্তি কারণ।
যবগ্রামে অবস্থান, গোত্রে গৌতম সন্তান, নাম লয় গোঁসাঞি নন্দন॥
চক্র ঋত্বিকেতে গত, নিপাতনের, ঋ হ'ত, ঋত্বিকে চক্রবর্ত্তি মহাশয়।
তদবধি অর্থ হলে, কহে যে স্বদলে বলে, ভগ্নীপতি মুকুজ্যে মশায়॥
সাতশতী স্বস্ব খ্যাতি, আর নাহি পায় ভাতি, গুপ্ত আছে যেথায় সেথায়।
সেকথা ব'লবো কিবা, নাহি আছে কিছু প্রভা, জীয়ন্তে ঠিক মরার প্রায়॥
সাতশতী দলে বলে, মেশে যে চক্রবর্ত্তি কুলে, ছাড়াইতে সে জঘন্য নাম।
সাতশতী দ্বিজ যারা, আগে শূদ্রযাতি ধারা, যেহেতু ব্রাহ্মণ্যে ছিল বাম॥

* * *

কান্যকুব্জের শ্রী গেল, সাতশতী মান্য হ'ল, তার কন্যায় করে রন্ধন॥
দৌহিত্রে পিণ্ড দিল, চক্রবর্ত্তি উদ্ধার হ'ল, কন্যাদানে গোষ্ঠীপতি খ্যাতে
সাতশতী দ্বিজ যারা, মিশেল হইল তারা, কান্যকুব্জ দ্বিজ সমাগতে॥

* * *

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—৯৫ পৃষ্ঠা।

রাঢ়ীয় গোষ্ঠীপতি নূলো পঞ্চানন বারেন্দ্রগণের উক্তিই সমর্থন করিতেছেন অতএব রাঢ়ীয়গণের সাতশতী কন্যা গ্রহণ ব্যাপার "উন্মত্তের প্রলাপ" কিরূপে বলিতে পারা যায় ?

নুলো-পঞ্চানন ঘটকাচার্য আরও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন—

"শুন রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী বিচার।
কেহ আগে কেহ পাছে এই মাত্র সার॥
কহে সাতশতীগণে সে ব্রাহ্মণ্য পেয়ে।
কান্যকুব্জের বিবাহে সাতশতীর মেয়ে॥
অতএব সাতশতী হেয় নয় মান্য।
সুবুদ্ধিতে এই কথা নাহি গণে অন্য॥"

অন্যস্থলে নুলো-পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"কান্যকুব্জ তেজিয়ান লয় সাতশতী
মূর্খ নিন্দক দেখুক তায় যে কি ক্ষতি।
সাতশতীর প্রভা, কান্যকুব্জের-আভা"

এক্ষণে সপ্তশতী ব্রাহ্মণ কাহারা ছিলেন তাহাই আলোচনা করিব।

৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের কারিকায় লিখিত আছে যথা—

"সারস্বত দেশীয় বিপ্রাঃ সপ্তশতীতি ভাষায়াং কথ্যন্তে নতু সপ্তশতাঃ" অর্থাৎ 'সারস্বত' শব্দের অপভ্রংশ 'সাতশত' এবং তাহা হইতে সাতশতী ব্রাহ্মণ আখ্যা হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা প্রেমনারায়ণের সভাসদ ধ্রুবানন্দ মিশ্র অন্যরূপ লিখিয়াছেন—

"মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিবার অভিপ্রায়ে কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট ব্রাহ্মণ আনয়নের জন্য দূতদ্বারা পত্র পাঠান। বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পতিত হইবে, এই আশঙ্কায় কোন ব্রাহ্মণকে তিনি পাঠাইতে চাহিলেন না। সুতরাং কনোজপতি আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া আদিশূর কনোজপতির বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহুকে পাঠাইলেন। উভয় দলে যুদ্ধ হইল। গৌড় সেনাপতি নিহত

হইলেন, কাজেই গৌড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধ চালাইতে আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অতিশয় চতুর। তিনি শুনিলেন কান্যকুব্জরাজ গো-বিপ্রের প্রতিপালক ও মহাযোদ্ধা, কূট-যুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তখন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন অস্পৃশ্য সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গরুর উপর চড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কনোজরাজের সেনাপতিগণ গো-বিপ্র বধের আশঙ্কায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনোজপতি এই অভূতপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং যথাকালে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত পাঁচজন কায়স্থকে গৌড়ের রাজসভায় পাঠাইয়া দিলেন। যে সাতশত লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে তাহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইল।”

* * * * *

কান্যকুব্জপতিং ধীরং গোবিপ্র-প্রতিপালকম্।
চক্রঞ্চ কল্পয়ামাস ধর্ম্মশাস্ত্রে বিগর্হিতম্॥
সসর্জ্জ সৈনিকান্ সর্ব্বান্ গবারূঢ়া মহাবলান্।
ততঃ সপ্তশতা বঙ্গা অস্পৃশ্যা হীনসম্ভবা॥
বিপ্রবেশং সমাস্থায় গবারূঢ়া ধনুর্দ্ধরাঃ।
নৃপাদেশেন তে সর্ব্বে নানাসজ্জ সমন্বিতাঃ॥

* * *

হেড়ম্বাধিপতিং বীরং প্রশংস মুহুর্মুহুঃ।
বরং সপ্তশতেভ্যোসৌ সৈনিকেভ্যো দদৌমুদা॥
ভবন্তু ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে সত্যং সত্যং মমাজ্ঞয়া—
সপ্তশতীতি বিখ্যাতাস্তেহলিকা প্রভবন্ তদা
অসংস্পৃশ্যা অনার্য্যাশ্চ কথ্যন্তেবংশ বিজ্ঞনৈঃ।

ধ্রুবানন্দের গৌড়বংশাবলী।

সপ্তশতী ব্রাহ্মণোৎপত্তি সম্বন্ধে আরও কতপ্রকার কাহিনী প্রচারিত আছে। সকলগুলি উদ্ধৃত করিতে যাইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হ'বে।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ সান্যাল কর্ত্তৃক সংগৃহীত বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, রাজা আদিশূর পদ্মা ও মহানন্দার সংযোগস্থলে পঞ্চমহর্ষির বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত ভট্টাচার্য্যগণের আবাসহেতু ঐ স্থানের নাম 'ভট্টশালী' গ্রাম হইয়াছিল শ্রোত্রিয়গণ বংশানুক্রমে ১২৬ বৎসর কাল সেই একমাত্র ভট্টশালী গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের যতই বংশ বৃদ্ধি হইতেছিল, অমনি বৈদ্যরাজারা তাঁহাদিগকে নূতন নূতন ব্রহ্মত্র দিতেছিলেন। এই ব্রহ্মত্রের নাম গাঁই। রাজা আদিশূর কাল কবলে পতিত হইলে, তাঁহার পুত্র ভূশূর পালরাজগণের প্রভাবে নিজরাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হারাইয়া ব্রাহ্মণবর্গের সহিত রাঢ়দেশে আসিয়া বাস করেন। তৎকালে রাঢ়গত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কোন প্রকার নিয়মাদি বিধিবদ্ধ হয় নাই। রাঢ়দেশে শূররাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ভূশূরতনয় মহারাজ ক্ষিতিশূর রাঢ়দেশবাসী ভট্টনারায়ণাদির সন্তানদিগের ভরণপোষণ ও বাসস্থান জন্য ৫৬ খানি গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণের ১৬ পুত্র, শ্রীহর্ষের ৪ পুত্র দক্ষের ১৪ পুত্র ছান্দড়ের ১১ পুত্র ও বেদগর্ভের ১১ পুত্র এই ৫৬ জন ৫৬ খানি গ্রাম পাইয়াছিলে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে ১০০ শত গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল।

ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর, তাহার পরে প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর তাহার পর অনুশূর গৌড়ে রাজত্ব করেন। অনুশূরের পরেই বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন রাজা হন। বল্লালসেন বিজয়সেনের ঔরসজাত পুত্র নহে, ক্ষেত্রজ পুত্র ছিলেন। তিনি আপনাকে ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। মাতা অসতী হউক ক্ষতি নাই আপনাকে দেবপুত্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া চাই! যথা—

আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরং।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা॥
স্বপ্নে সা দদৃশে চৈনং পুরুষং কামরূপিণং।
কীরীটিনং নীলবাসং লোহিতাঙ্গম্ দ্বিজোত্তমং॥
তং দৃষ্ট্বা কন্যকা ভীত্যা কম্পিতৈব মুবাচ হ।
কস্ত্বং ভো দেবপুরুষ কস্মাদত্রাগমো বদ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোপি তামুবাচ সতীম্প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোঽহমাগতঃ॥
নিমিত্তং শৃণু চার্ব্বাঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরার্থিনী ত্বং কল্যাণী বরত্বেন গৃহানমাং॥

*　　　　*　　　　*

বেদোপিতদ্বচঃ শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যামুদূঢ়বান।
কালে তদ্গর্ভজাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ॥

লঘুভারত—২য় খণ্ড ১২৭।১২৮ পৃষ্ঠা।

রাজনগরনিবাসী রাজা রাজবল্লভের অনুজ্ঞাতে প্রস্তুত বৈদ্যকুলজিতে আছে—

অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূরসেন বীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্ত নাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিধ্বক তাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজপুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে পাই এক সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংশ সেনবংশ তাজা।
বিধ্বকসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা।

ধরাশূরের সময়ে রাঢ়ীয় কুলে যে প্রণালীতে কৌলিন্য-মর্য্যাদা স্থাপন হয়, তাহাই বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। পরবর্ত্তী নৃপতি বরেন্দ্রশূর প্রদ্যুম্নশূর ও অনুশূর কেহই তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই। শূরবংশীয় শেষ রাজা অনুশূর অপুত্রক গতাসু হইলে সেনবংশীয় বিজয়সেন (বিশ্বক-সেন) দক্ষিণ হইতে আসিয়া বাঙ্গালা অধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ক্ষেত্রজপুত্র বল্লালসেন কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে কৌলিন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপ, দান, এই নবগুণান্বিত ব্যক্তিরা কৌলিন্য প্রাপ্ত হন।

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥

বাচস্পতি মিশ্র কৃত কুলরাম।

সপর্য্যায় হইতে কন্যা গ্রহণ এবং সপর্য্যায়ে কন্যাদান করাকে আবৃত্তি কহে। সমান কুলভাব, সমান দানাদান, সমান বংশ-পর্য্যায় শব্দে কথিত হয়। কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত ব্যতীত বিবাহ হইবার নিয়ম না থাকাতে কন্যার অভাবে পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা বিরহে অনেক কুলীনের বিবাহ স্থগিত এবং অনেক কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় থাকিল। আদানপ্রদানকারী কুলীনের সমবংশ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত না। কুলের ৯টী লক্ষণের মধ্যে একমাত্র "আবৃত্তি" লক্ষণের জন্য পবিত্র ব্রাহ্মণ কুলে কালিমা পড়িয়াছে, স্বর্গের নন্দন-কাননে নরকের সৃষ্টি হইয়াছে। কুলীনেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিতে পারিতেন না; দিলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজ হইতেন। ধরাশূর যখন কৌলিন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন তখন বংশজ ছিল না। বল্লাল সেনের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই রাঢ়ীয় কুলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজের উৎপত্তি হইয়াছে। মুখ্য কুলীনেরা কুলরক্ষার অনুরোধে কখনও বা ধনলোভে বহু বিবাহ করেন। রাঢ়ীয় কুলে কুলীন বংশজ ব্যতীত স্বকৃতভঙ্গ এই এক থাক হইয়াছে।

এই স্বকৃতভঙ্গ ও তাঁহার পুত্রগণ পবিত্র বিবাহ সংস্কারকে ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীর মধ্যে এক এক জন ১০০।১৫০ শত বিবাহ করিয়া কত শত কুলীন কন্যাগণকে বিবাহ বাসরের পর আর পতিমুখ দর্শন করিতে দেন নাই, কত শত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুল-ললনা জাতি কুল বিসর্জ্জন দিয়াছে, এখনও দিতেছে। কৌলিন্য মর্য্যাদায় রাঢ়ীয়কুল কলঙ্কিত হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় অনেক কুলীনের মতিগতি ফিরিয়াছে, তথাপি পূর্ব্ববঙ্গের কুলীনগণ এখনও পূর্ণমাত্রায় সর্ব্ববিধ পাপের প্রশ্রয় দিতেছেন। এ হেন কুলীম সমাজের ব্যক্তিগণ "কুলীন" "কুলীন" বলিয়া উচ্চ চীৎকারে ভ্রান্ত সমাজের আদর লাভ করিতেছেন!

দনৌজ মাধব কর্ত্তৃক রাঢ়ীয় কুলে কৌলিন্য মর্য্যাদার যে কিছু পরিবর্ত্তন হয় তাহার পর আর দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কুল বিষয়ে কেহ হস্তক্ষেপ করেন নাই। কুলীনেরা ধনলোভে স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিষিদ্ধ বিবাহ করিতে লাগিলেন! রাজদত্ত কৌলিন্য মর্য্যাদা অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি, করণীয় পাত্রের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ও কন্যার সংখ্যা অধিক থাকায় বহু বিবাহ উৎপত্তি হয়। আবার অনেকস্থলে পাত্রাভাবে কুলীন-কন্যার বিবাহ বন্ধ হইয়া যায়। এই দুই কারণে কুলীন সমাজে কি দারুণ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছে ও হইতেছে! কত শত কুলললনা জাতিকুলমান বিসর্জ্জন দিয়াছে॥ কত পরিবারের সর্ব্বনাশ, কত অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে! তাহা আর উল্লেখ করিয়া দ্যাদের পূজনীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।"

"যখন কোন সমাজ নানা ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন যেমন তাহার জীবনীশক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সদ্‌বিবেচনা শক্তি ক্রমে লোপ হইয়া আসে, রাঢ়ীয় মেলি সমাজের সেইরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত। কি পরিতাপের বিষয়, যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে ভারতপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, এমন অনেক কুলীন সন্তানও কুলাচার্য্যগণের কুহকে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমাজের মর্ম্মস্পর্শী কলঙ্ক অপনোদন করিবার ক্ষমতা থাকিলেও সমাজরক্ষার দিকে তাঁহাদের আদৌ যত্ন ছিল না। তাঁহারা জানিতেন 'কুলীন' নাম থাকিলেই তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসাধারণের পূজ্য, সমাজে সম্মানিত ও মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হইবেন! বাস্তবিক শতদোষ থাকিলেও কুলীন-সন্তান সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতেন।"

যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতি-সংগ্রহ, শ্রীগৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্ম-প্রচার এবং রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তদ্দেশ্য নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের দীধিতি নামা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সেই সময়ে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে দেবীবর ঘটক জন্মগ্রহণ করেন। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিয়া তাহাদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত ও সর্ব্বানন্দাত্মজ দেবীবর এক মাতামহের দৌহিত্র ছিলেন। যোগেশ্বর মুখ্য কুলীন, দেবীবর বংশজ। একদিন যোগেশ্বর কার্য্যান্তরে গমন করিয়া পথিমধ্যে দেবীবরের আলয়ে গিয়াছিলেন তৎকালে দেবীবর বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না। দেবীবরের মাতার বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও কুলগৌরব নিবন্ধন দেবীবরের বাটীতে অন্নগ্রহণ করেন নাই। মধ্যাহ্ন সময়ে ব্রাহ্মণ অভুক্ত অবস্থায় গমন করায় দেবীবরের মাতার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিল। দেবীবর বাটীতে আসিয়া মাতার মনঃক্ষোভের কারণ জানিতে

পারিলেন। তিনি মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন—'আমি শীঘ্রই আপনার ক্ষোভ দূর করিব। যোগেশ্বর আপনার সাধ্য সাধনা করিয়া আপনার অন্নভিক্ষা করিবে। যদি ইহা করিতে না পারি, তাহা হইলে এ মুখ আর দেখাইব না, এ জীবন আর রাখিব না'। দেবীবর কুলীনগণের দোষানুসন্ধান করিয়া মেলবন্ধন করার মনন করেন। এই অসাধারণ কার্য্য দৈববর ব্যতীত হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া দেবীবর কামরূপ যাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া আরাধ্যা কামরূপেশ্বরী দেবী হইতে অভিলষিত বরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার অপর কোন নাম ছিল, এখন হইতে তাঁহার নাম হইল দেবীবর। কিন্তু মেল বন্ধনকালে একবার যাহাকে যাহা কহিবেন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। "একদা যৎবদেদ্ধীমন্নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি" এই নিয়মযুক্ত বর প্রাপ্ত হন। তাহার পর দেবীবর রাঢ়ে বঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কুলীনদিগের দোষগুলি নির্ব্বাচন করিয়া ৩৬শ মেলে বিভক্ত করেন। দেবীবর-কৃত ৩৬ ভাগের সকল কুলীনই দোষযুক্ত। দোষান্মেলয়তি মেলঃ। দেবীবরের মতে "দোষ নাই যার কুল নাই তার" অর্থাৎ দেবীবর দোষরহিত কুলীন পান নাই। উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্রকুলের, দেবীবর রাঢ়ীয়কুলের কৌলিন্য মর্য্যাদার উৎকর্ষ-সাধন করিতে গিয়া উহাকে সভ্য সমাজের ঘৃণার্হ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেবীবর মেল বন্ধন করিয়া রাঢ়ীয় কুলীন কন্যাদিগকে চিরদিনের মত দুঃখিনী করিয়াছেন। মেলবন্ধন হইয়া সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ রহিত হওয়াতে উপযুক্ত পাত্রাভাবে কুলীন কন্যাগণ অনেকেই অবিবাহিত অবস্থায় যৌবনকাল অতিবাহিত করেন, ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বরে এক সময়ে ৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা ৮।১০টী কন্যা সমর্পিতা হয়। দেবীবর কুলীন সমাজকে রসাতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রাচীন ঘটকেরাও দেবীবর কৃত মেলবন্ধনের নিন্দা করিয়াছেন—

"কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই ছোঁড়া মনে করে কুলে করে ভাগ।
তদবধি কুলে আছে ছাত্রশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে একি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীন পুত্র কুলে হয় সার॥"

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন:—

"খৃষ্টীয় ১৫ শ শতাব্দীতে দেবীবর মেলবন্ধন করেন। তাঁহার মেলবিধি প্রচলিত হইবার শতাধিক বর্ষপরে রাঢ়ীয় সমাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া চৈতন চট্ট দিনকরের পৌত্র নূলোপঞ্চানন তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কারিকাগুলি পাঠ করিলে কুলীন সমাজের ভীষণ চিত্র, তাঁহার হৃদয়ের জ্বলন্ত মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস হৃদয়ঙ্গম হয়।"

দেবীবর সমস্ত কুলীনগণের দোষ বাছিয়া নিম্নলিখিত ৩৬ মেলে বিভক্ত করেন যথা—

১ ফুলিয়া	১৩ বিদ্যাধরী	২৫ মালাধর খানী
২ খড়দহ	১৪ পারিহাল	২৬ রাঘব ঘোষালী
৩ বল্লভী	১৫ শ্রীঅনঙ্গভট্টি	২৭ দেহাটী
৪ সর্ব্বানন্দী	১৬ প্রমোদিনী	২৮ নরিয়া
৫ পণ্ডিতরত্নী	১৭ বালী	২৯ কাকুস্থী
৬ বাঙ্গাল	১৮ চন্দ্রপতি	৩০ ধরাধরী
৭ সুরাই	১৯ শ্রীবর্দ্ধনী	৩১ রায়ী
৮ আচার্য্য শেখরী	২০ শতানন্দী খানী	৩২ ভৈরব ঘটকী
৯ গোপাল ঘটকী	২১ ছয়ী	৩৩ পরমানন্দ মিশ্রী
১০ চট্টরাঘবী	২২ আচম্বিতা	৩৪ সুঙ্গ সর্ব্বানন্দী
১১ বিজয় পণ্ডিতী	২৩ দশরথ ঘটকী	৩৫ হরি মজুমদারী
১২ মাধাই	২৪ শুভরাজ খানী	৩৬ চান্দাই

দেবীবরের "মেলবিধি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে তিন প্রকার দোষে মেল হয়। জাতিগত, কুলগত ও শ্রোত্রিয়গত।

"কোচ, পোদ আর হেড়া—হালাস্ত রজক।
কলু হাড়ী বেড়ুয়া সুঁড়ি যবন অন্ত্যজ॥"

এইগুলি জাতিগত দোষ।

উক্ত ৩৬শ মেল কোন্ কোন্ দোষে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল ;—

(১) জাতিগত দোষজ মেল।

মেলের নাম	জাতিগত দোষ	মেলের নাম	জাতিগত দোষ।
বিজয় পণ্ডিতী	কলু, কোচ	ভৈর ঘটকী	যবন
চট্টরাঘবী, বাঙ্গাল	হেড়া	কাকুস্থী	ঐ
বিদ্যাধরী	হেড়া, হালাস্ত	শতানন্দখানী	ঐ
শ্রীরঙ্গভট্টী	রজক	দশরথ ঘটকী	ঐ
গোপাল ঘটকী	রজক	মালাধরখানী	ঐ
পণ্ডিতরত্নী	বেড়ুয়া, হাড়ী, যবন	শুঙ্গ সর্ব্বানন্দী	ঐ
ফুলিয়া	যবন	শুভরাজখানী	ঐ
দেহাটা	যবন	হরিমজুমদারী	ঐ

(২) কুলগত দোষজ মেল।

"কন্যাপুংসোরভাবেন রণ্ডিকাগমনাদপি।
জীবিতঃ পিণ্ডদানেন স্বজনাক্ষিপ্ত এবচ॥
ত্যাজ্যপুত্র ভবেদ্দোষস্তথা কন্যাবহির্গমাৎ।
অগ্নিদগ্ধা কৃতোদ্বাহে বলাৎকারস্তথৈবচ॥
পোষ্যপুত্রো ব্রহ্মহত্যা জন্মান্ধঃ কুষ্ঠরোগকঃ।
স্বপ্নেনাপি বিপর্য্যায়ান্নীচোদ্বাহে চ নাস্তিকে॥

অন্যপূর্ব্বা বয়োজ্যেষ্ঠা মাতৃনামা সগোত্রিকা।
দুষ্টকন্যাঙ্গহীনা চ কাণাকুব্জা চ বাগ্‌জড়া॥
পঞ্চবিংশতি দোষাশ্চ কুলহীনকরাঃ স্মৃতাঃ॥"

কুলগত দোষ হইতে যে সকল মেলের উৎপত্তি হয়, তন্মধ্যে ৯টী রণ্ড দোষে, ১২টী বলাৎকার দোষে, ৬টী বিপর্য্যায় দোষে, ৭টী খঞ্জদোষে, ২টী স্বজনাক্ষেপে, ২টী অন্যপূর্ব্বা দোষে, ১টী বিবর্জ্জন দোষে, ২টী ব্রহ্ম-হত্যা দোষে ও ৫টী মেল কন্যাবহির্গম দোষে হইয়াছিল। যে যে কুলগত দোষে যে যে মেল হয় নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল :—

মেলের নাম	দোষের নাম	মেলের নাম	দোষের নাম
বল্লভী	পিণ্ড	কাকুস্থী	রণ্ডপিণ্ড
সর্ব্বানন্দী	রণ্ডপিণ্ড, বিপর্য্যায়, বলাৎকার	আচম্বিতা	বিপর্য্যায়, বলাৎকার, ত্যাজ্যপুত্র
পণ্ডিতরত্নী	বিপর্য্যায়, স্বজনা	দেহাটা	রণ্ড, স্বজনা
আচার্য্যশেখরী	রণ্ড, বলাৎকার	নড়িয়া	রণ্ড, বলাৎকার
গোপালঘটকী	খঞ্জ	শ্রীবর্দ্ধনী	রণ্ড, বিপর্য্যায়, বলাৎকার
চট্ট রাঘবী	খঞ্জ		
ছায়ানবেন্দ্রী	বলাৎকার, অন্যপূর্ব্বা	পরমানন্দমিশ্রী	খঞ্জ
সুরাই	অন্যপূর্ব্বা	দশরথ ঘটকী	পিণ্ড, খঞ্জ কন্যাবহির্গম
চান্দাই	বিপর্য্যায়, ব্রহ্মহত্যা		
বিদ্যাধরি	খঞ্জ	রাঘবঘোষালী	বলাৎকার
শ্রীরঙ্গভট্টী	ঐ	শুভরাজখাণী	কন্যাবহির্গম
প্রমোদিনী	রণ্ড, বিপর্য্যায়, বলাৎকার	শুঙ্গসর্ব্বনন্দী	ঐ
বালি	খঞ্জ	হরিমজুমদারী	বলাৎকার কন্যাবহির্গম
শতানন্দ	পিণ্ড, বলাৎকার		
ভৈরবঘটকী	ঐ ঐ	ছয়ী	বলাৎকার

(৩) শ্রোত্রিয়গত দোষজ মেল।

দুষ্টাশ্চ সপ্তশতয়ো দুষ্টা গৌণাশ্চতুর্দ্দশ।
সুসিদ্ধা অপি সন্দিগ্ধাঃ দুষ্টাঃ দোষজ্ঞসম্মতাঃ ॥

পারিহালদোষে ৪টী, কুলভিদোষে ২টী, চৌৎখণ্ডীদোষে ৪টী, কেশরকোণীদোষে ১টী, পিপ্পলীদোষে ১টী, হড়দোষে ৬টী এবং গড়গড়ীদোষে ৯টী মেল উৎপন্ন হয়। যিনি বিস্তৃত তালিকা দেখিতে চাহেন, তিনি বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২০৭ পৃষ্ঠায় দেখিবেন।

দেবীবর ঘটক বিশারদ যে মেলে ন্যূন দোষ দৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে ফুলিয়া খড়দহ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। ফুলিয়া মেলের ধাঁন্ধাদোষ যদি গুরুতর না হয় তবে কাহাকে গুরুতর দোষ বলে, তাহা রাঢ়ীয় ঠাকুরগণই বলিতে পারেন। যিনি দোষাদির বিবরণ জানিতে চাহেন তিনি মেলমালাগ্রন্থ অথবা নগেন্দ্র বাবুর সঙ্কলিত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" পাঠ করিলেই জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক মেলের বিবরণ লিখিতে হইলে বহু কুলীনের কুল বিবরণ এবং শত শত দেষের ইতিবৃত্ত লিখিতে হয়। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার স্থান হইবে না। ফুলিয়া খড়দহ বল্লভী সর্ব্বানন্দী ও পণ্ডিতরত্নী এই ৫টী মেলই প্রসিদ্ধ, অতএব সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লিখিত হইল।

"নাদা ধাঁদা বারুইহাটী আর মূলুক জুড়ী।
কুলের প্রধান তাতে পড়ে হুড়াহুড়ি।"

নাঁদা ধাদা বারুইহাটী ও মূলুকজুড়ী এই চারি দোষে ফুলিয়া মেলের উৎপত্তি।

১ম নাদা ও ৪র্থ মুলুকজুড়ী দোষ তত দোষের বলিয়া গণ্য নহে, কিন্তু ২য় দোষ ধাঁদা এবং ৩য় দোষ বারুইহাটী দোষের কথা শুনিলে চক্ষুস্থির হইবে। পাঠকগণের অবগতির জন্য রাঢ়ীয় সমাজের

শোভাস্বরূপ "ফুলিয়া" মেলের উক্ত প্রধান দুই দোষের কাহিনী নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) ধাঁন্দা দোষ—"অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্দঘাটস্থলগতা।
হাঁসাই থানদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্দস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথ চট্টজাত্মজা।
যবনেন তু সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥
নাথাই চট্টোর কন্যা হাঁসাই থানদারে।
সেই কন্যা বিয়া কৈল বন্দ্য গঙ্গাধরে॥"—মেলমালা।

"শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুইটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল; তাঁহারা ধান্দা নামক খালে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। হাঁসাই থানদার নামক জনৈক যবন ঐ দুই কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া বলাৎকার করে। তাহার এক কন্যা কংসারি তনয় পরমানন্দ পতিতুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। ইহার নাম ধান্দা দোষ।"

গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১৮৭।১৮৮ পৃষ্ঠা।

ফুলিয়ার মুখটিগণের আদি জননী অবিবাহিতা অবস্থায় যবনের ভোগ্যা হইয়া পরে কুলীন ব্রাহ্মণের গৃহিণী হওয়ার বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু তাহার সঙ্কলিত ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের ২১০ হইতে ২১২ পৃষ্ঠায় ঠিক এই সকল কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। পিষ্টপেষণ অনাবশ্যক।

(২) বারুইহাটী দোষ— * *

* "ব্রাহ্মণ কন্যার অবারিত মুসলমান সংশ্রব হেতু বারুইহাটীর ব্রাহ্মণেরা দূষিত হইয়াছিল, এজন্য এখানে কোন সদ্‌ব্রাহ্মণ কার্য্য করিতেন না।" * * পরে গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য বারুইহাটী দোষাক্রান্ত হন।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণকাণ্ড—৩৫০ পৃষ্ঠা।

উক্ত "গঙ্গানন্দ উপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য উপাধি গ্রহণ করেন, ইহাতেই মুখটীগণের মুখোপাধ্যায় এই উপাধি ব্যবহার হইয়াছে। মুখকুলের উপাধি

দৃষ্টে বন্দ্য, চট্ট এবং গাঙ্গুলী ইহারাও উপাধ্যায় শব্দ ব্যবহার করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান সময়ে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১৮৯।১৯০ পৃষ্ঠা।

আজকালি বিদ্যাশূন্যে **ভট্টাচার্য্য** ও ঐশ্বর্য্যাভাবে **রায়** হইতেছে;—

"বেদের শাখা আত্মাধ্যাপনে উপাধ্যায়।
ভট্টাচার্য্যাদি-খ্যাতি সমগ্র বিদ্যায়॥
চন্দ্রশেখর ত্রয়ী-সিদ্ধ বিদ্যালঙ্কার।
অধস্তনে বিদ্যালোপ, কুলে অহঙ্কার॥
আজি বিদ্যাশূন্যে ভট্টাচার্য্য, উপাধ্যায়।
রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য, কহে অভাবেও রায়॥"

হুলো পঞ্চাননের গোষ্ঠীকথা।

খড়দহ মেল।

"খড়দা ফুলিয়া মেল যুগলং। সম্প্রতি যাতং ফুলিয়া বিমলং॥
আদৌ খড়দা ফুলিয়া শেষ। খড়দা ফুলিয়া নাস্তি বিশেষ॥"

"পূর্ব্বগড়গড়ি দোষে হরি অচেতনে।
সুরা সংগ্রহ দোষ শ্রীহরি মদনে॥
মধু দোষে খড়দহ রায় করণে।
যোগেশ্বরে পিপলাই ঘটকে বাখানে॥
শ্রীকণ্ঠে পরীবাদ লোকে কানাকানি।
ভাস্কর রমণ করেন যবন-রমণী॥"

* * *

"ইহা ছাড়া খড়দহ মেলে বারুইহাটী সুখনালী, যবন পরীবাদ প্রভৃতি দোষ আছে।—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রদত্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ—৩৫১ পৃষ্ঠা)

বল্লভী মেল।

"রণ্ডপিণ্ডাদিদোষেরিদানীং যা চ কুলশ্রীঃ সা বল্লভী।"

"যে কন্যার পিতা ভ্রাতা এবং পিতামহাদি দান করার উপযুক্ত পাত্র না থাকে অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্ত হইতে পারে না তাহাকে রণ্ডপিণ্ড কহে। কুলীনেরা এই কন্যা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ করিলে কুলভঙ্গ হয়। বন্দ্য বল্লভাচার্য্যে রণ্ডপিণ্ড দোষ ঘটিয়াছিল। শান্তিপুর বল্লভী মেলের প্রধান স্থান।"—গৌড়ে ব্রাহ্মণ—১৯১ পৃষ্ঠা।

"নপাড়ি বল্লভাচার্য্য কুলেতে প্রধান।
পিতৃখোড়িমুখ পিণ্ড প্রথমেতে পান॥
সর্ব্বানন্দ ঘোষালের বিয়া অনর্থের মূল।
বশিষ্ঠ নপাড়ির কন্যা দেখিয়া প্রতুল॥
পুত্রবতী রামা সে প্রমত্ত পাগল।
আর পক্ষের কন্যা দেখি লজ্জায় বিকল॥
তপন গাঙ্গুলী তাহে মজিয়াছে মন।
সৎ মায়ে পিণ্ড দিল কুলরক্ষার কারণ॥
সেই কন্যা ধরণী ধরে শুন মন দিয়া।
দুই পিণ্ডে বল্লভী মেল এই সে লাগিয়া॥
কার্য্যাভাবে বন্দ্য গৌরী আইলা এই মেলে।
মধুর খাতক বলি সেই হেতু বলে॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২১৫ পৃষ্ঠা (মেল রহস্য)

"নপাড়ি বশিষ্ঠসুত সর্ব্বানন্দের স্ত্রী, তিনি সপত্নী কন্যা দুষ্ট হওয়ার পাছে সেই দোষে কুল যায় এই ভয়ে কন্যা মরিয়াছে রটনা করেন ও কন্যার নামে পিণ্ড দেন। ওদিকে ঐ কন্যা তপন গাঙ্গের সঙ্গে নষ্ট হয় ও গর্ভবতী হয়। ধরণী চট্ট সেই কন্যাকে বিবাহ করেন। ধরণীর সঙ্গে বল্লভ কুল সংস্রবে আইসেন। এইরূপে ও অন্যান্য দোষেও বল্লভী মেল হইয়াছে।"
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—ব্রাহ্মণ কাণ্ড—৩৫১ পৃষ্ঠা।

সর্ব্বানন্দী মেল।

"নপাড়ী বশিষ্ঠ সুত সর্ব্বানন্দের মহিন্ত্যা নামক কষ্ট শ্রোত্রিয়ের কন্যা বিবাহহেতু কুল যায়। মাধব গাঙ্গুলির সঙ্গে তাহার কুল হয়। রাঘব গাঙ্গের কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় কৈবর্ত্ত দুষ্ট হয় ও বাহির হইয়া যায়। পরে সেই কন্যা কাঁটাদিয়া-বন্দ্য গঙ্গাগতির পুত্র গোবিন্দকে প্রদান করায় তাহার সঙ্গে কুল হয়। * * *

বিং মুঃ জানকীনাথের বিপর্য্যায়ে বিশ্বচট্ট সহ ক্ষেম্য কুল হয়। জন্ম দোষহেতু বর্ণসঙ্কর কন্যা লইয়া ভুবন ঘোষালের কুল হয়। এই সকল দোষ লইয়া সর্ব্বানন্দী মেল। ঐ ঐ

পণ্ডিতরত্নী মেল।

"কি কহিব উধোর দোষ যাতে অনিরুদ্ধ ঘোষ
আর পরিবর্ত্ত শৌরিগাঙ্গ।
ছাড়ি দোষ লক্ষ্মীনাথে বেড়ুয়া দৈত্যারি সাথে
গোপাল বেদের যোগে সাঙ্গ॥
হায়াসথানি সুখনালী পিতার আছিল গালি
ছকড়ী কন্যাতে পরীবাদ।
শেষে আঠা সঙ্গে যোগ হইল বিষম রোগ
জাতিকুলে পড়ে পরমাদ॥
তবে চতুর্ভূজ গাঙ্গ তাহার বাজাল সাঙ্গ
সেও ছাড়ি করে অহঙ্কার।
লোভে লোকনাথ মরে প্রতিগ্রাহীর কন্যা ধরে
শুনি লাগে কুলে চমৎকার॥
(কেচিত্তু) বুদ্ধিবান পুত্র রঘুনাথ এখন করি কি
বৈরি হইল যোগেশ্বর আর ঘটক দেবীবর
অনন্তা রহিল চারি ঝি॥

চলে যাব জগন্নাথ কিনিয়া খাইব ভাত
সিকদারে কন্যা দিব ভেট।
রুক্মিণী আদি চারি ঝি এহার করিব কি
তারা মাসে মাসে * * পেট।
* * * মেলরহস্য।

আড়িয়ার মুখটী দৈবকীনন্দন পণ্ডিত রত্নের সবাই-সুত দেবীবর চট্টের সঙ্গে কুল হওয়ায় পণ্ডিতরত্নী মেল হয়।

"দৈবকীনন্দনের দোষ—রুদ্রপুত্র বিষ্ণু, বিষ্ণুপুত্র উদ্ধরণ, উদ্ধরণ-পুত্র দৈবকীনন্দন। রুদ্রের দোষ—সুখনালী বিবাহ হেতু কুলনষ্ট। তাহার পুত্র বিষ্ণুর দোষ—প্রথম প্রজাপতি চট্টের সঙ্গে কুল করায় ৩টী দোষ পায় অর্থাৎ প্রজাপতির সঙ্গে যে কুল হয় তাহা বিপর্য্যায় কুল, প্রজাপতি চট্ট পারিহাল কন্যা বিবাহ দোষে দুষ্ট এবং তাহার আনো ঘোষালী দোষ ছিল। আনোর পিতা সূর্য্য ঘোষালের বিপর্য্যায় বিবাহ এবং তাহার কন্যাগণ অবিবাহিত অবস্থায় নীচজাতি সংস্রব ও ভ্রূণ হত্যা দোষে দুষ্ট ছিল, আনো ঘোষালে এই সকল দোষ আসায় তাহা হইতে আনো ঘোষালী দোষ। বিষ্ণুর ২য় দোষ শৌরি গাঙ্গের সঙ্গে কুল, কিন্তু শৌরিগাঙ্গও তাহার বংশনাশ দোষে দোষী। শৌরির পিতা লক্ষ্মীনাথ হাড়িনী লইয়া থাকিত। দৈত্যারি চট্টের সঙ্গে লক্ষ্মীনাথের কুল হয়; দৈত্যারি বেড়ুয়া জাতীয় স্ত্রীলোক লইয়া দুষ্ট ও তাহার অপর কুল হয় যে গোপাল বন্দ্যোর সঙ্গে, সেও বেদিনী লইয়া থাকিত। তাহা ছাড়া লক্ষ্মীনাথ যে ছকড়ি কন্যা গ্রহণ করেন, সে অবিবাহিতকালে নীচ জাতির সহিত দুষ্টা।" * * * বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২১৮ পৃষ্ঠা।

এই সমস্ত মেলের মধ্যে আবার ভাগ, ভাব ও যুথ নামে তিন শ্রেণী আছে।

খড়দহ মেলে ৫টী ভাগ যথা যজ্ঞেশ্বরী পঙ্কানথী, বৈদ্যনাথী হড়সিদ্ধান্তী

ও হরিমিশ্রী। এই সমস্ত ভাগের বিবরণ লিখিত হইলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হইবে এবং পাঠকেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। তজ্জন্য সমস্ত ভাগের বৃত্তান্ত লিখিতে ক্ষান্ত থাকিয়া কেবল মাত্র "হড় সিদ্ধান্তী" ভাগ কাহাকে বলে তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"কেশবের কি কহিব কথা জগো ঘোষালীর স্ত্রিয়া সুতা
দোলমঞ্চে করিল নিছনি।
চাবা খাইয়া সুন্দরী * * সুখ ভোগ, করি
শেষে দেবী চট্টের গৃহিনী॥
কৃষ্ণানন্দে বলাৎকার নরাইতে চমৎকার
সন্তোষে নরাই করেন বলে।
বিপর্য্যায় দেবীদাসে বলে রতি সর্ব্বনেশে
রমাই চণ্ডীদাস মজায় কুলে॥
লক্ষ্মণ গুণানন্দখানী অনন্তের কন্যা আনি
বিহা করি কয়ে বলাৎকার
দুর্গাই নরাই সুতা কৃষ্ণাই সুতা বিবাহিতা
বিপর্য্যায় কিবা কুল তার॥"

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৪৪।২৪৫ পৃষ্ঠা।

বল্লভীমেলে একটী ভাগ তাহার নাম গোবিন্দখোড়ী ভাগ। সর্ব্বানন্দী মেলে ভাগ নাই। পণ্ডিতরত্নী মেলে অনেকগুলি ভাগ আছে, যথা—আঠা ভাগ সুখনালী, জাফরখানী, শ্রীমন্তখানী, স্ত্রীবহির্গম প্রভৃতি।

সুখনালী জাফরখানী দিণ্ডীদোষ তাতে গণি
যায় গদাধরের দর্ভযোগ।
নৃসিংহ চট্টের নারী কোথা গেল কারে ধরি
শ্রীমন্তখানী বাড়ে রোগ॥

যবনগামী কন্যা সুতে ত্রৈলোক্য মজিলে তাতে
আর দোষ তাতে কিছু গণি।
আঠাকাশী দুই ভাই মৎসরে না পাইল ঠাই
কৃপণ দোষে কুল টানা টানি॥

ছায়া মেলে বাণ ভাগ। তিন বাণের লইয়া বাণভাগ গয়ঘড় বং বাণ চং বাণ কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এবং পাটুলী চং বাণ। গং বং বাণের কন্যা দিস্তীরায় হরণ করেন। এই বাণের পুত্র নারায়ণ কুষ্ঠরোগী বাণের কন্যাকে হরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ গং বং বাণের অপর পুত্র দিগুীরায় কর্ত্তৃক ভগিণী হরণের দোষে লিপ্ত করার জন্য পূর্ব্বের রাগ ও বিদ্বেষ বশতঃ পাং চং বাণের বাড়ী গিয়া তাহার অবিবাহিতা কন্যাকে নষ্ট করেন। যৎকালে গং বং বাণপুত্র সেই কন্যাকে লইয়া পাং চং বাণের বাড়ীর একটা ঘরে রঙ্গ রসে রত, সেই সময় কন্যার মা জানিতে পারিয়া কন্যাকে বঁটী দিয়া কাটিয়া ফেলে। এই কাটা যাওয়ায়, ইহাদের সংশ্রবে আগত কুলীনেরা "কাটা বাণ" ভাগযুক্ত হইল। কুল আর কিছুতেই যায় না—এমনই না ছোড় কুললক্ষ্মী !!!

রায়ের হাতে বজ্রাঘাতে বাণ মরিল পুড়িয়া।
সেই আগুণে ঝাঁপ দিলেন চট্টবাণ কুড়িয়া॥
বাণসুত নারায়ণ কুড়িয়ার কন্যা হরে।
সেই কন্যা সাঙ্গা দিয়া কুড়িয়া পুড়িয়া মরে॥
নানিভিল বজ্রাগ্নিক মাপিয়া উঠে কাজি।
লোক মুখে অপবাদ ঘটকে লেখে পাঁজি॥
উমাপতি সুত বাণ গয়ঘড় কুলে।
দিগুিরায় নিল কন্যা সর্ব্ব লোকে বলে॥
মনে মনে বাণ পুত্র ভাবিয়া উপায়।
পাটলিয়া বাণের বাড়ী উভালড়ে যায়॥

ধরিয়া বাণের কন্যা পুষ্প বিয়া করে।
দেখিয়া জননী তারে ক্রোধে বঁটী মারে॥
গলা কাটা গেল কন্যার রক্তে উতরোল।
পাটলিয়া বাণের বাড়ী কিসের গণ্ডগোল॥
গোবিন্দ পুরাই বন্দ্য তাহাতে মজিল।
কাটা বাণ ভাগ কুলজ্ঞে রচিল॥

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৬৭ পৃষ্ঠা।

বল্লভী মেলে ঋতুধ্বজী ভাব। এই ভাবের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে পাঠক মহাশয় বিস্ময়ান্বিত হইবেন।

"বুঢ়ণ গ্রাম নিবাসী সপ্তশতী পিতাড়ী গাঞি নরসিংহ মজুমদারের স্ত্রী ঋতুধ্বজ নামক হাড়ীর সঙ্গে ভ্রষ্টা হয়, তাহাতে যে কন্যা জন্মে. সেই কন্যা চৈতল চট্টবংশীয় ষষ্ঠীদাস (ষাঠিয়া) বিবাহ করেন, ইহাতে ঋতুধ্বজী ভাবের উৎপত্তি। বল্লভী মেলের যে সকল ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীদাসের সংস্রবে আসিয়া পড়েন তাহারাই বল্লভী মেলের "ঋতুধ্বজী" ভাবের কুলীন বলিয়া পরিচিত।"

গাঞি পিতড়ী বুঢ়ন-বাড়ী।
বল করিয়া ধরে হাড়ী॥
ঠেকিল ষাঠিয়া বিষম ফান্দে।
হাড়ির কোদাল ঠেকিল কান্দে॥
সম্পর্ক বল্লভী মেলে।
টুটিল ষাঠিয়া বিষম শেলে॥
যায় গড়াগড়ি ভূমিতলে।
জাত নাই কুলীনে বলে, কুল নাই ঘটকে বলে॥"

অন্যচ্চ—"বুঢ়ণ বসতি নরসিংহ মজুমদার।
পিতাড়ী বংশেতে জন্ম অতি কুলাঙ্গার॥

তাহার রমণী ছিল পরমাসুন্দরী।
তাহাতে গমন করে ঋতুধ্বজ হাড়ী॥
তাহাতে জন্মিল এক সুন্দরী তনয়া।
অনন্তসুত ষষ্ঠীদাস তারে করে বিয়া॥”

প্রধান প্রধান মেলী কুলীনে যে সকল দোষ ঘটিয়াছে তাহা হরিহর কবীন্দ্র, দনুজারি মিশ্র প্রভৃতি কুলজ্ঞগণ কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। হরি কবীন্দ্রের “দোষতন্ত্র” হইতে কয়েকটী দোষের নমুনা উদ্ধৃত হইল—

খড়দহে—“১ ভাস্করে যবনী গমনং।
২ বাণী ব্রাহ্মণ্যাং পাঠানগত দোষঃ॥”

ফুলিয়ায়—“পূর্ব্বং জাফরখানি দোষঃ। ইদানীং সাহসখাঁনি চাঁদখাঁনি সম্পর্কঃ।
নং বং গুণানন্দ ছোট ঠাকুরস্য পত্নী সহিতা অদত্তা কন্যা সাহসখাঁ যবনেন নীতা অতঃ সাহসখাঁনী ভাবঃ।

তথাচ—

“গুনানন্দস্য পঞ্চত্বং তৎপত্নী ব্যভিচারিণী।
সাহসায় সুতাঃ দত্ত্বা নিশ্চলো জায়তে ধ্রুবম্॥”

৩ “কাজীর বেড় নবাই থানদার—দৌহিত্র হরিদাসস্য সমন্বয়ঃ।”

৪ “জুনিদখানী ভাবঃ। যথা—বীরভূমিনিবাসি বসন্ত চৌধুরি তস্য পত্নীং জুনিদখাঁ চিরমরীরমৎ। তজ্জাত কন্যা মুং কাশীশ্বর সুত হরিহরেনোঢ়া। তথাহি—

“কাশীশ্বর সুত হরিহর ফুলিয়ার মুখটি।
ভাল বিয়া ছিল তার জুনিদখাঁনের বেটী॥
আছিল উত্তম কুল মুখ হরিহর।
জুনিদখাঁর হেড়া রুটীতে ভরিল উদর।”

বল্লভীমেলে—"মছলন্দখানোদ্ভ্রাত-পুতিনারায়ণ সম্পর্কঃ।"
সর্ব্বানন্দীমেলে—"১ বনমালিখানীয়ঃ বনমালি যবনান্ন ভক্ষণ দোষঃ॥

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—২৬৪ পৃঃ।

পাঠক মহাশয়! এই জঘন্য মেলকাহিনী আর শুনিয়া আবশ্যক নাই। ৩৬ মেলের ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে পঞ্জিকা বাড়িয়া যাইবে। যে পঞ্চ মহর্ষির পদার্পণে বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছিল তাঁহাদের বংশ ব্যসন ব্যভিচারে উৎসন্ন গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের কৌলিন্য মর্য্যাদার কথা লিখিতে যাইয়া তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২৭৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,—

"কত শত কুলললনা জাতিকুল বিসর্জ্জন দিয়াছে। কত পরিবারের সর্ব্বনাশ ও কত অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহা আর উল্লেখ করিয়া আমাদের পূজনীয় ব্রাহ্মণ সমাজকে কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না।" আমিও ৩৬শ মেলের অশ্লীল কাহিনী লিখিয়া লেখনী কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। সমাজ তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন সমাজের বিষয় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পাঠক মহাশয়কে অবগত করিয়া গ্রন্থ শেষ করিব।

"কৌলীন্যে যে কতদূর সর্ব্বনাশ করিতেছে ও করিতে পারে—তাহা প্রত্যক্ষ দেখিতে ইচ্ছা হইলে, পশ্চিম বঙ্গে বোধ হয় এখন আর ততটা সুবিধা হইবে না। জ্ঞান চর্চ্চায় লোকের মতিগতির পরিবর্ত্তন বা যে কারণেই হউক কৌলীন্যের বিষদন্ত পশ্চিম বঙ্গে অনেকটা ভগ্ন হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে এবং তাহা দেখিয়া অনেকে বিশ্বাস করিতেছেন এবং আমিও করিতাম যে, বুঝি দেবীবরের কৌলীন্য সত্য সত্যই এতদিনে স্বীয় স্বাভাবিক উচ্ছেদ-পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু হায়! সে কতই যে ভ্রান্ত বিশ্বাস তাহা একবার পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি না তাকাইলে অনুভব করিতে পারা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গে আসিলে এবং

পূর্ব্ব বঙ্গীয় সমাজের প্রতি তাকাইলে এখনও প্রত্যক্ষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় যে, কৌলীন্য কি ভীষণ মূর্ত্তি এবং এখনও তাহা কিরূপ পূর্ণ প্রভাবে বিরাজমান! এখানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক রাত্রির মধ্যে চারি মাস হইতে সপ্ততিবর্ষ বয়স্কা (পাড়ার সমস্ত সমমেলের) কন্যা শ্বেতকেশ লোলচর্ম্ম এক বৃদ্ধের করে অর্পিত হইতেছে; অথবা এক সাত বর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ৩০ বর্ষ হইতে ৬০ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়সের ৮।৯টী সহধর্ম্মিণী চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানেই কেবল কন্যা জন্মিবামাত্র অবধারিত হইতে পারে যে, ইহজন্মে ইহার ভাগ্যে বিধাতা বিবাহ সংস্কার লিখেন নাই; এখানেই কেবল প্রতি ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে যেমন একদিকে শত শত কুলীন কন্যা বিবাহ অভাবে বৃদ্ধা, তেমনি অন্যদিকে আবার অনুরূপ অনুপাতে কত কত শ্রোত্রিয় ও বংশজের বিবাহ অভাবে বংশলোপ হইতে বসিয়াছে। তাহার পর এই সকলের পরিণাম স্বরূপ যে নৈতিক পাপের চিত্র, তাহাতে পটক্ষেপ করাই উচিত।

"ফলতঃ আমারও এতদিন এরূপ ভ্রম ছিল যে, কৌলীন্য তবে যথার্থ উচ্ছেদ-পথে বসিয়াছে এবং বলিতে কি কৌলীন্য সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যত শুনিতাম ও পড়িতাম তাহা যেন আমার নিকট কতকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইত এবং যাহা বা এতদিন দুই একটা বহু বিবাহের বিষময় ফল চক্ষের উপর দেখিতে পাইতাম, তাহাকে অতি বিরল সামাজিক ঘটনা বলিয়া ধরিতাম। কিন্তু এই এক বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করায় এখন বুঝিতেছি যে, যাহাকে আমি বিরল সামাজিক ঘটনা বলিয়া ভাবিতাম, তাহাই বিরল না হইয়া সাধারণ এবং যাহা শুনিয়া পড়িয়া ভাবিতাম অতিরঞ্জিত, তাহাই অতিরঞ্জিত না হইয়া বরং অতি কম রঞ্জিত এবং উচ্ছেদের পথে বসা দূরে থাকুক, ইহা এখনও যৌবনের পূর্ণ জীবনীশক্তি-বিশিষ্ট। যে ঘটকের ব্যবস্থা পশ্চিম বঙ্গে একরূপ লুপ্তপ্রায়,

এখানে তাহা প্রায় প্রতি গ্রামে পূর্ণপ্রতাপে চলিতেছে। * * এই কৌলিন্য প্রথা যদি সমাজস্থ কোন একটী সম্প্রদায় বিশেষকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলেও উহাকে গণনায় আনিতাম না; কিন্তু উহার দ্বারা সমস্ত সমাজ ও সমস্ত দেশ যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, জগতের ইতিহাসে আর কোথাও তাহার অনুরূপ ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা দ্বারা পাপ, তাপ, অধর্ম্মপ্রাণতা ও অকর্ম্মশীলতা ত যতদূর দেশমধ্যে প্রবেশ করিতে হয় তাহা করিয়াছে, তদতিরিক্ত যাহাদের লইয়া হিন্দু সমাজের জীবনী ও গৌরব সেই শ্রেষ্ঠ জাতিগুলি দিন দিন লোকক্ষয়ে ধ্বংশমুখে অগ্রসর হইতে বসিয়াছে। লোকক্ষয়ের কতপ্রকার উপায় যে উহার কল্যাণে সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেবল জ্ঞানের চক্ষেই সম্যক্ প্রকারে দর্শনীয়।"—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস পৃঃ ২৮৪।

কৌলীন্য মর্য্যাদার মাহাত্ম্যে মেলি-কুলীন কন্যা অবশ্যই করণীয় কুলীন পাত্রে অর্পিত হইবে। যদি তাহার আজীবন বিবাহ না হয় সেও ভাল, তথাপি শ্রোত্রিয় বা বংশজের সহিত তাহার বিবাহ হইতে পারে না। যদি কোন বংশে একটী পুত্র অপর বংশে দশটী কন্যা জন্মে তাহা হইলে কুলের খাতিরে সেই একটী পাত্রের সহিত দশটী কন্যার বিবাহ না দিলে মেলীর কুল রক্ষা হইবে না। তজ্জন্যই বহু বিবাহের উৎপত্তি এবং এক অশীতিপর লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের করে সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক কন্যা দান করিতে হইয়াছে। আবার যদি এক পক্ষে পুত্র সন্তান না থাকে তবে সেই কন্যাগণের অদৃষ্টে বিবাহ ঘটিল না। কুল রক্ষা করিতে গিয়া বরকন্যার বয়সের কোন ঠিক রহিল না। এক সাতবর্ষ বয়স্ক বালকের স্কন্ধে ৭।৮টী প্রৌঢ়া কন্যা চাপাইয়া সভ্য সমাজে পবিত্র বিবাহ-সংস্কারের মর্য্যাদা রক্ষা হইল!

এই সমস্ত পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা দর্শন করিয়া স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন দ্বাদশোর্দ্ধ বয়স্কা কন্যার এবং পাত্রাপেক্ষা অধিক বয়স্কা কন্যার

বিবাহ নিষেধ করিয়া উদ্বাহতত্ত্ব লিখিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন যে বয়স্থা রজঃস্বলা কন্যা গৃহে থাকিলে তাহার পিতৃপুরুষ ও জ্ঞাতি-বর্গ সকলেই নরকস্থ হইবে। অন্যান্য সমাজ স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের ব্যবস্থা মানিয়া চলিতেছে কিন্তু তাঁহার নিজের সমাজের কয় জন ব্যক্তি তাঁহার ব্যবস্থা মানিয়া চলিয়াছেন বা এখনও চলিতেছেন? এই কি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনের প্রকৃষ্ট পন্থা? আজ যদি সেই তেজঃপুঞ্জ পঞ্চ মহর্ষি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে বর্ত্তমান রাঢ়ীয় সন্তানগণকে কি বলিতেন? কুলীনে সমাজের ব্যভিচার, বিশৃঙ্খলা দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে হাওড়ার খ্যাতনামা প্রবীণ শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায় "সমাজ কালিমা" ময়মনসিংহের উকীল ৺যাদবচন্দ্র লাহিড়ী "কুলকালিমা" লিখিয়াছেন। কত নাটক, নভেল প্রহসন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, তথাপি কি সমাজের মতি গতি ফিরিয়াছে? পশ্চিম বঙ্গে কুলপ্রথার শৃঙ্খল কতকটা শিথিল হইলেও কন্যার বিবাহকালীন অনেক কুলীন সন্তানকে ভিটামাটি বিক্রয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে, তথাপি দেবীবরের মেলদুর্গ পালটী প্রথা ভঙ্গ করিবার কি কাহারও সাধ্য আছে?

যে সমস্ত কথা লিখিত হইল তাহার একটী কথা আমার নিজের নহে। যাঁহারা ৩৬শ মেলের বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ পাঠ করিবেন।

আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে ধনে মানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে বঙ্গের রাঢ়ীয় ঠাকুরগণ সমাজের সর্ব্বোচ্চস্থান লাভ করিয়াছেন। বুদ্ধির প্রখরতায়, বিদ্যার প্রতিভায় রাজকীয় উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু অন্য সমাজকে নিন্দা করিবার সময় একবার নিজ সমাজের প্রতি তাকাইলে কি ভাল হয় না?

পরিশিষ্ট।

(১)

সেন্‌সাস্‌ ও বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতি।

From

THE SECRETARY "BANGIYA MAHISHYA SAMITI."

38, Police Hospital Road, Entally. Calcutta.

To

THE SUPERINTENDENT OF CENSUS OPERATIONS,

Bengal.

Dated, Calcutta, the 31st December 1910.

SIR,

With reference to your letter No. 1609 C dated the 8th November 1910 I beg most respectfully to approach you with the following points for your kind consideration :—

(a) About issue of distinct orders to District Officers for returning Chashi-Kaibarttas as Mahishyas as done in the previous Census.

(b) About provision for separate heading "Mahishya" in the abstract final tables which will be published hereafter with report.

(c) The priests of the Mahishyas are not Degraded Brahmins (Barna Biparas) like those of Goalas, Sunries &c., but they are ancient settlers of Bengal long before the migration of Rarhi Brahmins.

As regards point (a) I beg to state that it appears

from the entry No 5 column 2 of the Specimen Schedule attached to the Instructions to the Supervisors that in caste column 8 "Chasi Kaibartta" has been entered instead of the appellation of "Mahishya" and from this specimen the Supervisors and Enumerators in maffasil have raised objection to enter the name "Mahishya" in the said column as the instructions laid down in the caste index are not circulated to them. It appears from your reply No 1542 C dated the 31 st. October 1910 that there would be no further objection to enter the name Mahishya in the caste column : but the Census Supervisors and Enumerators have been mislaid to raise frivolous objection in absence of a distinct order as issued by your predecessor E. A. Gait Esqr., now Census Commissioner in his Circular No. 16-19 dated the 21st November 1900.

As regards point (b) I beg humbly to state that I am given to understand that Mahishyas, if returned such by the Enumerators, will be classed as Chashi Kaibartts and not under separate heading "Mahishya" in the final tables and other records which will be published with Census report, and that if this be the fact, the whole Mahishya Community would be greatly aggrieved. It will not be out of place to state that the local correspondents appointed for *Ethonographical* enquiries belong to the castes other than Mahishays and consequently we can hardly expect any impartial justice at their hands. As it has become characteristic of our present Hindu social organization that the interests of the different sections must always continue

to be conflicting an. .ne up-holders of such sectarian views, being men of the sections other than Mahishyas as a rule, must continue to trample on the rights of the weaker in society for an indefinite length of time.

After the conquest of a larger portion of Bengal by the Sen Kings, there were two contending social and political forces in the country :—the Sens and the Mahishyas. The Sens as supporters and patrons of the newly migrated Rarhi Brahmins and Kayastha *colonists* and more powerful of the two, claimed and secured better title to the leadership of the then Hindu society of Bengal. But the Mahishyas, though overwhelmed by the then Sen power, yet under the powerful Mahishya rulers of *Lat Dwipa* and *Kanka Dwipa* did not yield so easily. The history of this contest as preserved in the writings of the Brahmin genealogists of Bengal, was re-capitulated by a high class Barendra Brahmin, late Babu Jadab Chandra Lahiri, in his work "Kula-Kalima." The Mahishya Community of Bengal thus passed through various sorts of political revolutions since the time of Raja Ballal Sen. The present descendants of the other castes patronised by the Sen Dynasty are looking with hereditary jealousy and great abhorrence upon the Mahishyas and their Brahmins who are the ancient settlers of Bengal even long before the migration of the five ancestors of the Rarhi Brahmins. The Mahishyas and their Brahmins believe that nothing but a glance of kindness and favour of the gracious and benign Government, can help them in all respects, as they have all along been loyal to the British Throne, devoting their lives and strength for the

British cause in their wars in southern India, under Colonel Powell and Sir Eyre Coote. It would not be out of place to mention here that the Mahishya soldiers from Midnapur rendered signal help to the British Government in quelling the Vellore Mutiny in the days of the Sir John Shore in the early days of the last century. (See the Military Despatch of Sir Eyre Coote to the Court of Directors and the Report of the Governor-General to the Home Department, British Blue Book of 1806-07 from the Records of the Financial Department Library of the Government of Bengal and the Imperial Government.)

In the index to the Census Code, it has been noted that Barna-Bipras are those Brahmins who act as priests to low castes including Sutradhars, Chandals, Dhobis, Kapalis, Gohalas, Bagdis, Kaibarttas and Kalus, &c.

There would be no objections, if after the word *Kaibarttas* the words—"other than Mahishyas" or within parenthesis the word "Jelia" were inserted, as there are two classes of Kaibarttas, one of whom is pure and possesses a higher social status, and the other is impure, and both of whom are descended from quite different parents, and as such, the pure Kaibarttas who are descended from a Kshatriya father and a Baishya mother have been separated from the impure Kaibarttas otherwise called Jelias, who come from a Nisad father and a Ayogabi mother. The social position of the Mahishyas is also far higher than that of the low caste Jelia Kaibarttas mentioned in the index. The Mahishya caste is the most important and influential section of Hindu Community of this province. The writings of

eminent Sociologists of Bengal as quoted in the annexed appendix, also bear testimony to the high position held by them.

As regards point (C) I beg to state that the priests of the Mahishyas, as is well known, are *Drabir Baidic Brahmins*, who form a separate class by themselves having come to Rarh country long before the advent of the Kanouj or Rarhi Brahmins about the time of Maharaja Adisur, and they being the ancient settlers of Bengal ; but they were thrown into the back ground by the advent of the above Kanouj Brahmins, and afterwards ostracised in society because of their unwillingness to submit to the authority of the new-comers.

The priests of the Mahishyas are not regarded as degraded by the sociologists of the highest anthority as will be seen from a persual of Sir W. W. Hunter's Statistical Account of Bengal ; Sub-Divisional Officer of Ulberia's report No. 854 dated the 15th August 1910, and certificates of purity of the priests of the Mahishyas granted by Mahamahopadhyaya Pandits of whole India published in "Mahishya Prokash" by Babu Prokash Chandra Sarkar, Vakil, High Court, Calcutta. It is an undeniable fact that these Brahmins are the family-priests only of the Mahishyas who were described in the Bishnu Puran as Semi-Kshatriya caste, as Saraswat Brahmins act as priests to the Kshatriyas only, while the priests of all the low castes otherwise called "Barna-Brahmins" came from Rarhi Brahmins and they are rightly designated as such. The priests of the Mahishyas do still possess

Brohmottar Lands granted to their ancestors by the Raj families of Natore, Nadia, as well as by the Brahmin Rajas of Mahisadal as marks of favour shown only to good Brahmins for religious services done to them.

The priests of the Mahishyas are not inferior in any way to those Srotriya Brahmins who are acting as priests to many Sudras as it will be clear from the following Sanskrit Verses which run thus :—

শূদ্রাতিরিক্তযাজী যো গ্রামযাজী চ কীর্ত্তিতঃ।
দেবোপদ্রব্যজীবী চ দেবল পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২০২
শূদ্রপাকোপজীবী যঃ স্থপকার ইতি স্মৃতঃ॥
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ প্রমত্তঃ পতিতঃ স্মৃতঃ॥ ২০৩
উক্ত পূর্ব্বপ্রকরণে লক্ষণং বৃষলিপতেঃ।
এতে মহাপাতকিনঃ কুম্ভিপাকং প্রযান্তিতে॥॥ ২০৪

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ৩০শ অধ্যায়)।

As such, the Rarhi priests of the Nabasakhas are looked upon as *degraded* by the *Naikashya Kulin* Rarhi Brahmins who do not partake of rice in the house of the former ; nor they eat together, though they are not excluded totally from their society.

In the East Bengal, the residence of Naikashya Kulin Brahmins, hundreds and hundreds of inter-marriages were solemnised between the Baidic Brahmin Priests of the Mahishyas and Barendra and Rarhi Kulin Brahmins (Vide details In the "Sebika." Vol —No. 1.)

Had the former class been degraded their daughters would not have been married to the Kulin Brahmins,

though this practice has not yet been introduced in West Bengal. Had these Brahmins been degraded, the Mahishyas who partake of food cooked by their Priests and even eat of the remnants of the dishes of their priests, would not have been clean castes, whose waters are drinkable by all good Brahmins, whether Rarhi, Barendra or otherwise. Those who offciate as priests to a caste from whose hands good Brahmins do take water can never be stigmatized as "degarded" in Society.

Under the circumstances, I, on behalf of the whole Mahishya Community of Bengal, most respectfully pray that your honour would be graciously pleased :

(a) To consider the case favourably and to *issue distinct Circular* to the District Officers as E. A. Gait Esqr., your predecessor in office during the last Census did ;

(c) To provide for a separate heading "Mahishya" in the abstract final tables to be published with the Census Report as done in the case of Kayasthas, Kumars, &c ;

(c) To exclude the priests of Mahisyas from the category of Barnabipras after considering the arguments fully aud logically and impartially as set forth in the annexed Extracts from "Bhranti-Bijoy," a short history of the Brahmins of Bengal, edited by Babu Harish Chandra Chakraburtty and "Mahishya-Prokash" by Babu Prokash Chandra Sarkar, Vakil, High Court, Calcutta.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Narendra Nath Das,
Secretary.

এই পত্রের উত্তরে মাননীয় ওমালি সাহেব বাহাদুর বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সম্পাদক মহাশয়কে বিগত ১৯১১ খৃঃ অব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা এই:—

No. 3121 C.

FROM

L. S. S. O'Malley, Esqr., I. C. S.,
Superintendent of C ensus Operations,
Bengal.

To

The Secretary, " Central Mahishya Samiti",
Bengal.

38, Police Hospital Road, Entally,
Dated, Calcutta, the 3rd January 1911.

SIR,

With reference to your letter of the 31st December 1910 I have the honour to say that the District Census Officers are being informed that there is no objection to Chasi-Kaibarttas entering themselves as Mahishya on the occasion of the census.

2. As regards the Brahmans who officiate as priests to the Mahishys, I have the honour to inform you that, Brahmans of all classes will be entered in the Census schedules simply as Brahmans.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient servant,
(Sd) L. S. S. O'Mally,
Superintendent.

মর্ম্মার্থঃ—মহাশয়, (১) আপনার ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পত্রানুসারে জেলার সেন্সাস্ কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে জ্ঞাত করা

হইতেছে যে, লোকগণনায় চাষী-কৈবর্ত্তগণকে "মাহিষ্য" বলিয়া লিখিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

(২) মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আপনাকে জানান যাইতেছে যে, লোকগণনার কাগজের সিডিউলে সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র "ব্রাহ্মণ" বলিয়া উল্লিখিত হইবে। (স্বাক্ষর) শ্রীওমালি।

---

(২)

উলুবেড়িয়ার সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের রিপোর্টের একাংশ।

Extract para 3 from the Sub-Divisional Magistrate's Letter No. 854, dated the 15th August 1910.

* * * * *

3. Kaibarttas have been rightly divided into two parts, one Chasi and the other Jelia. The Chasi Kaibarttas who are known as Mahishyas are superior to the Jelia Kaibarttas. Water touched by the Jelia Kaibarttas is not used by the Brahmins, whereas the same touched by the Chasi Kaibarttas is used by the Brahmins. As such, the Brahmins of the Mahishya caste are superior to those of the Brahmins of the Jelia Kaibartta and as such the classification of both as *Barna Bipras* of the Kaibartta caste without distinction is objectionable. The Brahmins of the Mahishya caste claim a much higher status and they may be shown separately from the *Barna Bipras.* Where Brahmins of the Mahishya caste are found. they may be noted as such.

(Sd.) Rakhal Das Chatterjee,
Sub-Divisional officer, Uluberia.

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৭	সুর্য্য	সূর্য্য
	১১	ব্রাহ্ম্য	ব্রাহ্ম
৪	২	(থাকিলে)	থাকিলে
	৪	পাদ হইতে	পাদ হইতে যথাক্রমে
	১৫	কুরুদ্বহ	কুরূদ্বহ
	১৬	যস্তুমুখত্বা	যস্ত, মুখত্বা
		মুখোহ	মুখ্যোহ
	১৮	পৌরুষ	পৌরুষঃ
	১৯	তৎসর্ব্বোলোক	তস্তোর্ব্বোলোক
	২১	যজ্ঞে	জজ্ঞে
	২২	শূদ্রঃ	শূদ্রো
৫	২৩	ব্রহ্মণ	ব্রাহ্মণ
৯	৩	যদ্বারা	যদ্দারা
	১১	শূদ্রানী	শূদ্রাণী
	১৯	ঋষ্যশৃঙ্গ	ঋষ্যশৃঙ্গ
	২২	শূদ্রগর্ভ	শূদ্রাগর্ভে
১০	১	ব্রাহ্মণেঃ	ব্রাহ্মণঃ
	৬	সত্ব	সত্ত্ব
	৭	প্রকৃতির	প্রকৃতি
	২৩	এরূপে	এরূপ
১১	৬	—	যদি
	৭	মহিষী	মহিষ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
	১৯	পরমাত্মা	পরমাত্মা
	২০	।	,
১২	১৮	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
১৪	৭	হিরন্ময়	হিরণ্ময়
২৩	১৮	আজও পর্য্যান্ত	আজ পর্য্যন্ত
২৮	২৩	ভূমিষ্ট	ভূমিষ্ঠ
২৯	৮	শত পুত্রগণ	শত পুত্র
৩০	১	বিদূর	বিদুর
৩২	১০	আরোহন	আরোহণ
৩৭	১৪	স্বারস্বতাঃ	সারস্বতাঃ
„	১৬	গর্জ্জর	গুর্জ্জর
৪৩	১৫	জমদগ্ন্য	জামদগ্ন্য
৪৪	১৮	মন্ত্রকৃত	মন্ত্রকৃৎ
৫১	২১	ত্যাজ্য	ত্যাজ্য
৫২	১২	ঐ	ঐ
৫৫	১৩	সৌপয়ান	সৌপায়ন
„	২২	শাস্ত্রিক	শাস্ত্রিয়
৫৬	১২	অনীত	আনীত
৬১	১০	বষলী	বৃষলী
৬৩	২৩	মাহিষ্যযাজী পতিত	মাহিষ্যযাজী তাহাদিগের নিকট পতিত
৬৪	২৪	প্রকান্তরে	প্রকারান্তরে
৬৯	৪	মন্ত্রীগণের	মন্ত্রিগণের
৭২	২০	আনুপৌর্ব্বিক	আনুপূর্ব্বিক

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৩	১০	সংস্কীর্ণ	সঙ্কীর্ণ
৭৪	১৩	স্তশ্রূষা	শুশ্রূষা
৭৯	২৩	জাত্যাভিমানী	জাত্যাভিমানী
৮১	৬	প্রতিপূজ্য	পূজিত
৮২	১০	সর্ব্বভৌম	সার্ব্বভৌম
	১০	মহামহাপণ্ডিতগণ	মহাপণ্ডিতগণ
৮৩	২৫ } *		
৮৪	১ } *		
৮৪	৩	ভবানিপুরে	ভবানীপুরে
	১৩	নিত্যতারণ	ভবতারণ
৮৫	১৪	দিঘী	দীঘি
৯১	১৫	কটুক্তি	কটূক্তি
	২৬	লক্ষণে	লক্ষ্মণে
৯২	১৪	আখ্যায়িত	আখ্যাত
৯৩	৯	জন্নতঃ	জন্মতঃ
	২৩	মাষহ্য	মাহিষ্য
৯৪	৭	যাজকে	যাজককে
৯৫	৩	পাতিত্ব	পাতিত্য
৯৬	৭	পৌরহিত্য	পৌরোহিত্য
৯৭	২২	সাক্ষাত	সাক্ষাৎ
৯৯	১১	বাড়ী	বাড়ীতে
১০০	২০	চক্রত্তী	চক্রবর্ত্তী

* এস্থলে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যে বংশসম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। তিনি মহাদেব চক্রবর্ত্তীর বংশসম্ভূত নহেন—গ্রন্থকার তাঁহার নিকট এই ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১০৩	১২	সচারাচর	সচরাচর
১০৪	৪	তাঁহার	তাঁহারা
	৫।৬	লইয়া লইয়া	লইয়া
	১৬	সংস্কীর্ণতা	সঙ্কীর্ণতা
১০৭	২	with	will
১০৯	১৬	একছত্রী সম্রাট	একচ্ছত্রী সম্রাট
	১৬	যুধিষ্ঠীরের	যুধিষ্ঠিরের
১১০	৬	জাতীয়	জাতি
	৯	জাতীয়কে	জাতিকে
	২৩	অপ্রিয়কর	অপ্রীতিকর
১১১	১৯	নিমন্ত্রত	নিমন্ত্রিত
১১২	২৫	বৈশ্যগর্ভজাত	বৈশ্যাগর্ভজাত
১১৩	১৪	প্রতিদ্বন্দী	প্রতিদ্বন্দ্বি
১১৫	১৫	খোলসা	খালাস
১১৭	৬	শ্যামচরণ চট্টোপাধ্যায়	শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য
	১৪	বিচ্যূত	বিচ্যুত
১১৮	২৩	তরঙ্গকুল	তরঙ্গাকুল
১১৯	৫	ছিড়িয়া	ছিঁড়িয়া
	১৬	থাকিবে	থাকিবি
১২১	১৯	চিত্তা	চিত্ত
১২৪	১৬	জন্মেঞ্জয়	জনমেজয়
১২৫	১০	কুলঞ্চ	কুলজ্ঞ
১২৬	৬	কপিলশ্চসুরী	কপিলশ্চাসুরী
১৩১	২	নিচবান	নিচখান

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	২	442	422
১৩৪	৬	অবতংশ	অবতংস
১৩৫	২১	তদ্বারা	তদ্দ্বারা
১৩৭	২১	চ্যুত	চ্যুত
১৩৯	১২	গরূড়ধ্বজ	গরুড়ধ্বজ
		(দোব)	(দেবী)
১৪২	১১০	কাণানাল	কালানল
		উদগীরণ	উদ্গিরণ
	১৬	সমহিত	সমাহিত
	১৮	মহাত্ম্য	মাহাত্ম্য
১৪৪	৬	ধ্বংশ	ধ্বংস
	১৪	আনিয়া	আনাইয়া
		হইয়া	হয়
		প্রদান	প্রদত্ত
১৪৫	৪	রাজস্ত	রাজস্ব
১৪৬	২২	অন্তর্দ্ধান	অন্তর্হিতা
১৪৯	১	নিরন্ধ্র	নীরন্ধ্র
১৫০	১১	হিন্দুচুড়ামণি	হিন্দুচূড়ামণি
	১৭	দিঘি	দীঘি
১৬৪	১৩	বিধিস্মৃতঃ	বিধিঃস্মৃতঃ
	২০	নাম্নাস্তু	নাম্নস্তু
১৬৫	৭	হীনত্বাৎ	হীনতায়
	১১	এতদ্বারা	এতদ্দ্বারা
১৬৬	৫	মহারাজার	মহারাজের

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৭	৫	সংশ্রবের	সংস্রবের
১৭২	২০	এলথাভুক্ত	এলাপাভুক্ত
১৭৫	৭	শূদ্রোস্তু	শূদ্রোস্তু
১৭৮	২২	হবলক্ষো ববলহর্জ্জুনঃ	বলক্ষো ধ লোহর্জ্জুনঃ
	২৩	পীতগৌর	পীতোগৌর
		হারদ্রাভপলাসো	হরিদ্রাভোপলাসো
১৭৯	৪	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
	৫	লক্ষ্মণ	লক্ষ্ম
	৬	লক্ষণ	লক্ষ্মণ
	৭	লক্ষ্মণ	লক্ষণং
	১০	বিশম্ভরঃ	বিশ্বম্ভরঃ
	১২	সুধাংশু	সুধাংশুঃ
	১২	পঞ্চাম্ভোহ্যাক্ষর	পঞ্চাম্ভোহগ্যক্ষঃ
১৮০	৪	ভিল্লশ্চ	ভিল্লাশ্চ
		চান্ত্যজাস্মৃতা	চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ
	১২	পাতুবস্তরণি	পাতুবস্তরণিঃ
১৮১	১	ভিন্ন	ভিন্ন ভিন্ন
১৮২	৬	আপনোদন	অপনোদন
১৮৩	৬	সম্বন্ধ	সম্বদ্ধ
১৮৬	১	আহ্বাম	আহ্বান
	১১	আখ্যায়িত	পরিচিত
১৯০	১৭	সুনুগুরু	সুনুগুরু
	১৭	মেম	মে
১৯১	১০	বিংশেহথা	বিংশেহথ

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯১	১০	হর্য্যাত্ম	হর্য্যাত্মা
	১২	তৃণবিন্দুতথা	তৃণবিন্দুস্তথা
	১৪	কথিতায়ামন্না	কথিতে ময়া
১৯৭	৭	ব্রাহ্মণগণেয়	ব্রাহ্মণগণের
২২১	১২	করিতে ইচ্ছা করিনা	করিবনা
২২৪	৮	কুলীনে	কুলীন
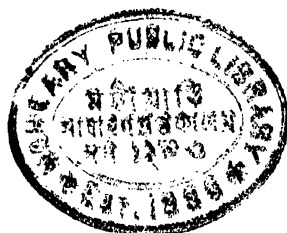
ভ্রান্তি-বিজয় পাইবার ঠিকানা—

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস ;

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির সম্পাদক,

৩৮নং পুলিশ হাসপাতাল রোড,

সাহিত্য-সমাজ কার্য্যালয়,

ইটালী, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ;

গ্রাম—ছুল্লে, পোঃ আঃ আন্দুল-মৌড়ি,

জেলা হাওড়া।

কলিকাতা ১৪নং মদন বড়াল লেন বহুবাজার,

লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে

শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।